Regd. DA-23

Mobile : 017-1168-8860
Tel : 831-5193; 935-6928
831-2503

Vol. LXVI October 2014

THE

DHAKA LAW REPORTS

(A MONTHLY LAW JOURNAL)

Founder Editor : Late Obaidul Huq Chowdhury
Editor : Md Khurshid Alam Khan, Advocate, Supreme Court
Reporter : Md Nawab Ali, Advocate, Supreme Court
Kazi Md Arifur Rahman, Advocate, Supreme Court, High Court Division

Tenth Issue

Cit 66 DLR (AD); 66 DLR etc

CONTENTS

Editorial and Journal	33-40	Bangladesh Statutes:	
Appellate Division	249-272	Acts, Ordinances, etc.	137-152
High Court Division	521-576		

DLR PUBLICATIONS :

		White Print Taka	News Print Taka
1	**Stamp Act** (3rd Edition) 2014	300	*
2	**Contract Act** (4th Edition) 2014	500	*
3	**Civil Reference** (2005-2013) 2014	500	*
4	**Transfer of Property Act** (4th Edition) 2013	700	*
5	**24-Year Criminal Digest** (1988-2011) 2012	600	*
6	**Limitation Act** (3rd Edition) 2009	700	*
7	**Code of Criminal Procedure** (1st Edition) 2009	1,200	*
8	**Code of Civil Procedure** (1st Edition) 2008	1,000	*
9	**General Clauses Act** (3rd Edition) 2007	150	*
10	**Specific Relief Act** (5th Edition) 2007	300	*
11	**Statutory Laws on Service** (2nd Edition) 2006	500	*
12	**Criminal Reference** (2000-2005) 2006	200	*
13	Hand Book of Muslim Family Laws (6th Edition) 2005	550	*
14	20-Year Civil Digest 2005	700	*
15	Registration Act (3rd Edition) 2005	500	*
16	Evidence Act (4th Edition) 2004	500	*
17	Penal Code (1st Edition) 2003	800	*
18	Law on Bail (3rd Edition) 2003	250	*
19	Special Powers Act & Anti-Corruption Commission Act (8th Edition), 2007	650	*
20	Arbitration Act (3rd Edition) 2001	200	*

For 2014 : (1) Annual subscription paid in advance is Taka 600 for 12 issues (2) Annual subscription not paid in advance is Taka 700 for 12 issues. (3) For direct delivery price of current single issue is Taka 50.

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর)

—রফিকুর রহমান পাটওয়ারী*

হাজারও সমস্যার সাগরে বাংলাদেশ ভাসলেও অবিরাম সমাধানের চেষ্টা চলছে। কোন সমস্যা রেখে কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাবে তা বাছাই করা দুরূহ কাজ। আপাততঃ জট সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন যানজট, সেশন জট, জল জট, বেকারত্বের জট আর বিরোধী দলের মিছিলের জট নিয়ে সরকার যেখানে ব্যস্ত সেখানে আরেকটি জটের কথা না বললে চলে না। সেটি হলো মামলার জট। এবার আপনারা হয়তো বলবেন, এটা আবার কী ধরনের জট। বলতে পারেন উল্লেখিত জটগুলোর মধ্যে মামলার জট তেমন গুরুত্ব বহন করে না। আমি স্বীকার করি অন্যান্য জট যেমন চোখের সামনে দেখা যায় তেমনি মামলার জট দেখা যায় না। সব ধরনের জট একটা দেশের অগ্রগতিকে থামিয়ে দেয়। দেশের প্রতিটি সরকার জট কমানোর চেষ্টা করেই যাচ্ছে। জমানো জটগুলো সরকারের রাতের ঘুম হারাম করে দিচ্ছে। যানজট সমাধানের জন্য সরকার উড়াল পথ ও নদীর ওপর দিয়ে সেতুর ব্যবস্থা করছে। সেশন জট কমাতে শিক্ষকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। জল জট কমাতে শহরে ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও খাল-বিল খনন করছে। তেমন মামলার জট কমাতেও সরকার বসে নেই।

মামলার জট বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকে একেবারে স্থবির করে দিয়েছে। নিম্ন আদালত বলেন আর উচ্চতর আদালত বলেন সবখানে একই অবস্থা। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বারান্দায় হাঁটলে দেখবেন গলায় সাদা ব্যান্ড লাগিয়ে কালো কোট আর গাউন গায়ে দিয়ে শুধু বেঞ্চ থেকে বেঞ্চে দৌড়াদৌড়ি করছেন আইনজীবী মামলা শুনানির তালিকায় দেয়ার জন্য। কিন্তু পারছেন না। সমস্ত বেঞ্চ কাজের চাপে একেবারে চ্যাপ্টা বেঞ্চগুলো নতুন মামলা শুনানির জন্য গ্রহণ করে দৈনিক মামলার শুনানির তালিকা আর ভারী করতে চান না। শুধু বলেন, যে মামলাগুলো শুনানির কার্য তালিকায় রয়েছে, সেগুলো আগে শেষ করতে দিন। তবুও আইনজীবীগণের অনুরোধ কখনো রক্ষা হয় আবার কখনো হয় না। একই অবস্থা নিম্ন আদালতেও । সেখানে মামলা শুধু জমা হতেই থাকে।

এবার দেখা যাক বাংলাদেশে বিচারাধীন মামলার পরিসংখ্যান। ২০১৩ সালের পহেলা জানুয়ারি বাংলাদেশে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা হলোঃ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে দেওয়ানী-১২,৮৭৯, ফৌজদারি-৩,৭৪০, অন্যান্য-২৮, বাংলাদেশ হাইকোর্ট বিভাগে দেওয়ানী-৮০,৫৮৮, ফৌজদারি-১,৬০,২৭২, রিট-৫৬,৮৭১, সকল জেলা ও দায়রা জজ আদালতে এবং ট্রাইব্যুনালে দেওয়ানী-৮,৬৯,৬১৪, ফৌজদারি-৪,৩২,০৯১, ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারি-৮,৩৮,২৭৭। সর্বমোট ২৪,৫৪,৩৬০ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এবার মামলার জট দেখে যে কোনো বিবেকবান নিশ্চয় আঁৎকে উঠবেন। এবার নিশ্চয় সহজে বোঝা যাচ্ছে অন্যান্য জটের চেয়ে মামলার জট কম ভয়াবহ নয়। সরকার, বিচারপ্রার্থী, আইনজীবী, বিচারক আর বিচারপতিগণকে অস্থির করে তুলেছে মামলার জট। মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে বিভিন্ন সভায় বাংলাদেশের মামলার জট নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতে দেখা যাচ্ছে। তিনি বক্তৃতায় মামলার জট কমাতে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা কামনা করছেন। মামলার জট কমাতে বাংলাদেশ সরকারও পিছিয়ে নেই। এ যেনো বিরাট এক প্রতিজ্ঞা। মামলার জট যে কোন মূল্যে কমাতেই হবে।

মামলার জট শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও মামলার জট লেগে আছে। উন্নত দেশগুলো মামলার জট খোলার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি বের করে সুফল পেয়েছে। ১৯৬০ সালের দিকে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক হারে মামলার জট দেখা দেয়। চাকুরির ক্ষেত্রে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য দেখা দেয়ায় মানুষ বিচার প্রার্থনায় কোর্টে মামলা দায়ের করতে লাগলো। এভাবে মামলার পাহাড় জমে যাওয়ায় এবং দ্রুত বিচার প্রার্থীদেরকে প্রতিকার দিতে সরকার এক পদ্ধতি বের করলো। পদ্ধতিটি হলো 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি''। সংক্ষেপে এডিআর বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় 'Alternative Dispute Resolution'। বিচারপ্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট সকলে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকে স্বাগত জানিয়ে স্বল্প সময়ে কম খরচে প্রতিকার পেয়ে এডিআরকে সানন্দে গ্রহণ করে মামলার জট থেকে মুক্তি পেয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে আপোষে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার জট কমানো হচ্ছে। চীন, শ্রীলঙ্কা, ভারত, পাকিস্তান, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো এডিআর পদ্ধতিতে মামলার জট কমাতে সক্ষম হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমান মামলার জট দেখে শুধু বাংলাদেশ সরকার নয়, বিদেশীরাও বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। বিভিন্ন দেশে মামলার জট কমানোর জন্য অনেকগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। সংস্থাগুলো বিভিন্ন দেশে গিয়ে এডিআরের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। সংস্থাগুলো হলোঃ

১) International Centre for Settlement of Invest-ment Disputes (ICSID)

২) International Chamber of Commerce (ICC)

*সাবেক জেলা ও দায়রা জজ, অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, সহকারী অধ্যাপক, আইন বিভাগ, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এডিআর বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কবি ও কলামিস্ট।

৩) Global Arbitration Mediation Association, Inc (GAMA)

৪) Gulf Co-operation Council (GCC) Commercial Arbitration Centre

৫) International Council of Commercial Arbitration (ICCA)

৬) JURIS International Dispute Resolution Centers

৭) Key Bridge Foundation Center for Mediation

৮) North American Free Trade Agreement (NAFTA) Dispute Settlement

৯) United Nations Com-mission on International Trade Law (UNCITRAL)

১০) WIPO Arbitration and Mediation Center

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার জট কমাতে বাংলাদেশ সরকার বহু টাকা ব্যয়ে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষক এনে অবসরপ্রাপ্ত বিচারকগণকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। অধমকে যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে তাদের প্রশংসা করে ছোট করতে চাই না। তবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করলে নিজকে হীন মনে হবে। সত্যিই প্রশিক্ষণ দেখার মতো। আপোষ নিষ্পত্তিতে তাদের পদ্ধতি প্রশংসার দাবিদার। প্রশিক্ষকদের প্রকাশভঙ্গি, দৈহিক অঙ্গভঙ্গি এবং ভিডিও চিত্রগুলো থেকে সহজেই বোঝা যায়, এডিআরের সাথে তারা একেবারে সয়াবিন তেলের মতো মিশে গেছে। যার জন্য তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কেন আপনি আদালত ব্যতীত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করবেন? আপনি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি করবেন। কারণ (১) সময়ঃ আমাদের দেশে দাদা মামলা দায়ের করলে নাতি পর্যন্ত মামলার ফল ভোগ করতে পারে না। এডিআরের মাধ্যমে অল্প সময়ের মধ্যে বিচার প্রার্থীগণ মামলার ফল ভোগ করতে পারে। (২) খরচঃ মামলার খরচ পক্ষদের জন্য বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দীর্ঘদিন মামলা চলার কারণে পক্ষগণ জায়গা-জমি বিক্রি করে মামলার খরচ জোগাড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। এডিআরের মাধ্যমে পক্ষগণ অল্প খরচে কাঙ্খিত ফল পেতে পারে। (৩) পদ্ধতি পক্ষদের আওতার ভেতরঃ আদালতে মামলা চলে নির্দিষ্ট আইনের আওতায়। সেখানে পক্ষগণ নিজেদের কথা উজাড় করে বলতে পারে না। কিন্তু এডিআরের পদ্ধতি পক্ষদের আওতার ভেতর। পক্ষগণ এখানে তাদের সব কথা খুলে বলতে পারে। তাদের সুবিধা-অসুবিধাগুলো বলার সুযোগ থাকে। (৪) পক্ষদের বন্ধন সুদৃঢ় রাখেঃ আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থা হলো বৈরি ভাবাপন্ন পক্ষদের মধ্যে মামলার কারণে বংশানুক্রমে বৈরি ভাব থেকে যায়। ফলে অনেক অঘটন ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এডিআরের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি হলে বৈরিভাব আর থাকে না। মনের দিক থেকে একে অপরের অনেক কাছে গিয়ে পৌছতে পারে। (৫) আত্মতুষ্টিঃ বর্তমানের বিচার ব্যবস্থায় হার-জিতের খেলা চলে বিচারালয়ে। এক পক্ষ কাঁদতে কাঁদতে আর অপর পক্ষ হাসতে হাসতে বের হয় আদালত কক্ষ থেকে। দৃশ্যটি দেশ ও জাতির জন্য সুখবর নয়। এডিআরের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে উভয় পক্ষ জিতে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যাকে জিতা-জিতি পরিস্থিতি বলা হয়। (৬) আইনজীবীগণের আনন্দঃ এডিআরের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করে দিতে পারলে আইনজীবীগণের ওপর পক্ষগণের আস্থা বেড়ে যায়। এতে পক্ষগণ যেমন খুশি হন আইনজীবীগণও তেমন। আইনজীবীগণ ভাবতে পারেন এডিআরের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে মামলার সংখ্যা কমে যাবে। ধারণাটি ভুল। কারণ যত অল্প খরচে পক্ষগণ বিরোধ নিষ্পত্তি করার সুযোগ পাবে তত বেশি বিরোধ নিয়ে আসবে নিষ্পত্তির জন্য। মানুষ অল্প সময়ে এবং খরচে প্রতিকার পেলেই বিরোধী পক্ষগণ আদালতমুখী হবে। এতে আইনজীবীগণের আয় বেড়ে যাবে। (৭) পক্ষদের সুবিধাঃ এডিআরের মাধ্যমে মামলার রায়ের পর কোনো পক্ষকে যেতে হবে না আপিলে। এরপর উচ্চতর আদালতে। অপরদিকে এডিআর ব্যর্থ হলে পক্ষগণ মামলায় ফিরে যেতে পারে। এডিআর হলো আপোষ বিরোধ নিষ্পত্তি করার একটি সুযোগ। (৮) চিরস্থায়ী নিষ্পত্তিঃ আদালতের মাধ্যমে রায়ের পরও বিরোধ থেকে যায়। সুযোগ পেলেই একে অপরকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। আপোষে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে আজীবনের জন্য নিষ্পত্তি হয়ে যায়। (৯) হয়রানি ঃ আদালতে একবার মামলা দায়ের হলে উভয় পক্ষের জন্য হয়রানি আরম্ভ হয়। আর্থিক, মানসিক, শারীরিক আর সময়ের অপচয়। অপরদিকে আপোষে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে পক্ষগণ হয়রানি থেকে বেঁচে যায়। আজও আমাদের দেশে মামলাকে মানুষ অভিশাপ হিসেবে গ্রহণ করে। কখন যে কার বিরুদ্ধে মামলা হয়ে যায় বলা যায় না। এডিআরের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হলে মামলাকে আর অভিশাপ হিসেবে গণ্য করতে হবে না। তখন বলা যাবে এডিআর হলো অল্প সময়ে এবং অল্প খরচে অধিকার আদায়ের প্রচেষ্টা।(১০) গোপনীয়তাঃ মামলার প্রকারভেদে গোপনীয়তা রক্ষা করা প্রয়োজন। বিচারিক আদালতে গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। এডিআরের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব। আমাদের দেশে বিচারিক আদালত-গুলোকে উন্মুক্ত আদালত বলা হয়। যার জন্য সকলের প্রবেশাধিকার থাকে।(১১) আইনুযায়ী বিচারঃ আমাদের দেশে বিচারিক আদালতগুলো আইন আর সাক্ষ্যের ওপর নির্ভরশীল। অনেক সময় মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে বিচারে বিভ্রাট দেখা দিতে পারে। যার জন্য বিচারিক আদালতে আইনুযায়ী বিচার হয়

বলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যার জন্য ব্রিটেনে ন্যায়পরায়ণতা আদালতগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। এডিআরের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি হলে ন্যায় বিচার রক্ষা পায়। এডিআরের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমনঃ (১) আপোষ ঃ প্রতিটি বিরোধে দুটি পক্ষ থাকে। পক্ষদ্বয় নিজেরাই আপোষে বিরোধ মিটাতে পারে। এখানে তৃতীয় পক্ষের ভূমিকা থাকে না। তবে প্রয়োজনে তৃতীয় পক্ষ বিরোধীয় পক্ষদ্বয়কে এক টেবিলে বসানের আয়োজন করতে পারে। তৃতীয় পক্ষ বিরোধীয় পক্ষদ্বয়ের মধ্যে জমানো শক্ত বরফ গলাবার চেষ্টা করতে পারে। ২) মধ্যস্থতা ঃ এডিআরের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। মধ্যস্থতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি মানে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি। তৃতীয় পক্ষ বিরোধীয় পক্ষদ্বয়কে বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সূত্রিতাসহ নানা সমস্যার কথা বোঝাবেন। এডিআরের মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তির সুফল সম্পর্কে একটি ধারণা দিবেন। এখানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা মুখ্য। এটাকে আমাদের দেশে গ্রাম্য সালিস বলা হয়। (৩) সালিস ঃ বিরোধ নিষ্পত্তিতে এটি তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। আদালতের মাধ্যমে সালিসকার নিয়োগ করা হয়। এখানে সালিস আইনের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়। পদ্ধতিটি আমাদের দেশে জোরালো ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি নতুন কিছু নয়। ১৮৭০ সালে ব্রিটিশগণ খাজনা আদায়ের জন্য পঞ্চায়েত প্রথা চালু করেছিল। ছোট-খাট বিরোধ পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মীমাংসা হতো। পঞ্চায়েতের চিন্তা-ভাবনা থেকে বহু ধাপ পেরিয়ে আমাদের দেশে গ্রাম আদালতের জন্ম হয়। উদ্দেশ্য হলো ছোট-খাট বিরোধ নিয়ে মানুষদেরকে যেনো আদালতে গিয়ে আইনের যাঁতাকলে পড়ে হয়রানি হতে না হয়। এডিআর আমাদের দেশে ২০০৩ সালে আইনি রূপ নেয়। বাংলাদেশের সংসদ ২০০৩ সালের মার্চ মাসে দেওয়ানি কার্যবিধি সংশোধন করে এডিআরকে দেওয়ানী কার্যবিধিতে স্থান দেয়। আবার সংসদ ২০১২ সালে ৩৬ নম্বর আইনের মাধ্যমে দেওয়ানী কার্যবিধিতে সংশোধন করে এডিআরকে বাধ্যতামূলক করা হয়। উক্ত সংশোধনীর কারণে আদালত প্রতিটি দেওয়ানী মামলাকে অবশ্যই এডিআরে পাঠাবে। সহজ কথায় বলা যায় দেওয়ানী মামলা নিষ্পত্তিতে এডিআরের পদক্ষেপটিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাদের দেশে প্রায় সব আইনে বিকল্প নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এমনকি বর্তমানে প্রচলিত ফৌজদারি কার্যবিধিতেও সীমিত আকারে ব্যবস্থাটি চালু রয়েছে। শুধুমাত্র প্রচারের অভাবে কাঙ্ক্ষিত মতে আপোষে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রয়োগ হচ্ছে না। বর্তমানে বাংলাদেশে নিম্ন আদালতগুলো আইনের আওতায় আপোষে মামলা নিষ্পত্তির কথা শোনা মাত্রই পক্ষদেরকে আপোষে বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ দিয়ে থাকে।

আমাদের দেশে শত্রুকে ঘায়েল করার জন্য মিথ্যা মামলা দায়েরের প্রবণতা খুব বেশি। নিম্ন আদালত এবং উচ্চতর আদালত-গুলোতে যে হারে মামলা প্রবেশ করছে সে হারে মামলা নিষ্পত্তি হয়ে বের হচ্ছে না। মামলার সংখ্যা খরগোশের গতিতে বাড়ছে আর নিষ্পত্তি হচ্ছে কচ্ছপের গতিতে। মামলার জট কমানোর পদ্ধতিগুলোর মধ্যে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি একটি অন্যতম পদ্ধতি। ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থার কষাঘাতে আমরা একেবারে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছি। মিথ্যা মামলা যেন কোর্টে প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য রাখতে হবে কড়া নজর। মামলা গ্রহণ করার সময় খুব সাবধানে গ্রহণ করতে হবে। অনেক সময় দেখা গেছে বহু বছর পর মামলাটি আইনগতভাবে অচল বলে আদালত সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে। বিচারাধীন মামলাগুলো আইনগতভাবে চলে কিনা একটু যাচাই-বাছাই করা প্রয়োজন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার মিথ্যা মামলার প্রদত্ত রায়ে বাদীকে সাজা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দেওয়ানী মিথ্যা মামলার বাদীকে দিতে হবে ক্ষতিপূরণ। বর্তমানে মিথ্যা মামলায় ক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে বাদীর সাজা অথবা ক্ষতিপূরণ আদায়ে পৃথক মামলা করতে হয়। এক মামলা থেকে রেহাই পেয়ে নতুন মামলায় আসামী পক্ষ অথবা বিবাদী জড়াতে চায় না বলে বাদীর বিরুদ্ধে নতুন মামলা দায়ের হয় না। এতে উভয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী মিথ্যা মামলা উৎসাহিত হয়। ফৌজদারী মামলাগুলো দেওয়ানী মামলার মতো কোর্টের মাধ্যমে এডিআরে যেতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে মামলা তদন্তকালীন সময়ে আপোষ করা যাবে না। এতে হিতে বিপরীতে হয়ে যাবে। গুরুতর অপরাধগুলো আপোষের বাইরে রাখতে হবে। তা না হলে গুরুতর অপরাধগুলো বেড়ে যাবে। জোর করে চাঁদা দাবি করে জোর করে আপোষ করে ফেলবে। ফৌজদারী, দেওয়ানী ও বিভিন্ন ধরণের মামলাগুলো আপোষ নিষ্পত্তি করার জন্য রীতিমতো একটি গবেষণার বিষয়। বিষয়টি ট্রায়াল এন্ড অ্যারোর পদ্ধতিতে চলতে হবে। একদিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে না। পদ্ধতিটি একটু দীর্ঘ মেয়াদী। স্মরণীয় যে বাস্তব ক্ষেত্রে একটু ভুল ধরা পড়লেই পদ্ধতিটির একটু পরিবর্তন আনতে হবে। মনে রাখতে হবে বিষয়টি সম্পূর্ণ জনকল্যাণে। সহজ কথায় বলা যায়, মামলার জট কমাতে হলে মামলার বিচারের পদ্ধতি ও রায় লেখার পদ্ধতি বদলাতে হবে। এতে সময়ের সাশ্রয় হবে।

সীমিত পরিসরে এডিআরের মতো একটি ব্যাপক বিষয় নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে সহজে বলা যায় মামলার পক্ষদেরকে শ্রম, অর্থ, সময় আর হয়রানি থেকে বাঁচিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তির একমাত্র সহজ পথ হলো বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পথ বেছে নেয়া। এখানে ব্যর্থ হলে বিচারিক আদালতের দরজা খোলা থাকে সব সময়ের জন্য। বিচার প্রার্থীদের একবার বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (এডিআর) পথে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা করা উচিত। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে বেচেঁ যাবে আপনার অর্থ, শ্রম, সময় আর হয়রানি। নিঃসন্দেহে পদ্ধতিটি মানবকল্যাণে এক বিরাট প্রচেষ্টা। একবার চেষ্টা করে দেখুন সুফল পেতেও পারেন।

.....

Legal Divergence in Child Age: A Foremost Barricade to Dispense Apt Justice for the Children in Bangladesh.

—Sk.M.Tofayel Hasan

Joint Metropolitan Session Judge Chittagong. Foreword:

As per the Oxford dictionary "Child" means a young human being who is not yet an adult. At the time to build up the concept of family, a child was unquestionably considered as a human being without any status but with its existence. Within a course of time the concept has been increased and the child has become an important part as it preserves the generation of a family though their status and entity was not addressed by the society. The conception of child, according to arise theory was to say that the child could do nothing and consequently was nothing.

In the middle of 17th century the English philosopher John Locke adopted a new approach to understanding childhood and children's issues. In the 18th century French Philosopher Jean Jacques Rousseau recognized childhood as a specific phase in life and that the child was an independent personality with special requirements. According to Jean Jacques Rousseau the human being is good by nature, but later corrupted by society. German Philosopher Goethe agrees with Rousseau on this principle. Thus Rousseau was the first to see complete human value in the child, the child as an independent personality with special requirements. Children were only recognized as a separate category of rights holders at the beginning of the 19th century when national legislatures started to enact laws providing or special measures of protection for children. The real recognition of the rights of children only come in the 20th century.

[Ref: Towards A Justice Delivery System For Children in Bangladesh: A Guide and Case Law On Children In Conflict With The Law- Justice M Imman Ali, p-17-19, UNICEF Bangladesh, 2010]

Legal variance in the age of a Child:

Article-1 of The United Nations Convention on the Rights of the Child-1989 has provided the definition of Child as "A Child means every human being below the age of eighteen, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier." Thus, according to that definition the international standard of the age of majority of a Child has fixed as 18 (eighteen). The convention has also let the national laws to set a different age limit. Simultaneously, the convention has also encouraged different states to take up the alike definition as mentioned in article-1 in their national legislation.

According to section-2 of The Majority Act-1875 also permits to settle the age of any person according to their respective personal laws. The section provides -" Nothing herein shall contain shall affect-a) the capacity of any person to act in following matters (namely),- marriage, dower, divorce and adoption b) the religion and religious rites and usages of any class of citizens of Bangladesh c) the capacity of any person who before this Act come into force has attained majority under the law applicable to him."

On the other hand, section-3 of The Majority Act-1875-" Every minor of whose person or property or both a guardian, other than a guardian for a suit within the meaning of Schedule-I, Order-XXXII of The Code of Civil Procedure-1908 has been or shall be appointed or declared by any court of Justice before the

*—Sk M Tofayel Hasan, Joint Metropolitan Sessions Judge, Chittagong

minor has attained the age of eighteen years, and every minor of whose property the superintendence has been or shall be assumed by any Court of Wards before the minor has attained that age shall, notwithstanding anything contained in The Succession Act-1925, or any other enactment, be deemed to have attained his majority when he shall have completed his age of twenty-one years and not before. Subject of aforesaid, every other person domiciled in Bangladesh shall be deemed to have attained his majority when he shall have completed his age of eighteen years and not before."

According to the article 122(2)(b) of The Constitution of the People's Republic of Bangladesh-1972, the person who has attained the age of 18 (eighteen) years is allegeable to cast his/her vote in any public election. Side by side, the age of marriage for male is 21 (twenty one) and for female is 18 (eighteen) has been recognized in section-4 of The Child Marriage Restraint Act-1929. Although the Muslim and Hindu personal laws have provided some specific emphasis on the mental capacity to put consent, physical ability i.e. attainment of puberty and also the capability of reproduction for marriage. Moreover The Christian Marriage Act-1872, section-19 also allows a minor to get married through the consent of father or guardian or mother.

However, The Labor Act of 2006 sections 34 & 35 bars a child to work and section-2(8) allows to work a adolescent who has arrived at the age of 14 (fourteen) but not the age of 18 (eighteen) years. Under The National Child Policy of 1994, one can work once if he/she crosses 14 (fourteen) years. The children Act-1974, he cannot seek work until he is above 18 (eighteen) years of age.

In The Penal Code-1860 holds that a child under 7 (seven) cannot be punished for an offence, no criminal responsibility under the age of 9 (nine) years, 9-12 (nine-twelve) year nothing to child if he has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequence of his conduct on that occasion.

The Muslim Family Law Ordinance-1961, section-12(1)(a) was sets 16 (sixteen) years as the age of maturity but after amendment of The Child Marriage Restraint (Amendment) Ordinance-1984 the age of maturity has been fixed for male 21 (twenty one) and for 18 (eighteen) years for female.

The Motor Vehicles Ordinance-1983, sections 4 & 15 lays down that to drive a light vehicle, one has to be above 18 (eighteen) and to drive a heavy vehicle, above 20 (twenty) years.

The Nari-o-Shishu Nirjatan Daman Ain-2000, section-2 subsection "cha" provides that nari means a woman of any age and subsection "ta" provides that child means a person up to 16 (sixteen) years of age.

Due to the differences in ages of children, they were denied fair justice. So this discrepancy has been addressed finally in the section-4 of The Children Act, 2013. In the Act, the age of the child has been fixed up to 18 years.

Angela Melchiorre's research 'At What Age' reveals that in 25 countries of the world, there is no set age limit for compulsory primary education for children. In 33 countries, there is no minimum age for work, and in 44 countries, girls are allowed to marry earlier than boys can. In at least 125 countries, seven to 15-year-olds are taken to court for their offences and detained in dangerous prison conditions, even though this is the age group that must go through compulsory primary education. In some countries, even the concept of compulsory primary education is missing, and children below 14 are allowed to work. There are also instances where children below 12 are allowed to marry and children as young as seven are punished for their crimes.

[Ref: http://www.angelamelchiorre.com/research (21-2-2012)]

Procedural Problems:

The Children Act, 2013 has provided some provisions regarding-Internationally recognised definition for a child: Due to the differences in ages of children, they were denied fair justice. This discrepancy has been addressed in The Children Act, 2013. In the Act, the age of the child has been increased from 16 to 18 years. So, child age has been fixed up to 18 years.

Child-friendly arrest procedure: According to the Act, whatever the circumstance is, child aged below nine cannot be arrested. If a child above nine is being arrested, law enforcers cannot apply handcuffs and rope around waist to the child.

Juvenile Court at district level: According to the Act, at least one juvenile court will be formed in district or metropolitan area. If a case is filed against a child, whatever crimes s/he committed, the juvenile court will try him/her.

[Ref: The Children Act, 2013: A Milestone in Child Protection-Dr. Nahid Ferdousi Published by-Law Vision, September 2013]

But now a days, we may find the arrest procedure of the said Act, is not completely observing by the concern enforcing authorities. The adult and the children are brought before the court in a common vehicle and handcuffs although it is prohibited by the Act. How the case will be dealt with which were filed before implementing the Act has not been stated explicitly. Which one is the juvenile court, is not properly identified or mentioned. The Additional District Judge for the Metropolitan areas and to some extend the District Judges have been designated as a Children Court though their business is up to the neck. It is rare to get presence of the Probation Officer/s in the courts and also difficult to discover his Office. The Children Act has provided the provision to appoint a lawyer for the children but the system is not self-reliant indeed. If we visit the jail or sub-jails of Bangladesh, the children will oftenly be found as a prisoner or a working-boy. Still we have to hunt for the safe homes, child development centre, the rectification centre, the alternative care homes, government rehabilitation centers and the correction centers or the recommended institutions for the children in each district. The Board or the Child Welfare Boards have not able to get rhythm in their functions. The word 'accused' or 'convicted' or 'conviction' has not been removed from the record of the cases of the Children. The drug or arms traders are still using the children frequently as a carrier and they have taken the Act as a privilege although the specific punishment has been mentioned. The law enforcing agencies are ignoring when the Children are using as a street beggar. In contrast, we have not yet able to establish any National Children Policy and the children who are working in a domestic level is still out of our vision. Moreover, a huge controversy between The Children Act, 2013 and The Nario-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 pertaining to the children is still subsisting despite the fact that The Children Act, 2013 is keeping its provisional supremacy over the concern laws.

Conclusion:

Conflict regarding age of a Child, a sheer reality in Bangladesh like many other developing countries, is one of the major legal problems in the country. No harmonization subsist in the laws of our country concerning the age, sex, religion, caste, rights, liabilities and duties of a child. Different laws are providing different definitions of age of a child and all the distinct provisions have not yet repealed. So the stakeholders are arguing for the laws which are in their favour or disfavour. Now it is time to look forward upon the uniform Child law for the children and to make an accord between all concern laws of Bangladesh and thus we can truly consider the child as a child unanimously, legally, procedurally and practicably.

.....

Reference & Adjournment—প্রাসঙ্গিক ভাবনাঃ

—মোঃ আব্দুস ছাত্তার (২)

মক্কেলগনকে কোর্ট কাচারীতে যাতায়াত করলে মাঝে মধ্যেই শুনতে হয় আইনজীবি মারা গেছেন; আজ রেফারেন্স (Reference) কোর্ট হবে না। আসলে রেফারেন্স কি তা জানা দরকার।

আভিধানিক (AT DEV) ভাবে ইংরেজীতে Reference (রেফারেন্স) শব্দের অর্থ; নির্দেশ; the act of referring উল্লেখ; allusion, সম্বন্ধ; সম্পর্ক; Relation; সংবাদ দান বা নিস্পত্তির জন্য প্রেরন; সোপর্দ; a submitting for information or decision, প্রশংসাপত্র; সুপারিশপত্র a testimonial or recommendation, যে বই বা বইয়ের অংশ উল্লেখ করা হয় a book or passage referred to, in or with reference to, সম্পর্কে concerning reference book, সংবাদ ইত্যাদির জন্য যে বই দেখা হয় a book to be consulted for information, Reference library; যে পুস্তকাগারে বই পড়া যায়, কিন্তু লওয়া যায় না; one where books may be consulted without being taken away বুঝায়। Oxford dictionary মতে Reference মানে a thing you say or write that mentions else; the act of mentioning.

অপরদিকে BLACK'S LAW DICTIONARY মতে Reference mean :

1. The act of sending or directing to another for information, service, consideration, or decision; specific, the act of sending a case to a master or referee for information or decision.

General reference : A courts reference of a case to a referee, USU, with all parties contest, to decide all issues of fact and law. The referee's decision stands as the judgment of the court.

Special reference : A courts reference of a case to a referee for decisions on specific questions of fact. The special referee makes finding and reports them to the trial judge, who treats them as advisory only and not as, binding decisions.

2. An order sending a case to a master or referee for information or decision.

3. Mention citation of one document or source in another document or source.

তবে দেওয়ানী কার্যবিধির ৯৮ ধারা মতে আপীল নিস্পত্তিতে হাইকোর্টের দুই বা ততধিক বিচারপতির সিদ্ধান্তে বিরোধ দেখা দিলে তদবিষয়ে আইনগত (reference) প্রশ্নে হিসাবে প্রধান বিচারপতি তৃতীয় বিচারপতির নিকট প্রেরণ করেন। অনুরুপভাবে দেঃ কাঃ বিঃ ১১৩ ধারা মতে নিম্ন আদালত কোন বিষয়ে নির্ধারিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে মহামান্য হাইকোর্টের অভিমত (reference) গ্রহন করতে পারেন।

একইভাবে ইংরেজী Adjournment (A.T.DEV.) শব্দের অর্থ মূলতবী, স্থগিতকরন; postponment যে সময় টুকু কোন কার্য স্থগিত থাকে, the interval during which business is suspended, adjournment motion সভা মূলতবী রাখিবার প্রস্তাব, মূলতবী প্রস্তাব, a proposal for postponement of a meeting এবং BLACK'S LAW DICTIONARY মতে, 1. A putting off of a court session or other meeting or assembly until a later time. 2. The period or interval during which a session is put off.

অন্যদিকে ইংরেজী Condolence শব্দের অর্থ (AT DEV) পরদুঃখে দুঃখপ্রকাশ, expression of grief for anothers sorrow (accept my condolence) এবং condolence meeting অর্থ শোকসভা a meeting to express sorrow at the death of somebody এবং Oxford dictionary মতে condolence mean "sympathy" that you feel for sb; when a person in their family or that they know well has died; an expression of this sympathy to give /offer/express your condolences, our condolences go to his wife and family.

দেশের বিচারাঙ্গনে প্রায়শঃ একজন বিজ্ঞ আইনজীবির মৃত্যুতে রেফারেন্স (Reference) নামক শব্দের প্রয়োগে শোক সভা অন্তে বিজ্ঞ আদালতের ঐ দিনের বিচার কার্যক্রম মূলতবী (Adjournment) ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ একজন বিজ্ঞ আইনজীবি মারা গেলে অধিকাংশ জেলায় সেই দিন জজশীপ ও আইনজীবি সমিতির সমন্বয়ে রেফারেন্স (Reference) বা শোক সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকল আদালতের দিবসের বিচার কার্যক্রম মূলতবী/স্থগিত রাখা হয়। অথচ মৃত আইনজীবির স্মরণ শোকসভা/রেফারেন্স (Reference) নামক শব্দ দ্বারা তা মোটেই পরিপূর্ন হয় না। বরং রেফারেন্স শব্দের পরিবর্তে উপযুক্ত ও সঠিক

*এ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট, রাজশাহী ও হাইকোর্ট ডিভিশন।

শব্দ (Appropriate word) শোকসভা/ Condolence meeting বলাটাই শ্রেয়/ সমীচীন। রেফারেন্স শব্দ মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমনটি বলা যায় না; বরং Reference শব্দটি ব্যক্তি সম্বন্ধ বা সম্পর্ক Relation বুঝালেও তা দ্বারা কখনও মৃত ব্যক্তির শোক সভা বুঝায় না। বরং Condolence meeting শব্দের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির (আইনজীবি) কর্মময়জীবনের আলোচনা, আত্মার মাগফেরাত বা মঙ্গল কামনা সহ শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করার রেওয়াজ/রীতি (Usage) অধিকতর শুদ্ধ, সঠিক ও গ্রহনযোগ্য বটে।

সে যাই হোক Reference বা Condolence meeting এর আদলে শোকসভার কারনে আদালত মূলতবী রাখার রেওয়াজ/রীতি দেশের সর্বত্র এক নহে। যেমন দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবিগনের মৃত্যু জনতি শোক সভা Condolence meeting বছরে একবার অনুষ্ঠিত হয় যা কিনা তাঁদের সংবিধানে উল্লেখ নাই (The constitution and the Rules of the Bangladesh Supreme Court Bar Association) অথচ অনুরুপ শোক সভা দিবসে দেশের উচ্চ আদালত মূলতবী থাকে এবং মহামান্য প্রধান বিচারপতি সহ মাননীয় বিচারপতিগন ও বিজ্ঞ আইনজীবিগণের সমন্বয়ে Condolence meeting অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সুপ্রীম কোর্টের শোকসভা জনতি রেওয়াজ/রীতি দেশের কতিপয় জেলা আইনজীবি সমিতি অনুসরন করে থাকে। তবে বিচারাঙ্গনে বিজ্ঞ আইনজীবিগনের মৃত্যুজনিত শোকসভার Condolence meeting রেওয়াজ/রীতি সমগ্র দেশে এক ও অভিন্ন হওয়া উচিত। এতদ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট দেশের অধঃস্তন আদালতের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কোন বিধি (Rule) বা সার্কুলার জারী করেন নাই। এমনকি আইন মন্ত্রণালয় থেকেও তেমন কোন বিধি, বিধান, প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হয় নাই। দেশের আইনজীবিগণের সনদ প্রদানকারী ও Code and conduct নিয়ন্ত্রনকারী বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রনীত The Bangladesh Legal practitioners and Bar coulcil order 1972 তে বিজ্ঞ আইনজীবিগনের মৃত্যু জনিত শোক্ সভা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট আইন ও বিধিমালা নাই। এমনকি civil rules & order এ বিষয়টি অনুপস্থিত।

ফলে বিজ্ঞ আইনজীবিগনের মৃত্যুজনিত শোকসভা Reference/condolence meeting সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বিধি, বিধান, সার্কুলার না থাকার কারনে দেশের বিভিন্ন জেলা আইনজীবি সমিতি বিভিন্ন ভাবে অনুরুপ শোক সভা পরিচালনা করে থাকেন। যেমন কোন কোনবার সমিতিতে প্রতিজনের মৃত্যুতে প্রতিটি শোকসভা অন্তে আদালত মূলতবী রাখা; কোন কোনবার সমিতিতে প্রতি মাসের শেষে সমন্বিত শোকসভা সহ একদিনের জন্য আদালত মূলতবী করা, আবার কোন কোনবার সমিতিতে সুপ্রীম কোর্টের আদলে বৎসরে একবার শোকসভা অন্তে আদালত মূলতবী রাখার বহুমাত্রিক রীতি/রেওয়াজ (Usage) প্রচলিত আছে। অথচ বিজ্ঞ আইনজীবি গনের মৃত্যুজনিত শোকসভা অন্তে আদালত মূলতবী রাখা বিষয়ে দেশে এক ও অভিন্ন বিধি বিধান থাকা বাঞ্চনীয়। কেননা প্রতিজনের মৃত্যুজনিত শোকসভা সহ আদালত মূলতবী থাকায় ঐ দিবসের বিচারপ্রার্থী হাজার হাজার মানুষের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা, ভোগান্তির আর্তনাদ বিজ্ঞজনের বিদেহী আত্মার উপর বিরুপ প্রভাব/অমঙ্গল সৃষ্টি করে কিনা!! তা ধর্মীয় ব্যাপার হলেও যথেষ্ট চিন্তার ও সময়পোযোগী এক ও অভিন্ন বিধি বিধান রীতি রেওয়াজ চালুর দাবী রাখে।

বিপুল জনসংখ্যার দেশে মামলা মোকদ্দমার আধিক্য জ্যামিত্যিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা নিস্পত্তির ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধকতা/দীর্ঘ সূত্রিতার কারন হিসাবে বিভিন্ন ধরনের সরকারী ছুটি, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, হরতাল, অবরোধ, ঘেরাও, বর্জন, প্রভৃতি কারণে কোর্ট কাচারী প্রায়শঃ অকার্যকর থাকে। তারপরও যদি প্রতিজন আইনজীবির মৃত্যু জনিত শোকসভা দিবসে আদালত মূলতবী রাখা হয় তাহলে বছরের অনেক গুলি মূল্যবান দিন বিচার বঞ্চিত থাকতে হয় বিচার-প্রার্থীগনকে যা মোটেই কাম্য/সমীচীন নহে। বাস্তবে এমনও দেখা যায় ঈদের ছুটি শুরুর শেষ কার্য দিবস বা আদালতের বাৎসরিক ছুটি শুরুর শেষ কার্য দিবসে কোন একজন বিজ্ঞ আইনজীবির মৃত্যু জনিত শোক সভার জন্য আদালত মূলতবী থাকায় বহুল সংখ্যক আসামী জামিন প্রাপ্তির ন্যায় সঙ্গত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হয় বা অতীব জরুরী বিষয়ের শুনানী মূলতবী থাকায় ভূক্তভোগী মক্কেলগনের চাপা ক্ষোভ, উষ্মা, হতাশার দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি প্রয়াত আইনজীবির বিদেহী আত্মার মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল হওয়া অস্বাভাবিক নহে; ঠিক তেমনি জীবিত আইনজীবিগণের পেশার ক্ষেত্রেও তা বিরুপ মনোভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে।

বিজ্ঞ আইনজীবিগণের মৃত্যুজনিত শোকসভার (Reference/condolence meeting) কারণে আদালত মূলতবী রাখার অসঙ্গতি দুর করার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী এক ও অভিন্ন নিয়মনীতি (Rules and regulation's) রীতি রেওয়াজ চালুর লক্ষ্যে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রীম কোর্টের আদলে প্রত্যেক আইনজীবি সমিতিতে শোকসভা সহ আদালত মূলতবী বৎসরে একবার অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত অথবা প্রতিটি শোক সভা শেষে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আদালতের কার্যক্রম চালু রাখার মাধ্যমে দিবসের কার্যতালিকার জরুরী বিষয়ে শুনানী ও নিস্পত্তির সুযোগ থাকা উচিত। এতদ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট, আইন মন্ত্রণালয় ও বার কাউন্সিলের এক ও অভিন্ন নিয়মনীতি প্রবর্তন/প্রচলনে স্বচেষ্ট হলে বিভ্রান্তি ভোগান্তির অবসানে হয়ে জাতী উপকৃত হবেন।

.....

of Civil Rule No.321 (FM) of 2001 station that such additional prayer was made and therefore, the said findings of the High Court Division in support of the respondent's claim of Taka 43.50 lakh in addition to their original claim of Taka 14.50 lakh is absolutely baseless, misconceived, untenable and incorrect and in this view of the matter, the arbitrators committed gross misconduct by awarding Taka 58,00,000 (Taka 14.50 lakhs + Taka 43.50 lakhs = Taka 58,00,000) which is in excess of the claim made by the respondent in the Legal Notice dated 18-10-94 as well as in their application for arbitration dated 11-12-94 submitted to the Arbitrators."

10. The quotation cited in paragraph 7 of the judgment to the effect that "at para-10 after the prayer a new para will be added as follows :

"The petitioner has a lawful claim of Taka 43.50 lakh equivalent to 3% of the sales under sub-clause "General Commission Ka" of clause 11 of the contract of which the bill has not been due for submission to the Chittagong Steel Mills Ltd. for payment. The petitioner prays before your honour to made award of this claim along with the claim of the billed amount of Taka 14.50 laks as stated in the petition of the petitioner dated 11-12-94" is without any evidence or basis or papers in support of such finding and said quotation was made without perusing the lower Court records and, as such, there was a miscarriage of justice and hence, the impugned judgment of the High Court Division is not sustainable in law and is liable to be set-aside.

The High Court Division failed to appreciate that the Arbitrators having not allowed interest on the claim of the respondent in their Award dated 7-6-95 and the learned Sub-Ordinate Judge while making the award as a Rule of the Court having not allowed interest on the award amount, the High Court Division is not competent to allow any interest on the cross appeal of the said respondent and thereby the High Court Division acted beyond jurisdiction in entertaining the Cross Appeal No.5 of 2001 and allowing @ 5% per annum from the date of the award till realization which is absolutely not sustainable in law and hence the impugned judgment is liable to be set-aside."

11. It is true that the petition dated 11-12-1994 seeking settlement of dispute under clause 17 of the agreement was placed before the Arbitrator and claim of Taka 14.50 lac had been put forward and the claim of Taka 14.50 lakh was 1% commission of the total price of Taka 14.50 crore as contained in sub-clause-Ka of the additional commission of clause 11 of the agreement which was received by appellants. But the respondent before Arbitrator by way of an additional prayer in paragraph No.10 of the petition dated 11-12-1994 put forward claim of Taka 43.50 lakh equivalent to 3% of the sale price embodied in sub-clause-Ka of General Commission of clause 11 of the agreement which enjoined that appellants would pay to the respondent an amount of Taka 58,00,000 being 3% General Commission on total sale proceeds of Taka 14.50 crore amounting to Taka 43,50,000.

12. The High Court Division found that the Arbitrators took into stock this clause 11 of the agreement and found that the respondent was entitled to an amount of Taka 14.50 lakh + 43.50 lakh = 58,00,000 and that it could not be said that there was no basis for awarding an amount of Taka 58,00,000 as award money and thus award money of Taka 58,00,000 could not be at all characterized as misconduct on the part of the Arbitrators. Award amount is very much in consonance with the clause 11 of the agreement.

13. The appellants as requirement of section 33 of the Arbitration Act furnished bank guarantee as security for award money for a limited period

and the bank guarantee was extended from 24-10-1995 to 23-10-2001 an after that, the bank guarantee was neither extended nor validated and therefore, there was no compliance with section 33 of the Arbitration Act.

14. Having considered a good number of decisions, the High Court Division came to a finding that deposit of award money or furnishment of security envisaged in section 33 of the Arbitration Act was a condition precedent for entertainment of an application challenging the validity of an award and that without depositing of award money or furnishment of security, the application in the form of written objection would be no application or objection in the eye of law.

15. The above findings of the High Court Division are the correct exposition of law.

16. In case of *WAPDA vs Messrs Khanzada Md Abdul Haque Khan Khattak and Company, PLD 1990 SC 359,* applicability of the possession of Order XLI, rule 33 of the Code of Civil Procedure to award interest on award which was required to be passed by the trial Court was mooted and decided. In that case, taking into stock the principles enunciated in a good number of authorities of Pakistan and Indian jurisdiction and also taking into stock the provisions of section 29 of the Arbitration Act and also the provision of Order XLI, rule 33 of the Code of Civil Procedure, it was held as under:

> "If the trial Court had not awarded interest as provided in section 29 of the Arbitration Act, the appellate Court has/had ample power under Order XLI, rule 33 of the Code of Civil Procedure to pass any decree and make any order which ought to have been passed or made and to pass or make such further or other decree or order as the case may require and this power could be exercised by the Court in favour of all or any of the respondents or parties although such respondent or parties may not have filed any appeal or objection."

17. In the suit, interest was prayed for from 7-6-1995 which is the date of the pronouncement of the award till realization and this interest was neither pre-reference period interest nor pendente lite interest but future interest, i.e., from the date of award till realization of the money and this prayer appears to be in accordance with justice and fairness.

18. Though, neither the Arbitrator nor the trial Court granted interest, the High Court Division in exercise of power conferred upon it under Order XLI, rule 33 of the Code of Civil Procedure can grant interest. Award had been given on 7-6-1995 and the ordeal on the part of the respondent cross-objector started from the date of award and he had to wait a long period to receive the fruit of the award.

19. Having considered the pros and cons of the matter, the High Court Division was of the view that the respondent cross-objector would get interest on the award amount of Taka 58,00000 at 5% per annum from the date of award, i.e., from 7-6-1995 till the date of payment of the amount to respondent cross-objector. We do not find any error on the finding of the High Court Division in respect of interest.

20. In the light of the findings made before, we do not find any substance in this appeal.

Accordingly, this appeal is dismissed without any order as to costs.

Ed.

APPELLATE DIVISION
(Civil)

Nazmun Ara Sultana J
Syed Mahmud Hossain J
Md Imman Ali J

Judgment
June 9th, 2014.

Government of Bangladesh and others .....Petitioners

vs

Md Abdul Karim.....
.....Respondent*

Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985
Rule 25(1)

The purpose of section 25(1) of the Rules is to enable the authority to impose appropriate penalty on the delinquent employee taking into consideration the punishment, if any, imposed on that delinquent employee in the criminal case. .....(8)

Rule 25(1)

Imposition of punishment in the departmental proceeding will remain stayed only until disposal of the criminal case. After disposal of the criminal case the authority will have no bar in imposing any punishment on the delinquent employee in the departmental proceeding. .....(6)

Biswajit Deb Nath, Deputy Attorney-General instructed by B Hossain, Advocate-on-Record—For the Petitioners.

Khurshid Alam Khan, Advocate instructed by Md Zahirul Islam, Advocate-on-Record—For the Respondent.

Judgment

Nazmun Ara Sultana J: The delay in filing this Civil Petition for Leave to Appeal be condoned.

*Civil Petition For Leave to Appeal No. 1932 of 2010

(From the judgment and order dated 21-10-2009 passed by the Administrative Appellate Tribunal in AAT No. 45 of 2005.)

2. This Civil Petition for Leave to Appeal, at the instance of the Government of Bangladesh and others, is directed against the judgment and order dated 21-10-2009 passed by the Administrative Appellate Tribunal, Dhaka in AAT Appeal No. 45 of 2005 dismissing the appeal and thereby affirming the judgment and order dated 29-11-2004 passed by the Administrative Tribunal, Bogra in AT Case No. 92 of 2003 allowing the same.

3. The respondent herein, as petitioner, filed the above mentioned AT Case No. 92 of 2003 challenging the order of his dismissal from service stating, *inter-alia,* that he was appointed as Food Inspector under Ministry of Food and joined in the office of the Controller of Food, Dinajpur on 24-11-1977. While he was serving as Officer-in-Charge of Fakirgonj Food Godowan (LSD) he was put under suspension on the allegation of misappropriation of the Government goods/commodities of the said Fakirgonj Food Godown worth Taka 21,61,200.79. A departmental proceeding under Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 was started against the petitioner and charges of misconduct, corruption and inefficiency were framed against him. The petitioner, submitted his reply to that charges but the authority concerned without considering the reply of the petitioner served a second show cause notice on the petitioner on 7-4-2002. The petitioner submitted his reply to that second show cause notice also but the authority without considering his reply passed the impugned order of his dismissal and also directed him to deposit Taka 19,45,000 to the Government Treasury. The petitioner preferred a departmental appeal against that order and as the departmental appeal was not disposed of within 2 (two) months he filed the said AT Case on 30-12-2003.

4. The present appellant contested that AT case by filing written statement denying the material allegations of the petitioner and stating, *inter-alia,* that the charges against the petitioner was proved in the departmental proceeding and the petitioner was given all opportunities to defend

himself but the reply of the petitioner was not found satisfactory and the authority concerned, therefore, imposed the impugned punishment upon compliance with all the requirements of law.

5. The Administrative Tribunal, after hearing both the parties and on consideration of the materials on record, allowed that A. T. case on the ground only that there was a criminal case pending against the petitioner on the selfsame allegations and in that circumstances the imposition of punishment upon the petitioner in the departmental proceeding was illegal in view of section 25(1) of the Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985. The learned Judge of the Administrative Tribunal by his impugned judgment and order declared the impugned order of dismissal illegal and directed the respondents to reinstate the petitioner in the service immediately and give him all arrear salary and other financial benefits. The Administrative Tribunal did not state anything as to whether the departmental proceeding started against the petitioner will be proceeded again after disposal of the criminal case pending against him.

6. Section 25(1) of the Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 has stated that if there be any prosecution or legal proceeding against the Government servant pending in any court on the same issue, there shall be no bar on the disposal of the department proceeding against him, but if the authority decides to impose any penalty on such Government servant in the departmental proceeding, imposition of such penalty shall be stayed until disposal of that prosecution or legal proceeding. This section does not say at all that if any criminal case is pending against the Government servant he cannot be imposed any punishment in the departmental proceeding started on the selfsame allegations. This section 25(1) or any other section of the Government Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1985 does not say also that if any delinquent employee is convicted in a criminal case he cannot be imposed any penalty in the departmental proceeding for the same offence. What this section 25(1) says is that the imposition of punishment in the departmental proceeding will remain stayed only until disposal of the criminal case. After disposal of the criminal case the authority will have no bar in imposing any punishment on the delinquent employee in the departmental proceeding.

7. Evidently, the Administrative Tribunal has committed illegality in setting aside the impugned order of punishment without making any observation to the effect that after disposal of the criminal case against the petitioner the authority will be at liberty to consider the imposition of any penalty on the petitioner in that departmental proceeding again and that the departmental proceeding will remain stayed at the stage of awarding punishment until disposal of the criminal case filed against the petitioner on the same issue.

8. The Administrative Appellate Tribunal also has committed the same wrong and illegality in affirming the judgment and order of the administrative tribunal without making any observation at least to the effect that the departmental proceeding against the petitioner would remain alive and after the disposal of the criminal case against him the authority concerned would be able to impose appreciate punishment on the petitioner. In fact the purpose of section 25(1) of the Government Servants (Discipline arid Appeal) Rules, 1985 is to enable the authority to impose appropriate penalty on the delinquent employee taking into consideration the punishment, if any, imposed on that delinquent employee in the criminal case.

However, we dispose of this Civil Petition for Leave to Appeal making observation to the effect that the departmental proceeding started against the petitioner-respondent Md Abdul Karim is still alive and the authority concerned may consider imposition of punishment on the petitioner-respondent in that departmental proceeding afresh after disposal of the criminal case pending against him on the same issue.

Ed.

APPELLATE DIVISION
(Civil)

Nazmun Ara Sultana J Syed Mahmud Hossain J Md Imman Ali J	Aftab Uddin (Md)..... ....Appellant vs
Judgment February 19th, 2014.	Chairman, Court of Settlement and another .....Respondents*

Abandoned Buildings (Supplementary Provision) Ordinance (LIV of 1985)
Section 5(1)(b)

Court of Settlement did not discuss the veracity, value, weight or otherwise of the original documents produced earlier by the appellant, the matter be sent on remand to the Court of Settlement to assess the documentary evidence produced in this case and then to come to a decision in accordance with law. .....(14)

Habibul Islam Bhuiyan, Senior Advocate instructed by Md Nawab Ali, Advocate-on-Record—For the Appellant.

Murad Reza Additional Attorney-General instructed by B Hossain, Advocate-on-Record—For the Respondents.

Judgment

Md Imman Ali J: This civil appeal by leave is directed against the judgment and order dated 19-3-1998 passed by a Division Bench of the High Court Division in Writ Petition No. 561 of 1989 discharging the Rule.

2. The facts of the case, in brief, are that the property, release whereof was sought from the 'Kha' list of the abandoned buildings published in the Bangladesh Gazette (Extraordinary) dated 23rd September, 1986 as per provision of section 5(1)(b) of the Ordinance, was leased out for Taka 600 by the then Government of East Pakistan on 10-2-1956 to one Kulsum Bibi wife of Abdur Rahman, a refugee. It was one of the stipulations of the lease deed that the refugee would have no proprietory right unless full payment of Taka 600 was made.

3. The appellant's case is that lessee Kulsum Bibi died on 27-3-1971 leaving her husband Abdur Rahman as the sole heir. Abdur Rahman on payment of the dues to the government, was in possession of the property. Thereafter, Abdur Rahman transferred the property to the appellant on 22-10-1977 for a consideration of Taka 4,000. After purchase the appellant mutated his name and paid the taxes and rents to the different agencies. Since purchase, he was in possession of the property. His vendor Abdur Rahman died on 30-3-1981. Thereafter, on 1-7-1985 he received a Memo from the Ministry of Works stating that the property is an abandoned property and he was directed to appear before the specific person and to produce papers and documents in support of his claim in the property. On 6-7-1985 in compliance of the said memo he produced the papers as asked for, and he was surprised to see that his property was declared as abandoned property, and included in the 'Kha' list of the Abandoned Buildings, published in the Bangladesh Gazette (Extraordinary) dated 23rd September, 1986 and, as such, he filed the application under section 7(1) of the Ordinance seeking release of the property from 'Kha' list of the abandoned buildings as published in the Gazette.

4. The case of the respondent before the Court of Settlement was that the lessee, Kulsum Bibi was absent at all material times and she left the house uncared, her whereabouts were not known after emergence of Bangladesh and her whereabouts were also not known on the day, when President's Order (PO) No. 16 of 1972 came into

*Civil Appeal No. 40 of 2002

(From the judgment and order dated 19th of March, 1998 passed by the High Court Division in Writ Petition No. 561 of 1989)

force. The appellant's contention of death of the lessee on 27-3-1971 leaving only her husband Abdur Rahman as the sole heir, was a story concocted by the appellant to grab the property in question. The property which the appellant was claiming became abandoned property from 28-2-1972 and vested in the government as abandoned property. The appellant's kabala as regards that property in question having been registered without prior permission of the Ministry of Works is hit by the provision of section 6 of PO 16 of 1972, and the appellant having no right, title and interest in the property in question sought by way of exclusion of the property from the 'Kha' list of the Abandoned Buildings is not available to him and the case so filed is liable to be dis missed.

5. The Court of Settlement on due consideration of the materials and evidence on record arrived at the findings that 'it is abundantly clear that the petitioner has failed to establish his case that it is not an abandoned property within the meaning of PO 16 of 1972, and the declaration and inclusion of the property in the 'Kha' list of abandoned buildings by the respondent is justified and dismissed the case filed by the appellant under section 7(1) of the Ordinance seeking exclusion of the property from the 'Kha' list of the Abandoned Buildings.

6. Being aggrieved by the judgment of the Court of Settlement the appellant as petitioner filed Writ Petition No. 561 of 1089 before the High Court Division and obtained Rule.

7. By the impugned judgment and order, the High Court Division discharged the Rule.

8. Being aggrieved by the said judgment and order of the High Court Division a petition for leave to appeal was filed by the appellant and leave was granted to consider the following grounds:

I "Whether the High Court Division was wrong in holding that the High Court Division is not competent in law to disturb the finding of the court of Settlement particularly, when it is apparent that the Court of Settlement did not take into consideration the evidence on record regarding death of Kulsum Bibi and her husband Abdur Rahman, and the possession of the original documents of title by the appellant and, as such, the impugned judgment and order is liable to be set-aside; and

II. Whether the learned Judge of the High Court Division while upholding the judgment and order of the Court of Settlement did not notice that the property in question could not be listed as abandoned property because Abdur Rahman, the husband of the original lessee Kulsum Bibi, was in possession thereof since her death on 27-2-1971 and on 28-2-1972 he never ceased to possess, manage and control the property which fact has been corroborated by the remarks made by the survey committee and, as such, the impugned judgment is liable to be set-aside."

9. Mr Habibul Islam Bhuiyan, learned senior Advocate appearing on behalf of the appellant made submissions in line with the grounds upon which leave was granted. In addition he submitted that the appellant filed all the original papers relating to the property, which were not discussed, nor properly assessed by the Court of Settlement. Even while reviewing the case, the Court of Settlement simply mentioned that documents were produced and considered, but they were not discussed nor any cogent reason given as to why they were disbelieved, especially since they have been produced from the proper custody of the applicant, who is a subsequent purchaser for value.

10. The learned Advocate further submitted that the appellant has been living in the disputed property since his purchase in the year 1977 and his name has been duly mutated by the proper government authority. He submitted that Abdur

Rahman was the rightful owner and in possession of the disputed property after the death of his wife and legally sold the same to the appellant, which is supported by the original papers relating to the title of the property.

11. It appears that the appellant annexed all original documents to the concerned authority on 6-7-1985 in response to the notice dated 1-7-1985. We also note the comment of the "House to House Report of the Survey Team" who noted in the 'Remarks' column that the house in question may not be abandoned.

12. Mr Murad Reza, learned Additional Attorney-General appearing on behalf of the respondents made submission in support of the judgment and order of the High Court Division.

13. We have considered the submissions of the learned Advocates appearing for the parties concerned and perused the impugned judgment of the High Court Division and other connected papers on record.

14. In view of the above facts and circum stances, particularly since the Court of Settlement did not discuss the veracity, value, weight or otherwise of the original documents produced earlier by the appellant, we are of the opinion that the matter be sent on remand to the Court of Settlement to assess the documentary evidence produced in this case and then to come to a decision in accordance with law.

Accordingly, the appeal is allowed and the judgment and order of the High Court Division is set-aside. The matter is remanded to the Court of Settlement to deal with it in the light of our discussion above. There will be no order as to costs.

Ed.

APPELLATE DIVISION
(Civil)

Md Muzammel Hossain CJ
Md Abdul Wahhab Miah J
Nazmun Ara Sultana J
Syed Mahmud Hossain J
Md Imman Ali J

Judgment
November 28th, 2012.

Government of Bangladesh and others.....Appellants

vs

Dr Md Nazrul Islam Bhuiyan and others.....Respondents*

Constitution of Bangladesh, 1972
Article 102(2)

Principle legitimate expectation—The court would interfere only if the decision taken by the authority was found to be arbitrary, unreasonable or in gross abuse of power or in violation of principles of natural justice and not taken in public interest. .....(60)

Doctrine of legitimate expectation

Doctrine of legitimate expectation may arise where the decision of administrative authority affects a person either by altering rights or obligations of that person which are enforceable by or against him in private law or by depriving him of some benefit which he has in the past been permitted by the decision maker to enjoy and which he can legitimately expect to be permitted to continue to do until some rational ground for withdrawing it has been communicated to him and he has been given an opportunity to comment thereon.....(60)

*Civil Appeal No. 12 of 2010

(From the judgment and order dated 3-11-2008 passed by the High Court Division in Writ Petition No.2919 of 2006)

Legitimate Expectation

The legitimate expectation has to be determined not according to the claimant's perception but in larger public interest wherein other more important considerations may outweigh what would otherwise have been the legitimate expectation of the claimant. .....(60)

Legitimate Expectation

The protection of legitimate expectation is at the root of the constitutional principle of the rule of law, which requires regularity, predictability and certainty in government's dealings with the public. .....(53)

Evidence Act (I of 1872)
Section 115

Estoppel—Conduct of the appellants legitimate expectation arose in the mind of the respondent on full-time basis as Assistant Professors of the College and, as such, the appellants should be estopped from denying the regularization of the service of the respondents. .....(52)

Promissory Estoppel

Appellants have failed to show any overriding public interest that may be served by not appointing the honorary teachers to the permanent post of the college. There is no bar for the application of doctrine of promissory estoppel against the appellants. .....(51)

Evidence Act (I of 1872)
Section 115

Estoppel—The argument of promissory estoppel cannot be invoked when a permission was given to construct the building over 60 feet in violation or contravention of any law and that the sanction given for construction of a 22 storey building is void being contrary to the permissible limit provided in the Rules and to the extent such permission contrary to the statutory provision is void and therefore is not permission in the eye of law and could not operate as promissory estoppel. There can be no estoppel against statute. .....(46)

Doctrine of Promissory Estoppel

The doctrine of promissory estoppel is an equitable conception. If a person makes to another a clear and unambiguous representation of fact intending that the other would act on it and if the representation transpires to be untrue, and the other does act upon it to his detriment, the representor is prevented or estopped from denying its truth. .....(39)

Constitution of Bangladesh, 1972
Article 102(2)

Legitimate Expectation—The legitimate substantive expectation merely permits the Court to find out if the change in policy which is the cause for defeating the legitimate expectation is irrational or perverse or one which no reasonable person could have made. .....(60)

Customs, Custom House, Chittagong vs A. Hannan, 42 DLR (AD) 167; Gujarat State Financial Corporation vs M/s. Lotus Hotels Pvt. Ltd., AIR 1983 SC 848; Secretary, Ministry of Industries, Nationalised Industries Division vs Saleh Ahmed and Bangladesh Textile Mills Corporation vs Saleh Ahmed, 1981 BLD (AD) 91; Central London Property Trust Ltd. vs High Trees House Ltd. (1947) 1 KB 130; Grihayan Limited vs Government of Bangladesh, 47 DLR (AD) 12; UP Power Corporation Ltd vs Sant Steels

& Alloys (P) Ltd, AIR 2008 SC 693; Kasinka Trading vs Union of India (1995) 1 SCC 274 at page 283; Amrit Banaspati Co. Ltd. vs State of Punjab, AIR 1992 SC 1075; Rajdhani Unnayan Kartripakkha vs A. Rouf Chowdhury, 61 DLR (AD) 28; Dr Ashok Kumar Maheshwari vs State of UP, AIR 1998 SC 966; Chandigarh Admn vs Managing Society Goswami, DGSCE, AIR 1996 SC 1759; M/S. Motilal Padampat Sugar Mills Co. Ltd. vs State of Uttar Pradesh, AIR 1979 (SC) 621 at page 644; State of Rajasthan vs Mahaveer Oil Industries (1999) 4 SCC 357 at page 365; Sales Tax Officer vs Shree Durga Oil Mills (1998) 1 SCC 572; Council of Civil Service Unions vs Minister for the Civil Service (1984) 3 All ER 935; Sethi Auto Service Station vs Delhi Development Authority 2009 (1) SCC 180; SSA Bangladesh Limited vs Engineer Mahmud-ul-Islam, 24 BLD (AD) 92 = 9 BLC (AD) 84; Schmidt vs Secretary of State of Home Affairs, (1969) 1 Ch.140; Chairman, Bangladesh Textile Mills Corporation vs Nasir Ahmed Chowdhury, 22 BLD (AD) 199 = 7 BLC (AD) 144; Syed SM Hasan vs Bangladesh, 60 DLR (AD) 76; Food Corporation of India vs M/s Kamdhenu Cattle Feed Industries (1993) 1 SCC 71 at page 76 and Punjab Communications Ltd. vs Union of India (1999) 4 SCC 727 ref.

MK Rahman, Additional Attorney-General, instructed by Md. Ibrahim Khalil, Advocate-on-Record—For the Appellant.

SM Rezaul Karim, Advocate, instructed by Syed Mahbubar Rahman, Advocate-on-Record—For the Respondents.

Judgment

Md Muzammel Hossain CJ: This appeal by leave is directed against the judgment and order dated 3-11-2008 passed by a Division Bench of the High Court Division in Writ Petition No.2919 of 2006 making the Rule absolute.

2. The present respondents being the writ petitioners filed Writ Petition No.2919 of 2006 before the High Court Division stating, *inter alia,* that the writ petitioners having obtained Bachelor of Homeopathic degree in Medicine and Surgery (BHMS) from Bangladesh Homeopathic Medical College and Hospital under the University of Dhaka, filed applications for the posts of Lecturer of Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka pursuant to the Notification issued by the office order of the Ministry of Health and Family Welfare vide Memo No.Jana Sastha-1/Homeo-4 /93/ 28 dated 25-1-1999. After completion of necessary formalities these 7 (seven) petitioners were selected as part-time teachers of the said college provisionally without pay. The order of appointment of the writ petitioners was communicated to them by the Director General of Health Directorate vide its Memo No.Sha: Adhi: / Ho:De: /97/Niyog /65/80/ 1(11) dated 22-2-1999 (Annexure-A series) under the signature of the Director of the Homeo and Indigenious Treatment on behalf of the Director General (DG), Health Directorate, Mohakhali, Dhaka.

3. Having obtained appointments the writ petitioners joined in their respective posts in the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka and accordingly the Principal of the College accepted their joining letters and distributed their classes. The acceptance of the joining letters of the writ petitioners and distribution of classes were communicated to them vide Memo No.HDC/46/92 dated 11-3-1999 (Annexure-B series). After joining their respective posts the writ petitioners have been performing their duties sincerely, honestly and diligently with the full satisfaction of the students and the college authority. Nobody raised any objection against the performance of the writ petitioners.

4. An Inspection Committee of the University of Dhaka consisting of Professor Dr

Chowdhury Mahmud Hasan, Dean of the Faculty of Pharmacy, the University of Dhaka, Professor Dr. Abul Hasan, Botany Department and Mr. Mohammad Ershad Ali, Inspector of Colleges (in charge), University of Dhaka after completion of inspection submitted report wherein they recommended for extension of the registration of the college for the sessions 1997-2001 to teach BHMS course subject to the fulfillment of 13 conditions of which condition Nos.2 and 5 are reproduced below "(2) "সিলেবাস অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের জন্য ১(এক) জন সহযোগী অধ্যাপক, ২(দুই) জন সহকারী অধ্যাপক এবং ৩(তিন) জন প্রভাষক নিয়োগ করতে হবে। (3)..... (4)..... (5) কলেজের উপযুক্ত শিক্ষা দানের স্বার্থে যে সব শিক্ষককে অবৈতনিক ভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের নিয়মিত পুর্ণকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।".

5. In view of the report of the Inspection Committee of the University of Dhaka, the Syndicate of the University of Dhaka approved the said recommendations in its meeting dated 3-6-2000 and extended the registration of the College subject to the fulfillment of the said 13 conditions.

6. The decision of the University Syndicate was communicated by the Inspector of Colleges, University of Dhaka vide Memo No.313/ K:P: dated 7-6-2000 under the signature of the Inspector of Colleges, University of Dhaka to the Principal of the Homeopathic Degree College. Similar letter was again issued after holding inspection on 30-10-2005.

7. In view of the repeated letters and reminders of the University of Dhaka, the Academic Council and the Syndicate, the Government Homeopathic Degree College and Hospital Authority wrote a letter to the Director General, Health Directorate, Mohakhali, Dhaka stating that as per Project Profile of the College the post of Lecturer should be created and the writ petitioners be appointed as full-time teachers/ regular teachers of the said college in accordance with the direction of the University of Dhaka. The said letter was communicated to the DG Health Directorate by the Principal of the College under Memo No.HDC 46 / 92 / 2112 dated 11-12-2001.

8. In pursuance of the aforesaid direction/ condition Nos. 2 and 3 of the Syndicate of the University of Dhaka as well as request of the college authority, the Director (Admin) on behalf of the DG Health Directorate, by its office Memo No. Sha: Adhi: / Prosha.-2 / Homio-61 / 99 / 6442 dated 13-2-2002 along with relevant documents communicated to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare to create 64 new posts in the revenue set up.

9. The Ministry of Health and Family Welfare by its Memo No.Jana Sastha-1 / Homeo-8/ 2001/ 11 dated 8-1-2003 (Annexure-G) issued under the signature of the Senior Assistant Secretary along with relevant documents requested the Secretary, Ministry of Establishment to create 64 posts in fulfillment of the condition Nos.2 and 5 imposed by the Syndicate of the University of Dhaka in its meeting dated 3-6-2000.

10. The Ministry of Health and Family Welfare by another letter issued under Memo No. Jana Sastha-1 / Homeo-8 / 2001/203 dated 21-5-2003 (Annexure-H) again requested the Secretary, Ministry of Establishment to grant approval to the creation of 64 new posts for regularization of the services of eight honorary teachers of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka in compliance with aforesaid direction.

11. In the meantime all on a sudden the DG, Health Directorate, most abruptly, *malafide* and arbitrarily released the writ petitioners-respondents from their services. They made a representation to the Ministry of Health and Family Welfare who by its Memo No.Jana Sastha-1/ Homeo-4/93/116/1(4) dated 24-3-2003 (Annexure-I) passed under the signature of the Senior

Assistant Secretary, stayed the said decision releasing the writ petitioners-respondents from the service of the college and directed them to join in their respective posts and inform the Ministry of Health and Family Welfare. Accordingly the said order of release of the writ petitioners-respondents from service was stayed and the writ petitioners continued to serve as teachers of the college.

12. Pursuant to the aforesaid memo dated 24-3-2003 the Principal of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka allowed the writ petitioners to continue their service in the college and directed them to take their respective classes. The Principal of the college communicated the said letter to the DG Health and others vide his Office Memo HDC 83/ 2002/ 791/ 15 (18) dated 5-5-2003 (Annexure-J).

13. The Ministry of Health and Family Welfare again by its Memo No. Jana Sastha-1 /Momeo-8/2001/320 dated 4-8-2003 (Annexure-K) under the signature of the Senior Assistant Secretary requested the Ministry of Establishment for granting approval of 64 posts to regularize on full-time basis the services of eight honorary teachers without pay as per conditions Nos.2 and 5 contained in the direction dated 3-6-2000 of the Syndicate of the University of Dhaka.

14. In pursuance of the aforesaid letters of the Dhaka University Authority, the Principal of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka, the Health Directorate and the Ministry of Health and Family Welfare, the Ministry of Establishment by its Office Memo No. Sha:M: / Team-5(2) 79 / 95-97 dated 11-5-2004 (Annexure-L) created 47 new posts for the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka and communicated the same under the signature of the Senior Assistant Secretary to the Ministry of Health and Family Welfare.

15. Thereafter the Ministry of Health and Family Welfare forwarded the said letter to the Ministry of Finance for necessary approval of the newly created 47 posts as earlier sanctioned by the Ministry of Establishment. The Ministry of Finance provisionally approved 24 posts by its office Memo No. AM / Abi: / Ba: Ni: -5 / Sastha-20/95/337 dated 12-7-2004 (Annexure-M) issued under the signature of the Senior Assistant Secretary of the Ministry of Finance. In the said letter it approved 10 posts of Assistant Professor and 14 posts of Lecturer to be appointed or regularized for the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka.

16. The Ministry of Finance formally approved the said 24 posts stating the conditions / basis of such appointment and pay scale of the incumbent. The said approval was communicated under Memo No. AM/Abi (Basta-4)/Be: Ske (Sastha-7) 2002 (Angsha)/102 dated 2-10-2004 (Annexure-N).

17. After such approval, the Ministry of Health and Family Welfare vide Memo No.Jana Sastha-1 / Homeo-8 / 2001 (Angsha) / 655 / 3(12) dated 23-12-2004 (Annexure-O) issued a letter to the Chief Accounts Officer of the said Ministry stating that 24 posts have been created in the revenue set up and all expenditures of the created posts for the Homeopathic Decree College would be borne by the College from its 2004-2005 revenue budget.

18. In the meantime the Authority of the University of Dhaka in order to extend the registration of the college issued a letter under Memo No.8-9 / Ka. Pa. dated 3-1-2005 (Annexure-P) to the Principal-cum-Superintendent of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka making query as to whether the condition Nos.2 and 5 and some other conditions as stated in the earlier letter had been fulfilled or not.

19. The Chairman of the Governing Body of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka and Professor of the Department of Pharmacutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Dhaka by its letter dated 3-1-2005 (Annexure-Q) had requested the DG, Health Directorate to regularize the appointments of the honorary teachers who were appointed on 22-2-1999 as per recommendation of the Ministry of Health and Family Welfare and approved by the Ministry of Finance as per terms and condition Nos.2 and 5 of their earlier decision and to appoint them as Assistant Professors against the posts created pursuant to Memo dated 23-12-2004 of the Ministry of Health and Family Welfare.

20. The writ petitioners also filed application to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare through the Principal of the college stating that newly created posts had been created in pursuance of the repeated directions of the Authority of the University of Dhaka as contained in Condition Nos.2 and 5 of the report of Inspection Committee. They also stated that as per the decision of the Authority of the University of Dhaka, the DG, Health Directorate wrote to the Ministry of Health and Family Welfare to take necessary steps for creation of 64 posts of teachers. Thereafter the Ministry of Health and Family Welfare wrote to the Ministry of Establishment for approval of 64 posts for regularization of the services of 8 honorary teachers on full-time basis. The Ministry of Finance by Memo dated 12-7-2004 gave its necessary approval and thereafter by Memo dated 2-10-2004 the Pay Scales of the incumbents were approved but their services have not been regularized as Assistant Professor of the said college inasmuch as they have acquired vested right to be appointed / regularized as Assistant Professors of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka.

21. The Principal of the College by Memo dated 19-1-2005 forwarded to the DG, Health Directorate the applications of the honorary teachers of the college against newly created 24 posts of teachers for appointment on full-time basis. In pursuance of the said letter of the Principal, the Director General, Directorate of Health and Family Welfare by Memo dated 16-3-2005 requested the Secretary, Ministry of Health to complete the appointment procedures in respect of 24 posts on urgent basis.

22. In view of the letters dated 16-3-2005 and 19-4-2005 issued by the DG Health Directorate, the Ministry of Health and Family Welfare by its office memo No.Jana Sastha-1/Homeo-1/2005/253 dated 7-6-2005 requested him to supply the following information:

(1) whether any procedure was followed or not at the time of appointing the writ petitioners as teachers without pay and if yes, then, what was that,

(2) what is the basis for rendering service without pay for such a long time by the honorary teachers.

(3) under what provisions of law the proposal for the appointment of the honorary teachers in the newly created posts be forwarded to the Hon'ble President of the Republic?

23. The DG, Health Directorate replied to the said queries specifically by its office Memo No.Sha: Adhi: / Ho: De: Chi: Sha: Ho: Di: Ka: / Janabal-Rajaswa / 2005 / 8300 dated 14-6-2005.

24. The Ministry of Health and Family Welfare again made similar issues on 3-8-2005 and the DG, Health Directorate replied to the said queries.

25. Thereafter the Ministry of Health and Family Welfare by Memo letter dated 22-9-2005 directed the DG, Health Directorate to submit a seniority list of the teachers who have been work-

ing in the college and in response to the said letter the DG, Health Directorate submitted a seniority list of the teachers of the college.

26. When all these steps for compliance with direction of the authority of the University of Dhaka to regularize the services of the writ petitioners in the Homeopathic Degree College and thereafter creation of new posts and grant of sanction of the Ministry of Establishment and approval of the pay scale by the Ministry of Finance were going on then all on a sudden the DG, Health Directorate decided to absorb MBBS Doctors from different Medical Colleges, Hospitals and Health Directorate to the aforesaid created posts which is totally contrary to the object of creation of the said posts. In the meantime the writ respondents have appointed 8 MBBS Doctors as Lecturers in the said college.

27. In view of such absorption, the writ petitioners genuinely apprehend that their services would not be regularized inasmuch as in order to get extension of registration of the college the Authority of the University of Dhaka imposed conditions, *inter alia,* to appoint one Associate Professor, two Assistant Professors and three Lecturers for each subject and to regularize the services of the writ petitioners who have been serving in the college as teachers without pay for more than 7(seven) years. The aforesaid correspondences clearly show that the posts have been created for the purpose of regularization of service of the writ petitioners as Assistant Professors of the college and in view of the aforesaid correspondences, creation of posts and grant of sanction by the Ministry of Establishment and approval of the Ministry of Finance the writ petitioners legitimately expect that their services would be regularized since they have been serving in the college for the last 7(seven) years continuously without pay. The action of the writ respondents have taken away the legal right of the writ petitioners to be regularized as Assistant Professors of the said college.

28. In view of the letters issued by the Authority of the University of Dhaka to regularize the services of the writ petitioners in the college, the writ respondents forging up the terms and conditions imposed at the time of appointment impliedly made the temporary service of the writ petitioners permanent and have been receiving their service for the last seven years.

29. A Division Bench of the High Court Division after hearing both parties by the impugned judgment and order dated 3-11-2008 made the Rule absolute directing the Government to regularize the services of the writ petitioners with regular appointment as Lecturers/Assistant Professors in the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka against the vacant posts as created vide memo dated 23-12-2004 within 2(two) months from the date of the receipt of the judgment. It was also mentioned in the judgment that the writ petitioners would get their salaries and benefits from the date of the regular appointment in the newly created posts of Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka.

30. Being aggrieved by the impugned judgment and order dated 3-11-2008 passed by the High Court Division, the appellants preferred the instant Civil Appeal with leave of this Court.

31. Leave was granted to consider the following submission of the petitioners:

"I. The writ petitioners i.e. respondent Nos.1 to 7 were appointed as part-time teachers on temporary basis without any pay and allowances and they joined there accepting the terms and conditions of temporary and contractual service and, as such, the writ petitioners by the temporary appointment did not get any legal right to regularize them in newly created revenue posts and on the other

hand, the respondent Nos.1 to 7 are neither holders of constitutional post nor employees of any statutory post nor performing any duty of public character nor Government servants and, as such, the writ petition in view of above facts and circumstances is not maintainable in its present form and manner and, as such, the impugned judgment and order is liable to be set-aside.

II. Since the writ petitioners i.e. respondent Nos.1 to 7 were appointed as teachers on temporary and contractual basis, they neither got any legal right nor vested right to regularize themselves in the newly created revenue posts as a matter of right and, as such, the impugned judgment and order is liable to be set-aside.

III. The High Court Division committed wrong and illegality in making the Rule absolute on the basis of recommendation of an Inspection team of Dhaka University though the aforesaid recommendation is neither law nor rule which may confer right upon the writ petitioners to regularize them in the newly created revenue posts and, as such, the impugned judgment and order is liable to be set-aside."

32. Mr MK Rahman, the learned Additional Attorney General appearing for the appellants submits that the writ petitioners-respondent Nos.1 to 7 were appointed as part-time teachers on temporary basis without any pay and allowance and they joined there accepting the terms and conditions of temporary and contractual service and, as such, the writ petitioners being employed on temporary basis could not acquire any legal right to be regularized in the newly created revenue posts and in view of the above facts and circumstances the writ petition not being maintainable in law, the impugned judgment and order passed by the High Court Division making the Rule absolute is liable to be set-aside. He then submits that the respondent Nos.1 to 7 having been employed as temporary teachers on contractual basis without any pay and allowance they neither acquired any legal right nor vested right to be regularized in the newly created revenue posts as a matter of right and, as such, the appeal is liable to be allowed. The learned Additional Attorney General finally submits that the recommendation of an Inspection Team of the University of Dhaka directing the college authority to regularize the services of the respondents appointing them as permanent teachers of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka on the basis of decisions of the syndicate as well as the Academic Council of the University of Dhaka is neither a law nor Rule which may confer right upon the respondent Nos.1 to 7 to be regularized in the newly created revenue posts and, as such, the impugned judgment and order is liable to be set-aside.

33. Mr SM Rezaul Karim, the learned Advocate appearing for the respondent Nos.1 to 7 submits that the respondent Nos.1 to 7 having obtained Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery (BHMS) degree under the University of Dhaka were appointed Lecturers in the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka without pay and allowance vide Memo dated 22-2-1999 of the Directorate of Health, Government of Bangladesh in pursuance of the notification issued by the Ministry of Health vide office Memo dated 1-1-1999 and the respondents joined their service in the respective posts vide Memo dated 11-3-1999 of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka and since then they have been rendering their services to the satisfaction of the Government as well as the students of the college for the last 12 years with sincerity, honesty and diligence and, as such, they are entitled to be regularized and appointed in the newly

created post of teachers of the College under the revenue set up. He further submits that in view of the respondents having rendered long service as teachers without pay in the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka for more than 7(seven) years at the time of filing of the writ petition and that as per decisions and correspondences made by the Authority of the University of Dhaka, the Authority of Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka and the Directorate of Health, the Ministry of Health and Family Welfare recommended for the creation of 64 posts to the Ministry of Establishment who gave sanction to 47 posts by memo dated 11-5-2004 (Annexure-L) but finally the Ministry of Finance by memo dated 12-7-2004 (Annexure-M) approved 24 posts under revenue set up, the respondents have gained legitimate expectation to be appointed as Assistant Professors of the College as those posts have been created with the object to regularize their services in the College and the appellants' initiative to absorb MBBS degree holders to the said posts are not tenable in law and is liable to be declared to have been made without lawful authority and, as such, the appellants are liable to be directed to regularize the services of the respondents on full time basis as Assistant Professors of their respective Department of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka. He finally submits that the action taken by the appellants in transferring the MBBS degree holders (Annexure-X series) against the sanctioned posts which have been created to regularize on full-time basis the services of the honorary teachers of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka is totally unlawful and, as such, the appellants are liable to be directed to regularize the services of the writ petitioners-respondents as Assistant Professors of the said College as per letter issued by the Principal of the College vide Memo dated 19-1-2005.

34. We have heard the learned Counsels for both the parties, perused the leave granting order, impugned judgment and order passed by the High Court Division, Concise Statements submitted on behalf of both the parties and also other materials available on record. It appears that the respondents were appointed as Lecturer in the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka without pay and allowance on temporary basis vide Memo dated 22-2-1999 issued by the Directorate of Health, Government of Bangladesh and the respondents joined their service in the respective posts and accordingly the Principal of the said College accepted their joining letters and distributed their classes. Since the date of joining, the appellants have been rendering their services without any pay and allowance till date with all sincerity, honesty and diligence to the full satisfaction of the students and the College authority. A three-member inspection team of the University of Dhaka consisting of the Dean of the Faculty of Pharmacy, the Professor of Botany Department and the Inspector of Colleges (in charge), Dhaka University after holding inspection submitted report with a direction to regularize the services of the respondent Nos.1 to 7 as Assistant Professors of the College and to appoint according to the syllabus for each subject one Associate Professor, two Assistant Professors and three Lecturers. The relevant portion of the report reads as under:

"(১) .... ।

(২) সিলেবাস অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের জন্য ১(এক) জন সহযোগী অধ্যাপক, ২(দুই) জন সহকারী অধ্যাপক এবং ৩(তিন) জন প্রভাষক নিয়োগ করতে হবে।

(৩) .... ।

(৪) .... ।

(৫) কলেজের উপযুক্ত শিক্ষা দানের স্বার্থে যে সব শিক্ষককে অবৈতনিক ভাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে তাদের নিয়মিত পুর্ণকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করতে হবে।"

35. But to the utter misfortune of the respondent Nos.1 to 7 they have not been regularized and appointed in the newly created posts meant for them. It also appears that in view of the repeated correspondences and reminders of the University of Dhaka, the Authority of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka wrote to the Director General, Health Directorate vide Memo dated 11-12-2001 (Annexure-E) stating that as per project proforma of the College posts of teachers should be created and the appointments of the respondents as full-time teachers/regular teachers be made as per direction of the Authority of the University of Dhaka. In view of the direction of the Authority of the University of Dhaka as well as the prayer of the College Authority, the Director (Admin) on behalf of the Director General of Health Directorate by office Memo dated 13-2-2002 (Annexure-F) sent necessary documents and particulars to the Secretary, Ministry of Health and Family Welfare to create 64 more posts of teachers in the College as per condition Nos. 2 and 5 of the resolution of the meeting of the Syndicate of the University of Dhaka for appointment of teachers in the College. Thereafter the Ministry of Health vide Memo dated 8-1-2003 (Annexure-G) wrote to the Ministry of Establishment for creation of 64 posts as per terms and condition Nos. 2 and 5 of the resolution of the meeting dated 3-6-2000 of the Syndicate of the University of Dhaka. Again the Ministry of Health and Family Welfare vide Memo dated 4-8-2003 (Annexure-K) sent reminder to the Secretary, Ministry of Establishment to grant approval of 64 new posts to fulfill the aforesaid terms and conditions Nos. 2 and 5 for regularization on full-time basis of the services of eight honorary teachers of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka.

36. In the instant case the respondents having obtained BHMS Degree from the University of Dhaka were appointed lecturers in the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka without pay and allowance vide Memo dated 22-2-1999 of the Directorate of Health, Government of Bangladesh pursuant to the Notification issued by the Ministry of Health vide office Memo dated 1-1-1999 and subsequently they joined in their service in the respective posts vide Memo dated 11-3-1999. It appears that the respondents have been rendering their service as teachers of the Government Homeopathic Degree College for the last 12 years with sincerity, honesty and diligence to the full satisfaction of the students and the authority of the college. From the facts of this case it appears that the College Authority, the Director General of Health and the Ministry of Health and Family Welfare waiving the terms and conditions of the temporary, honorary and part-time service of the respondents recommended for regularization of their service by creation of 24 permanent posts under the revenue set up. By the conduct of the Director General of Health, the Ministry of Health and Family Welfare, the Ministry of Establish-ment and the Ministry of Finance and also by the conduct of the College Authority the respondents were induced to continue their service with the Homeopathic Degree College and Hospital sincerely, honestly and diligently to the satisfaction of the students and the authority of the College. Relying on the recommendation, activities and conduct of the appellants, the respondents were induced to render their services voluntarily and they have rendered long 12 years service from the date of their joining of service in the Homeopathic Degree College and thereby the respondents have acted to their detriment by not leaving the job and seeking new employment elsewhere rather a legitimate expectation arose in the mind of the respondents that their service would be regularized in the newly created 24 posts with their seniority in their respective posts as Assistant Professors in the

Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka as per seniority maintained by the College Authority who in their report stated that the respondents teachers have been discharging their duties as teachers of the College sincerely, honestly and diligently to the satisfaction of all concerned.

37. The respondents rendered their service uninterruptedly from the date of joining the College and without looking for any other service under different employers and thereby the respondents acted to their detriment.

38. The admitted facts described above compel us to hold that the conduct of the appellant had an effect of a solemn promise and created legitimate expectation to the minds of the respondents that they would be appointed as permanent teacher of the college. This is why the appellants should be estopped from retreating from their promise by invoking the doctrine of promissory estoppel as well as the respondents should be given relief by applying the doctrine of legitimate expectation.

39. The doctrine of promissory estoppel is an equitable conception. By this doctrine if a person makes to another a clear and unambiguous representation of fact intending that the other would act on it and if the representation transpires to be untrue, and the other does act upon it to his detriment, the representor is prevented or estopped from denying its truth.

40. The doctrine of promissory estoppel was invoked by this Division in the case of Collector of *Customs, Custom House, Chittagong and others vs A. Hannan* reported in *42 DLR (AD) 167.* In this case to avoid scarcity of sugar in the country the Government decided to import sugar under Wage Earners' Scheme and waived certain formalities. The Government issued notification reducing the existing customs duty and sales tax on the importation of sugar on fulfillment of certain conditions. The respondent availed this opportunity for importing sugar at the concessional rate of duty and sales tax fulfilling the conditions but before the arrival of the cargo and submission of the bill of entry the concessional rate was withdrawn by the Government. The Collector of Customs took the view that the respondent was not entitled to concessional rate of customs duty and taxes because the bill of entry was delivered to the customs authority after the withdrawal of the concessional rate. This Division, among other cases, discussed the case of *Gujarat State Financial Corporation vs M/s. Lotus Hotels Pvt. Ltd., AIR 1983 SC 848* wherein it was held that the respondent acting upon the solemn promise made by the appellant incurred huge expenditure and if the appellant is not held to its promise, the respondent would be put in a very disadvantageous position and therefore the principle of promissory estoppel can also be invoked in this case. Applying the same principle this Division then held that the importer having acted upon the assurance given, the Government cannot retrace its steps and ask for duty at the rate mentioned in the subsequent notification. This is clearly a case of well settled principle of promissory estoppel. This Division in the case of *Secretary, Ministry of Industries, Nationalised Industries Division vs Saleh Ahmed & Another and Bangladesh Textile Mills Corporation vs Saleh Ahmed & others* reported in *1981 BLD (AD) 91* referring to the decision of the *Central London Property Trust Ltd vs High Trees House Ltd. (1947) 1 KB 130* this Division held that the Government's decision on agreement to release the Mill in question cannot be changed with a belated plea that the decision had been revised by the Government although no such case was made out. Applying the principle of promissory estoppel it can be said that the appellant-Government cannot be allowed to act inconsistently and the decision to release the Mill remains binding on them.

41. However, in the case of *Grihayan Limited vs Government of Bangladesh and others* reported in *47 DLR (AD) 12* this Division held that the doctrine of promissory estoppel is not applicable in the case because neither in the writ petition nor in the leave petition this point was ever mooted. Neither in the writ petition nor in the leave petition the appellant had taken any ground questioning the authority of the Government to pass the impugned orders on the basis of lack of jurisdiction or the principle of promissory estoppel.

42. The position of law is well settled that the Government may be estopped from refusing any representation made by it on the basis of which any person has acted to his detriment and that there is no estoppel against statute or there is no application of estoppel to prevent the performance of any constitutional or statutory duty.

43. The Supreme Court of India having considered various decisions in the case of *UP Power Corporation Ltd vs Sant Steels & Alloys (P) Ltd, AIR 2008 SC 693* observed as under:

> "17. In this background, in view of various decisions noticed above, it will appear that the Court's approach in the matter of invoking the principle of promissory estoppel depends on the facts of each case. But the general principle that emerges is that once a representation has been made by one party and the other party acts on that representation and makes investment and thereafter the other party resiles, such act cannot stated to be fair and reasonable. When the State Government makes a representation and invites the entrepreneurs by showing various benefits for encouraging to make investment by way of industrial development of the backward areas or the hill areas, and thereafter the entrepreneurs on the representations so made bona fidely make investment and thereafter if the State Government resile from such benefits, then it certainly is an act of unfairness and arbitrariness. Consideration of public interest and the fact that there cannot be any estoppel against a Statute are exceptions."

44. In the case of *Kasinka Trading vs Union of India and another (1995) 1 SCC 274 at page 283* paragraph 12 the Supreme Court of India expounded the doctrine as under:

> "The doctrine of promissory estoppel is applicable against the Government also particularly where it is necessary to prevent fraud or manifest injustice. The doctrine, however, cannot be pressed into aid to compel the Government or the public authority to carry out a representation or promise which is contrary to law or which was outside the authority or power of the officer of the Government or of the public authority to make. There is preponderance of judicial opinion that to invoke the doctrine of promissory estoppel clear, sound and positive foundation must be laid in the petition itself by the party invoking the doctrine and that bald expressions, without any supporting material, to the effect that the doctrine is attracted because the party invoking the doctrine has altered its position relying on the assurance of the Government would not be sufficient to press into aid the doctrine. In our opinion, the doctrine of promissory estoppel cannot be invoked in the abstract and the courts are bound to consider all aspects including the results sought to be achieved and the public good at large, because while considering the applicability of the doctrine, the courts have to do equity and the fundamental principles of equity must for ever be present to the mind of the court, while considering the applicability of the doctrine. The doctrine must yield when the equity so demands if it can be shown having regard to the facts and circumstances of the case that it would be inequitable to hold

the Government or the public authority to its promise, assurance or representation."

45. In the case of *Amrit Banaspati Co. Ltd. vs State of Punjab, AIR 1992 SC 1075* the Supreme Court of India observed that promissory estoppel being extension of principle of equity, the basic purpose of which is to promote justice founded on fairness and relieve a promisee of any injustice perpetrated due to promisor's going back on its promise, is incapable of being enforced in a court of law if the promise which furnishes the cause of action or the agreement, express or implied giving rise to binding contract is statutorily prohibited or is against public policy.

46. The Appellate Division of the Supreme Court of Bangladesh in the case of Chairman, *Rajdhani Unnayan Kartripakkha vs A. Rouf Chowdhury* reported in *61 DLR (AD) 28* held that the argument of promissory estoppel cannot be invoked when a permission was given to construct the building over 60 feet in violation or contravention of any law i.e. the Civil Aviation Rules,1984 and that the sanction given on 18-2-1993 for construction of a 22-storey building is void being contrary to the permissible limit provided in the said Rules and to the extent such permission contrary to the statutory provision is void and therefore is not permission in the eye of law and could not operate as promissory estoppel. In this case this Court has quoted with approval the decision of the case of *Dr Ashok Kumar Maheshwari vs State of UP* reported in *AIR 1998 SC 966* wherein it has been observed that promissory estoppel cannot be invoked for enforcement of a promise or declaration which is contrary to law or outside the authority or power of the Government or person making that promise. The Supreme Court of India in Union Territory, *Chandigarh Admn vs Managing Society Goswami, DGSCE* reported in *AIR 1996 SC 1759* held that a contract under the mandatory provisions of law can only be read and enforced in terms of the law and in no other way. The question of equitable estoppel does not arise in this case because there can be no estoppel against statute.

47. From the above discussions it can be safely construed that by the doctrine of promissory estoppel the appellants would be estopped from denying the claims of the respondent Nos. 1 to 7 in regularizing their service in the newly created 24 posts by the appellant-Government with the purpose of regularizing the services of the respondents in their respective posts.

48. The Supreme Court of India in the case of *M/S. Motilal Padampat Sugar Mills Co. Ltd. vs State of Uttar Pradesh AIR 1979 (SC) 621 at page 644*:

> "But it is necessary to point out that since the doctrine of promissory estoppel is an equitable doctrine, it must yield when the equity so requires. If it can be shown by the Government that having regard to the facts as they have subsequently transpired, it would be inequitable to hold the Government to the promise made by it, the Court would not raise an equity in favour of the promisee and enforce the promise against the Government. The doctrine of promissory estoppel would be displaced in such a case because, on the facts, equity would not require that the Government should be held bound by the promise made by it. When the Government is able to show that in view of the facts which have transpired since the making of the promise, public interest would be prejudiced if the Government were required to carry out the promise, the Court would have to balance the public interest in the Government carrying out a promise made to a citizen which has induced the citizen to act upon it and alter his position and the public interest likely to suffer if the promise were required to be carried out by the Government and determine which way the equity lies."

49. In the case of *State of Rajasthan vs Mahaveer Oil Industries (1999) 4 SCC 357 at page 365* paragraph 14 Supreme Court of India observed thus:

> "Public interest requires that the State be held bound by the promise held out by it in such a situation. But this does not preclude the State from withdrawing the benefit prospectively even during the period of the Scheme, if public interest so requires. Even in a case where a party has acted on the promise, if there is any supervening public interest which requires that the benefit be withdrawn or the Scheme be modified, that supervening public interest would prevail over any promissory estoppel."

50. Similarly, the Supreme Court of India in the case of *Sales Tax Officer vs Shree Durga Oil Mills (1998) 1 SCC 572* held that any IPR (Industrial Policy Resolution) can be changed if there is an overriding public interest involved.

51. In the instant case the appellants have failed to show any overriding public interest that may be served by not appointing the honorary teachers to the permanent post of the college. As such, there is no bar for the application of doctrine of promissory estoppel against the appellants.

52. From the recommendation, conduct and activities of the College Authority, the Director General of Health, the Ministry of Health and Family Welfare, the Ministry of Establishment and the Ministry of Finance, we have no hesitations in holding that by the conduct of the appellants legitimate expectation arose in the mind of the respondent Nos. 1 to 7 to be absorbed / regularized on full-time basis as Assistant Professors of the Government Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur, Dhaka and, as such, the appellants should be estopped from denying the regularization of the service of the respondents.

53. The protection of legitimate expectation is at the root of the constitutional principle of the rule of law, which requires regularity, predictability and certainty in government's dealings with the public. In the case of *Council of Civil Service Unions vs Minister for the Civil Service (1984) 3 All ER 935* House of Lords observed that for a legitimate expectation to arise, the decision of the administrative authority must affect such person either- (a) by altering rights or obligations of that person which are enforceable by or against him in private law or (b) by depriving him of some benefit or advantage which he has in the past been permitted by the decision maker to enjoy and which he can legitimately expect to be permitted to continue to do until some rational ground for withdrawing it has been communicated to him and he has been given an opportunity to comment thereon or he has received assurance from the decision-maker that they will not be withdrawn without first giving him an opportunity of advancing reasons for contending that they should not be withdrawn.

54. In the case of *Sethi Auto Service Station vs Delhi Development Authority 2009 (1) SCC 180* DK Jain, J observed thus:

> "32. .... A case for applicability of the doctrine of legitimate expectation, now accepted in the subjective sense as part of our legal jurisprudence, arises when an administrative body by reason of a representation or by past practice or conduct aroused an expectation which it would be within its powers to fulfill unless some overriding public interest comes in the way. However, a person who bases his claim on the doctrine of legitimate expectation, in the first instance, has to satisfy that he has relied on the said representation and the denial of that expectation has worked to his detriment. The Court could interfere only if the decision taken by the authority was found to be arbitrary, unreasonable or in gross

abuse of power or in violation of principles of natural justice and not taken in public interest. But a claim based on mere legitimate expectation without anything more cannot *ipso facto* give a right to invoke these principles."

55. The Supreme Court of Bangladesh in the case of *SSA Bangladesh Limited vs Engineer Mahmud-ul-Islam and others* reported in *24 BLD (AD) 92 = 9 BLC (AD) 84* held as under:

"60. The principle of legitimate expectation as enunciated in *Schmidt vs Secretary of State of Home Affairs* reported in *(1969) 1 Ch.140* imposed upon the Government or the concerned Authorities a duty to act fairly and reasonably in dealing with the rights and / or interest of the people and in case of any breach thereof the Court should act upon in striking down any order in exercise of judicial review of executive action and in case of any unreasonableness or inertness or ever latches in its part for which some or part of which benefit is lost causing prejudice to the people at large, the Court may direct the concerned to exercise its functions fairly, reasonably and in accordance with law and established principles.

61. Thus the legitimacy of an action/ expectation can be inferred only if it is founded on the sanction of law or customs or established practice or procedure in regular or natural sequence, otherwise, it would betray the exception of the public and exercising its function fairly, reasonably and in accordance with law and principles."

56. In the case of the *Chairman, Bangladesh Textile Mills Corporation vs Nasir Ahmed Chowdhury* reported in *22 BLD (AD) 199 at page 220*, paragraph 50 this Division having quoted with approval some of the passages in Administrative law (Eighth Edition) by David Foulkes observed as under:

"doctrine of legitimate expectation comes to arise in the background of 'the principle that a public authority to bound by its undertaking as to procedure it will follow provide they do not conflict with its duty (1983) 2 AC 629; if the public policy was to be changed the applicant should be given 'full and serious consideration whether there is some overriding public interest' justifying the new departure (1984) 1 WLR 1337; 'a public authority has a duty to act with fairness and consistency in its dealing with the public and that if it makes inconsistent decisions unfairly or unjustly it misuse its power'; existence of a regular practice which could reasonably be accepted to continue (1985) AC 374."

57. In the case of *Syed SM Hasan vs Bangladesh* reported in *60 DLR (AD) 76* at page 81 paragraph 31 this Court observed-

"The concept reasonable expectation has imposed a duty on the public authority to act fairly by taking into consideration all relevant factors relating to the expectation as the denial of it would amount to denial of the right guaranteed or secured and would lead to arbitrary, unfair or discriminatory treatment."

58. The Supreme Court of India while explaining the nature and scope of the doctrine of legitimate expectation in the case of *Food Corporation of India vs M/s Kamdhenu Cattle Feed Industries (1993) 1 SCC 71 at page 76,* paragraph 8 observed as under:

"The mere reasonable or legitimate expectation of a citizen, in such a situation, may not by itself be a distinct enforceable right, but failure to consider and give due weight to it may render the decision arbitrary, and this is how the requirement of due consideration of a legitimate expectation forms part of the principle of non-arbitrariness, a necessary concomitant of the rule of law. Every legitimate expectation is a relevant fac-

tor requiring due consideration in a fair decision-making process. Whether the expectation of the claimant is reasonable or legitimate in the context is a question of fact in each case. Whenever the question arises, it is to be determined not according to the claimant's perception but in larger public interest wherein other more important considerations may outweigh what would otherwise have been the legitimate expection of the claimant. A bona fide decision of the public authority reached in this manner would satisfy the requirement of non-arbitrariness and withstand judicial scrutiny. The doctrine of legitimate expectation gets assimilated in the rule of law and operates in our legal system in this manner and to this extent."

59. In the case of *Punjab Communications Ltd. vs Union of India (1999) 4 SCC 727* the Supreme Court of India held that a change in policy can defeat a substantive legitimate expectation if it can be justified on "Wednesbury" reasonableness. The decision maker has the choice in the balancing of the pros and cons relevant to the change in policy. Therefore, the choice of the policy is for the decision maker and not for the Court. The legitimate substantive expectation merely permits the Court to find out if the change in policy which is the cause for defeating the legitimate expectation is irrational or perverse or one which no reasonable person could have made.

60. In view of the decisions discussed above we are of the opinion that the doctrine of legitimate expectation may arise where the decision of administrative authority affects a person either by altering rights or obligations of that person which are enforceable by or against him in private law or by depriving him of some benefit which he has in the past been permitted by the decision maker to enjoy and which he can legitimately expect to be permitted to continue to do until some rational ground for withdrawing it has been communicated to him and he has been given an opportunity to comment thereon. Even legitimate expectation is a relevant factor requiring due consideration in a fair decision-making process. Whether the expectation of the claimant is reasonable or legitimate in the context is a question of fact in each case. The legitimate expectation has to be determined not according to the claimant's perception but in larger public interest wherein other more important considerations may outweigh what would otherwise have been the legitimate expectation of the claimant. A change in policy can defeat a substantive expectation if it can be justified on "Wednesbury" reasonableness. The choice of the policy is for the decision-maker not for the Court. The legitimate substantive expectation merely permits the Court to find out if the change in policy which is the cause for defeating the legitimate expectation is irrational or perverse or one which no reasonable person could have made. The court would interfere only if the decision taken by the authority was found to be arbitrary, unreasonable or in gross abuse of power or in violation of principles of natural justice and not taken in public interest. The principle of legitimate expectation has no role to play where the State takes action under a public policy or in the public interest and the action taken does not amount to an abuse of power. If it is not unreasonable and arbitrary, the Court must not usurp the discretion of the public authority.

61. It appears that the appellant-Government transferred MBBS Doctors to the newly created posts of BHMS degree holders in the Homeopathic Degree College and Hospital, Mirpur and thereby locked the posts of the respondent Nos. 1 to 7 which were exclusively created for regularization of the services of the 8(eight) honorary teachers including the respondent Nos. 1 to 7 who were appointed without pay and allowance. The learned Judges of the High Court Division could not find any explanation on behalf of the appellants as to why the recommendations regarding

regularization of the service of the respondent Nos. 1 to 7 as Lecturers/Assistant Professors of the Government Homeopathic Degree College could not be implemented and the learned Judges of the High Court Division rightly found that the appellant-Government failed to show why the respondents MBBS degree holders should be transferred to the Homeopathic Degree College depriving the Homeopathic Degree holders who are entitled to be appointed on full-time basis in the newly created posts of Government Homeopathic Degree College, Mirpur. The learned Judges of the High Court Division also rightly observed that the learned Deputy Attorney General on behalf of some of the appellants also kept mum and did not seriously oppose the contention of the respondent Nos. 1 to 7. These respondents having obtained BHMS degree of the University of Dhaka joined the Government Homeopathic Degree College, Mirpur on 11-3-1999 and since then they have been rendering their services to the satisfaction of the students and the authority of College and because of their satisfactory service record and the need of the College to get the services of the respondent Nos.1 to 7 the Authority of the University of Dhaka, the Director General, Health, the Ministry of Health and Family Welfare recommended to the Ministry of Establishment for creation of 64 posts and thereafter 24 new posts were created with the sanction of the Ministry of Establishment and finally the Ministry of Finance approved those posts under the revenue set-up. From the aforesaid assurances, activities, conduct of the appellant-Government and the College Authority, legitimate expectation arose in the mind of the respondent Nos. 1 to 7 honorary teachers of the College that their service would be regularized which encouraged them to render 12 years service in the Homeopathic Degree College to the satisfaction of the students and authority of the college and, as such, the appellant-Government will be estopped from denying the claims of the respondent Nos.1 to 7, honorary teachers of the College who were appointed initially on temporary basis without pay and allowances and thereby they have acted to their detriment and that the Government-appellant and the College Authority shall be estopped by the principle of legitimate expectation to deny the regularization of the services of the respondent Nos.1 to 7 and, as such, there is no illegality in the impugned judgment and order passed by the High Court Division in regularizing the services of the respondents as Assistant Professors with their salaries and benefits from the date of creation of the posts i.e. from 23-12-2004 as per recommendation and seniority list prepared by the College Authority which was approved by the Ministry of Health. We are also of the view that the doctrine of Promissory Estoppel is also applicable in the aid of the respondent Nos.1 to 7 who have been rendering their service with sincerity, honesty and diligence to the satisfaction of the students and the College Authority. By their conduct and activities the appellant-Government has induced or made a representation to the respondent-teachers to continue their service as honorary teachers of the Government Homeopathic Degree College without pay and allowances so that they may be regularized or appointed on full-time basis in the newly created posts under the revenue set-up. In view of the above findings and observations, there is no merit in the appeal and, as such, the appeal is liable to be dismissed.

In the result, the appeal is dismissed without any order as to cost. The impugned judgment and order dated 3-11-2008 passed by a Division Bench of the High Court Division in Writ Petition No.2919 of 2006 is hereby affirmed.

Ed.

APPELLATE DIVISION
(Criminal)

Nazmun Ara Sultana J
Syed Mahmud Hossain J
Md Imman Ali J

Judgment
July 24th, 2014.

State.....Petitioner
vs
Robin.....Respondent*

Code of Criminal Procedure (V of 1898)
Section 342

Ends of justice will be met if the case is remanded to the trial Court for giving an opportunity to the respondent to cross-examine the prosecution witnesses, if he so desires and also in order that the Court may examine the accused under section 342 of the Code.

We find from the record that the victim, as informant, lodged the First Information Report naming the accused respondent as one of the perpetrators involved in abducting and raping her. She maintained her story of abduction and rape in her deposition before the Court. The trial Court upon assessment of the evidence convicted and sentenced the respondent along with others, although the trial took place in the absence of all the accused persons. ...(13 & 12)

Remand

The case is remanded to the trial Court so far as it relates to accused respondent Robin with the direction to allow the accused to cross-examine the witnesses, if he so desires and to conclude the trial in accordance with law. The accused respondent Robin be enlarged on bail to the satisfaction of the trial Court till conclusion of the trial. .....(14)

*Criminal Petition for leave to Appeal Nos. 119 of 2014.

(From the judgment and order dated 5th of April, 2011 passed by the High Court Division in Criminal Miscellaneous Case No. 20704 of 2010)

Biswajit Deb Nath, Deputy Attorney-General, instructed by Sufia Khatun, Advocate-on-Record—For the Petitioner.

Md Khurshid Alam Khan, instructed by Zahirul Islam Advocate-on-Record—For the Respondent.

Judgment

Md Imman Ali J: This criminal petition for leave to appeal is directed against the judgment and order dated 5-4-2011 passed by a Division Bench of the High Court Division in Criminal Miscellaneous Case No. 20704 of 2010 making the Rule absolute.

2. The facts relevant for disposal of the instant criminal petition are that one Kohinoor Begum, daughter of Jalil Dewan, as informant lodged a First Information Report (FIR) with Borhanuddin Police Station on 26-4-2004 alleging, *inter-alia* that on 25-4-2004 at about 6-00 PM the informant along with her uncle Abdul Kader, aunts Champa and Julekha went to Rajmoni Cinema Hall at Borhanuddin to watch a film. At about 9-30 PM after watching a movie they started to go to their house by a rickshaw. Accused Bahar was running behind the informant's rickshaw and three unknown accused followed her by a van. The accused on the van overtook the rickshaw and stopped her in front of Monir Bakery at Borhanuddin ghat and they were taken inside the bakery. The accused persons talked with the informant party in different ways and at one stage they started beating the informant and her uncle and she was taken to a nearby garden towards the East. The informant was raped firstly by Bahar and then by other accused. From their conversation, accused Bahar and co-accused (1) Robin (2) Shaharul were recognized and she could not identify the other accused but if she saw them again, she could identify them. The accused persons confined her in the garden for the whole night and in the following morning on 26-4-2004 she came

2007 and 2007-2008, since the privilege obtained by the assessee-writ-petitioner under the provision of SRO No. 200/Ain-2005 dated 6-7-2005 and SRO being No. 98-Ain/2007, dated 4th June, 2007 cannot be treated as have been a fact of non-concealment of income of the assessee-writ-petitioner, since the Tax Inspector in his report categorically stated that the assessee-writ-petitioner transacted huge amount in the bank account but did not mention the same in the Self Assessment return, filed for those assessment years and that being the definite and constructive knowledge of the DCT concerned, the issuance of notice under section 93 of the Income Tax Ordinance 1984 was quite lawful and, as such, the instant rule is required to be discharged.

Deliberation of the Court.

27. We have heard the learned Advocates and perused the materials on record and we have also meticulously considered the supplementary affidavit being annexed with the photocopy of a notice dated 22-2-2007 and also the respective assessment order passed by the DCT concerned, initially for the assessment year 2006-2007 dated 31-12-2007.

28. The pertinent question raised in writ petition No. 4761 of 2009 is relating to whether the DCT concerned complied the provision of section 83A(2) of the Income Tax Ordinance 1984. For a better appraisal we do reproduce the provision of section 83A(2) of the Income Tax Ordinance 1984 prevailing during the assessment year 2006-2007:

> **Income Tax Ordinance 1984 Section 83A: Self Assessment.—**
>
> (1) .....
>
> (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (I) and section 93, the Board or any authority subordinate to the Board, if so authorized by the Board in this behalf, may select, in the manner to be determined by the Board, [a portion, not exceeding twenty per-cent.] of the returns filed under sub-section (1) and refer the returns so selected to the Deputy commissioner of Taxes for the purpose of audit and the Deputy Commissioner of Taxes shall thereupon proceed, if so required, to make the assessment under section 83 or section 84, as the case may be;
>
> Provided that the Deputy commissioner of Taxes shall not proceed to make any audit in respect of a return, where such return is filed in accordance with rules for self assessment made by the Board for that year and shows at least fifteen percent, higher income than the income last assessed, even if the return is selected for audit.

29. The aforesaid provision of section 83A(2) of the Income Tax ordinance 1984 is a mandatory provision so far the question of holding an audit is concerned, since the provision contains a "shall" which further indicates that upon holding the audit, the DCT concerned shall make him satisfy as to the requirement of further proceeding in respect of reopening of the deemed finalized assessment and thereafter he could assess the relevant return under the provision of section 83 of the Income Tax Ordinance 1984, if the assessee-writ-petitioner remained present at the hearing or under the provision of section 83 if the assessee failed to comply the notice and to attend the hearing before the DCT concern. In any case the holding of an audit is a mandatory one.

30. In this respect the referred case of *Spectra SN Tex Limited vs Commissioner of Taxes,* reported in *Income Tax Reference No. 39 of 2012,* wherein one of us was a party decided as under;

> The provision of section 82BB(3) of the Income Tax Ordinance 1984 has an indication that upon auditing the return if the DCT concerned considers for fresh assessment, he can proceed for assessment afresh. This provision indicates the two way exercise in the matter,

firstly 'Audit' and then if required 'fresh assessment.' Because, these two words have been used in the section in disjunctive manner indicating step to be taken one after another.

31. Therefore, it appears that the holding of an audit is a must one.

32. The learned Deputy Attorney-General Mr S. Rashed Jahangir relied upon the notice Annexure-A in the supplementary affidavit-in-opposition filed in Writ Petition No. 4761 of 2009 and submitted that the DCT concern lawfully hold the audit after getting the selection of the Self Assessment return from the National Board of Revenue for audit and therefore the main ground as has been taken by the assessee-writ-petitioner goes. This has prompted us to meticulously examine the point as to the fact of holding of audit by the DCT concern prior to reopening of the deemed finalized assessment for the assessment year 2005-2006.

33. Annexure-A appended to the supplementary affidavit- in-opposition, as aforesaid, is dated 22-2-2007 which has been issued under the নথি নং-৩৪৯-১০৬-১০০৩-সা-১১/৯১৯ addressed to জনাব মোঃ নুরুন্নবী and for a better appraisal the entire Annexure-A is reproduced below;

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপ কর কমিশনারের কার্যালয়
সার্কেল-১১
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম।

নথি নং-৩৪৯-১০৬-১০০৩/সা-১১/৯১৯ তারিখ ২২-২-২০০৭

জনাব মোঃ নুরউন নবী
মালিক মেসার্স

১. আকতার এন্টারপ্রাইজ
২. বলাকা ট্রেডার্স
৩. এস আর কর্পোরেশন
৪. নবী এন্ড কোং ৯৩২, শেখ মজিব রোড, চট্টগ্রাম।

বিষয়ঃ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 83A(2) এর বিধান অনুযায়ী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অডিট এর জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত মামলা নিষ্পত্তি ও পরিদর্শন প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি।

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা 83A(2) এর বিধান অনুযায়ী স্বনির্ধারণ পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ন হইতে অডিট করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নং-জারাবো/কর-৭/ আঃবিঃ/ স্বনির্ধারনী/২০০৫-২০০৬/১৬(১০), তারিখ ৫-২-২০০৭ এর মাধ্যমে আপনার দাখিলকৃত ২০০৬-২০০৭ কর বৎসরের আয়কর রিটার্ণটি পরবর্তী নিরীক্ষা কার্যক্রমের জন্য মনোনীত হইয়াছে।

এমতাবস্থায় ২০০৬-২০০৭ কর বর্ষে আপনার দাখিলকৃত সম্পদ বিবরনী ও আয়কর রিটার্ণে প্রদর্শিত আয় অডিটের জন্য নিম্নোক্ত (চিহ্নিত) তথ্য প্রমান আবশ্যকঃ

১. ব্যাংক হিসাব বিবরনী
২. গৃহ সম্পত্তির পূণাঙ্গ ঠিকানা, অবস্থান, প্রতি তলার আয়তন ও ভাড়া সংক্রান্ত তথ্য ও প্রমাণ।
৩. প্রদর্শিত বিক্রয়ের স্বপক্ষে বিক্রয় রেজিষ্টার, মজুদ রেজিষ্টার, ক্যাশ বুক ও লেজার বুক।
৪. বিদেশ ভ্রমন সংক্রান্ত তথ্য, পাসপোর্টের কপি, বাড়ী ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত তথ্য ও প্রমান, সন্তানদের পড়ালেখা সংক্রান্ত তথ্য ও প্রমান, বিদ্যুত বিল ও টেলিফোন বিলের কপি।
৫. সুদ/ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট জমা হওয়ার স্বপক্ষে ব্যাংক বিবরণী।
৬. আয়কর বিধি-৮ মোতাবেক রক্ষিত হিসাবের খাতাপত্র (ডাক্তার ও এডভোকেট করদাতাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
৭. আমদানী/রপ্তানী সংক্রান্ত তথ্য এবং সাপোর্টিং ব্যাংক বিবরণী।
৮. ১৯এএএ ধারায় বিনিয়োগের সমর্থনে প্রমান্য কাগজপত্র
৯. অন্যান্য প্রমানপত্র (যদি থাকে)।

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি/কাগজপত্র আগামী ২৭-৩-২০০৭ ইং তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালিন সময় নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হইল। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত তথ্য প্রমান দাখিল না করিলে বা দাখিলকৃত প্রমাণাদি সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে আপনার দাখিলকৃত স্বনির্ধারিত রিটার্ণটিকে সাধারন রিটার্ণ হিসাবে গণ্য করিয়া কর মামলা নিষ্পন্নের ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আপনার দাখিলকৃত কাগজপত্র দ্বারা যদি স্বনির্ধারনী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ণ ব্যাখ্যায়িত হয় তবে তাহা

নিরীক্ষা কার্যক্রম হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

জাতীয় রাজস্ব আহরণ ও সঠিক কর নিরুপনের স্বার্থে আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সহকারী কর কমিশনার
সার্কেল-১১
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম।

34. The genuinity of the aforesaid Annexure-A dated 22-2-2007 has been seriously assailed by the learned Advocate Mr Mosharaf Hossain, appearing on behalf of the assessee-writ-petitioner, for which we have considered the assessment order dated 31-12-2007 made by the DCT concern for the assessment year 2006-2007, wherein the opening Paragraph contain the following statement of the DCT concern appears;

"কর নির্ধারন আদেশ

বিবেচ্য করবর্ষে মোট আয় ৬,০৮,০০০ প্রদর্শন করতঃ করদাতা কর্তৃক স্ব-নির্ধারনী পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ণ দাখিল করিলে বিবেচ্য কর মামলাটি প্রথমে আয়কর অধ্যাদেশের ৮৩এ(১) ধারায় নিস্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং জারাবো/করসা/আঃআঃবিঃ/স্বণির্ধারনী/২০০৫-২০০৬/১৬ তারিখ ৫-২-২০০৭ ইং মোতাবেক আয়কর অধ্যাদেশ ৮৩এ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী আলোচ্য করবর্ষের স্বনির্ধারন পদ্ধতি দাখিলকৃত উক্ত রিটার্ন নীরিক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়। এমতাবস্থায়, আয়কর অধ্যাদেশের ৮৩(১) ও ৭৯ ধারার নোটিশ সুনির্দিষ্ট চাহিদাপত্র সহ জারি করিয়া কর মামলা শুনানীর জন্য ১২-৬-২০০৭ ইং তারিখ ধার্য্য করিয়া সংগে এই অফিসের ৩১-৫-২০০৭ ইং তারিখে জারীকৃত পত্রের মাধ্যমে করদাতাকে বিষয়টি অবহিত করা হয়....."

35. From the aforesaid statement it appears that upon getting the return for the assessment year 2006-2007, as selected by the National Board of Revenue, the DCT concerned directly issued the notice under section 83(1) and 79 of the Income Tax Ordinance 1984 to the Assessee-writ-petitioner, since nothing has been mentioned in the relevant portion of the assessment order as to the issuance of any notice, for holding audit, dated 22-2-2007. The Assessee-writ-petitioner, challenging the aforesaid assessment dated 31-12-2007, went to the Tax Ombudsmen under the provision of section 20 of the Tax Ombudsmen Act 2005, being complaint No. 143 dated 19-8-2008, upon which the DCT concerned contested the said complaint case by filing a written explanation, which was considered by the Tax Ombudsmen in its judgment dated 24-11-2008. The relevant Paragraph in the judgment runs as follows;

অভিযোগ পত্রের অনুলিপি প্রেরণপূর্বক অভিযোগ বিষয়ের অভিযুক্ত কর কর্মকর্তাকে ব্যাখ্যা দাখিলের জন্য নোটিশ জারী করা হয়। জবাবে সার্কেলে নিয়োজিত কর কর্মকর্তা লিখিত ব্যাখ্যা দাখিল করেন। ব্যাখ্যায় তিনি জানান যে করদাতা ২০০৬-২০০৭ কর বৎসরের স্ব-নির্ধারন পদ্ধতি রিটার্নে কমিশন ব্যবসার আয়, কৃষি আয় ও গৃহ সম্পত্তি হইতে মোট আয় প্রদর্শন করেন ৬,০৮,০০০ পরবর্তীতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক রিটার্ন নীরিক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়। নীরিক্ষা কার্যক্রমের অংশ হিসাবে করদাতাকে ৮৩(১) ও ৭৯ ধারার নোটিশ প্রদানপূর্বক প্রদর্শিত আয় প্রমানের সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু করদাতার প্রতিনিধি শুনানীতে হাজির হইলেও কোন তথ্য প্রমান দাখিল করিতে ব্যর্থ হন। তাই করদাতার আয়ের উৎস সম্পর্কে কর পরিদর্শক দ্বারা তথ্য সংগ্রহ এবং উহা পর্যালোচনাপূর্বক ৮৩(এ)(১)/৮৩(এ)(২)/৮৩(২) ধারায় কর নির্ধারণ করা হয়।

36. This statement also proves that the DCT concerned has not stated anything before the Tax Ombudsmen as to the issuance of the notice dated 22-2-2007.

37. It appears that the Assessee-writ-petitioner in Writ Petition No. 4761 of 2009 has categorically raised the objection that the DCT concern did not hold any audit after getting the selected return from the National Board of Revenue. But nothing has been said in the affidavit-in-opposition as to the allegation of non-holding of audit, rather it has been admitted in Paragraph No. 10 in the affidavit-in-opposition that the DCT con-

cerned "for the purpose of auditing got local investigation report by the respective Inspector of Taxes, issued letter informing the Assessee-writ-petitioner his intention of audit and issued notices under section 83A(1) and 79 of the Income Tax Ordinance 1984 for production of books of accounts asking for documentary evidence in favour of the shown income, expenditure and other requirement found in the Inspector's report and consequently the DCT concern had to dispose of the cases under section 83A(l)/83A(2)/83(2) of the Income Tax Ordinance 1984.

38. All these statements and claim in the affidavit-in-opposition indicates and establishes the fact that the Annexure-A which has been annexed to the supplementary-affidavit-in-opposition is a tainted one. Had it been a genuine document, the DCT concern would definitely mentioned the same in his assessment order and even, failing to mention the same in the assessment order, it would have been mentioned before the Tax Ombudsmen as to such failure or even he could mention in the affidavit-in-opposition as to such failure in mentioning the said notice in the assessment order or before the Tax Ombudsmen with an explanation as to such failure. But nothing has been done excepting by way of filing a photocopy of the said notice annexing the same with the affidavit-in-opposition with a flimsy statement that audit was held within the meaning of section 83A(2) of the Income Tax Ordinance 1984 and for the purpose of holding audit a notice dated 22-2-2007 was served upon the Assessee-writ-petitioner. This sort of activity of the tax executive is not only deplorable but liable to be taken into consideration seriously. The supplementary affidavit was sowrn in by one Alamgir Kabir, Assistant Commissioner of Taxes, Chittagong, who supplied the said photocopy to the learned Deputy Attorney-General Mr S. Rashed Jahangir and be fooled him in considering the said documents as a genuine document and to submit the same before this Highest Court. Therefore, a serious action is required to be taken against the Assistant Commissioner of Taxes Mr Alamgir Kabir by the tax department or the National Board of Revenue upon getting this judgment at their end.

39. It appears that no audit was held after the deemed finalized Self Assessment return, for the assessment year 2006-2007, was selected by the National Board of Revenue and that being a mandatory provision of law any violation of the same renders the further proceeding a nullity. This court finds with firm believe that the DCT concern without lawful authority thereafter proceeded to reopen the assessment, for the assessment year 2006-2007, harassing the assessee-writ-petitioner to travel up to Tax Ombudsmen and to the highest court of the country, incurring a great monetary expenses.

40. In Writ Petition No. 5539 of 2009 the re-opening of the deemed finalization for the assessment year 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 and 2007-2008 has been challenged wherein, it appears, that after the deemed finalization of the assessment on the assessment year 2006-2007, the concerned DCT served a notice under section 93 of the Income Tax Ordinance 1984 on the assessee-writ-petitioner showing his intention to reopen the deemed finalization of the tax liability of the aforesaid assessment years.

41. The learned Deputy Attorney-General Mr S. Rashed Jahangir has correctly argued before this court that the provision of section 83A(2) of the Income Tax Ordinance 1984 has rendered a gateway to the DCT concern to invoke the provision of section 93 of the Income Tax Ordinance 1984 to re-open any deemed finalization of the assessment, since the Finance Act 2003 has inserted the said provision in the section which is therefore applicable from the Assessment year 2004-2005. From the provision of section 83A(5) of the Income Tax Ordinance 1984 it appears that the criteria as to possessing definite information by the DCT concern, is an important requirement to

obtain the gateway to enter into the provision of section 93 of the Income Tax Ordinance 1984.

42. The Provision of section 93 of the Income Tax Ordinance 1984 reads as follows, prevailing at that time;

Income Tax Ordinance 1984

Section 93: Assessment in case of Income escaping assessment, etc.—

1) If, for any reason, any income chargeable to tax for any assessment, year has escaped assessment or has been under assessed or has been assessed at too low a rate or has been the subject of excessive relief or refund under this Ordinance, the Deputy Commissioner of Taxes may issue a notice to the assessee containing all or any of the requirements which may be included in a notice under section 77 and may proceed to assess or determine, by an order in writing, the total income of the assessee or the tax payable by him, as the case may be, and all the provisions of this Ordinance shall, so far as may be, apply accordingly:-

   Provided that the tax shall be charged at the rate or rates applicable to the assessment year for which the assessment is made.

2) No proceeding under sub-section (1) shall be initiated unless definite information has come into the possession of the Deputy Commissioner of Taxes [and he has obtained] the previous approval of the Inspecting Joint Commissioner in writing to do so, except in a case where a return has not been filed under section 75 or 77.

3) A notice under sub-section (I) may be issued by the Deputy Commissioner of Taxes,—

   a) in any case in which he has reason to believe that the assessee or any other person on his behalf has not filed a return under section 75 or 77, at any time;

   b) in any case in which he has reason to believe that the assessee has for any assessment year concealed the particulars of his income or furnished inaccurate particulars thereof or omitted or failed to disclose all material facts necessary for the assessment for such year, within [five years] from the end of the assessment year for which the assessment is to be made

      Provided that in a case where a fresh assessment is made for any assessment year in pursuance of an order sections 120, 121, 156 or 159, the period of [five years] referred to in this clause shall commence from the end of the year in which the fresh assessment is made;

   c) in any other case, within two years from the end of the assessment year for which the assessment is to be made.

4) In computing the period of limitation for the purpose of making an assessment or taking any other proceedings under this Ordinance, the period, if any, for which such assessment or other proceeding has been stayed by any Court, tribunal or any other authority, shall be excluded.

5) Notwithstanding anything contained in sub-section (3), where an assessment or any order has been annulled, set-aside, cancelled or modified, the concerned income tax authority may start the proceedings from the stage next preceding

the stage at which such annulment, setting aside, cancellation or modification took place, and nothing contained in this Ordinance shall render necessary the reissue of any notice which has already been issued or the re-furnishing or refiling of any return, statement or other particulars which has already been furnished or filed, as the case may be.

Provided that the tax shall be charged at the rate or rates applicable to the assessment year for which the assessment is made.

43. The aforesaid provision of sub-section (2) of section 93 of the Income Tax Ordinance 1984 further provides for two requirement in respect of reopening of any deemed finalization of any tax liability of an assessee which are (1) possession of definite information and (2) approval of the Inspecting Joint Commissioner in writing.

44. The learned Advocate Mr Mosharaf Hossain categorically argued that no such definite information or prior approval of the Inspecting Joint Commissioner was obtained by the DCT concern.

45. It appears that the DCT concern has obtained a Tax inspectors report which has been annexed as Annexure-D in Writ Petition No. 5539 of 2009, where from it appears that the Tax Inspector had found that there was a bank statement of different banks in the official income tax file, submitted by the assessee and accordingly he stated" "নথিতে রক্ষিত করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত বিভিন্ন ব্যাংক বিবরণী হইতে আলোচ্য বর্ষের ব্যাংক হিসাবের মোট জমা উত্তোলন চিত্র নিম্নে দেওয়া হইল"

46. Thereafter, the tax inspector in the annexure table, appended with the report made a statement of the transaction in The Premier Bank, Agrabad Branch, Social Investment Bank, Agrabad Branch, Jamuna Bank Limited, Agrabad Branch, Southeast Bank Limited, Agrabad Branch, Mutual Trust Bank, Khatungonj Branch, Bangladesh Commerce Bank. Agrabad Branch and Jamuna Bank Limited, Bhatiary Branch, wherefrom it appears that an amount of Taka 395,83,19,572 was deposited in the bank account against which a withdrawal was made of an amount of Taka 414,59,03,368. This shows that a liability approximately amounting to Taka 22,00,00,000 is remaining against the assessee-writ-petitioner, which the learned Advocate Mr Mosharaf Hossain explained as a bank loan liability of the assessee-writ-petitioner in respect of the administration and maintenance of the four denationalized textile mills.

47. As the Tax Inspector has admitted that the assessee-writ-petitioner has submitted the bank statements before him no concealment of the documents can be alleged against the assessee-writ petitioner. Further it appears that nothing has been said in the affidavit-in-opposition as to the categorical allegation of non-obtaining the prior approval of Inspecting Joint Commissioner, as has been alleged by the assessee-writ-petitioner. The opening version of sub-section 2 of section 93 of the Income Tax Ordinance 1984 categorically provide that no proceeding under section 93(1) can be initiated unless the criterion of sub-section (2) is observed. Therefore, this court finds that the DCT concern has failed to comply the mandatory provision of section 83A(5) and section 93(2) of the Income Tax Ordinance 1984 which left the step under section 93 of the Income Tax Ordinance 1984, nugatory one.

48. Another pertinent question lies here.

49. The learned Advocate Mr Mosharaf Hossain has drawn the attention of this court to the provision of section 94 of the Income Tax Ordinance 1984 which has provided a time limitation in respect of the assessment of any income tax liability after the filing of the return. In his opinion the deemed finalization assessment under

the provision of section 83A(1) of the Income Tax Ordinance 1984 cannot be re-opened after 15 (fifteen) months or under the provision of section 93 of the Income Tax Ordinance 1984 after two years and any attempt to re-open the deemed finalization of the assessment after that period will be a nullity.

50. The provision of section 94 of the Income Tax Ordinance 1984 prevailing at that period reads as follows;

Income Tax Ordinance 1984

Section 94: Limitation for assessment.—

(1) Subject to the provisions of sub-sections (2) and (3), no order of assessment under the provisions of this Chapter in respect of any income shall be made after the expiry of six months from the end of the assessment year in which the income was first assessable.

(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) no order of assessment under sub-section (2) of section 82B or sub-section (2) of section 83A shall be made-

(a) after the expiry of two years from the end of the assessment year in which the income was first assessable; or

(b) after the expiry of the period of fifteen months from the end of the month in which the return is submitted, whichever is earlier.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) assessment under section 93 may be made—

(a) in the cases falling under section 93(3) (a) and (b), within [two years] from the end of the year in which notice under the said sub-section was issued; and

(b) in the cases falling under section 93(3)(c), within [one year] from the end of the year in which notice under the said sub-section was issued.

(3) Notwithstanding anything contained in this section, limiting the time within which any action may be taken, or any order or assessment may be made, order or assessment, as the case may be, to be made on the assessee or any other person in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in an order under sections 120, 121, 156, 159, 161 or 162 or, in the case of a firm, an assessment to he made on a partner of a firm in consequence of an assessment made on the firm, [shall be made within thirty days] from the date on which the order was communicated and such revised order shall be communicated to the assessee within thirty days next following;

Provided that where an order of assessment has been set-aside by any authority in that case the assessment shall be made within-forty five days from the date on which the order was communicated to him.

Explanation I—Where, by an order under sections 120, 121, 156, 159, 161 or 162, any income is excluded from the total income of the assessee for an assessment year, an assessment of such income for another assessment year shall for the purposes of this section, be deemed to be one made in consequence of, or to give effect to, any finding or direction contained in the

said order.

Explanation II—Where, by an order under sections 120, 121, 156, 159, 161 or 162, any income is excluded from the total income of one person and held to be the income of another person, an assessment of such income of such other person, shall, for the purposes of this section, be deemed to be one made in consequence of or to give effect to, any finding or direction contained in the said order.

(4) Where the Deputy Commissioner of Taxes fails to give effect to any finding or direction contained in an order referred to in sub-section (3) within the period stipulated therein, such failure of the Deputy Commissioner of Taxes shall be construed as misconduct

51. It appears from section 94(2) of the Income Tax Ordinance 1984 that the limitation of two years have been provided in the said section meaning thereby that the provision of section 93(3)(a) and (b) of the Income Tax Ordinance 1984 is applicable both for ordinary and the Self Assessment Scheme and in case of Self Assessment Scheme the same became barred after the elapse of two years and the provision of section 93(3)(a) and (b) cannot be invoked after the assessment barred by limitation under the provision of section 94(2) of the Income Tax Ordinance 1984. Because, the Self Assessment Scheme is a privilege and from the issuance of the receipt by the DCT concern as to receiving of a compliant return the same became finalized which become absolute after the elapse of two years, as provided in section 94(2) of the Income Tax Ordinance 1984. But the provision of section 93(2) being applicable for ordinary assessment will remain applicable as against five years of any assessment made in ordinary manner. Therefore, this court also on this count finds that the action taken by the DCT concern in respect of re-opening of the Self Assessment return after two years, by way of serving a notice dated 12-3-2008, calling upon the assessee-writ-petitioner to explain as to his six banks accounts, is a palpable illegality committed by him and, as such, this court is inclined to hold that the issuance of such notice and all other subsequent notices was without lawful authority having no legal implication.

52. Under the reasoning and discussion as above, this court finds merit in both the rules Nisi issued in Writ Petitions being No. 4761 of 2009 of 2009 and Writ Petition No. 5539 of 2009, which are required to be made absolute.

53. In the result, both the rules Nisi are made absolute.

54. The impugned assessment order dated 18-1-2009 under section 83A(1)/83A(2)/83(2)/156/section 20(2) of the Tax Ombudsmen Act 2005, by the Deputy Commissioner of Taxes, Companies Circle-2, Taxes Zone-1, Chittagong, for the assessment year 2006-2007, Annexure-F of the assessee-writ-petitioner is relating to Writ Petition No. 4761 of 2009 and the impugned notice dated 30-3-2008 and 4-5-2008 under section 93 of the Income Tax Ordinance 1984, issued by tne Deputy Commissioner of Taxes, (Companies Circle-2, Taxes Zone-1, Chittagong, so per as to relates the assessment of income of the assessee-writ-petitioner for the assessment year 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 Annexures-F and F(l) and the notice dated 24-5-2009 asking the writ-petitioner to produce books of accounts and other documents for the assessment of income of the writ-petitioner for the assessment year 2003-2004, 2004-2005 and 2005-2006, Annexure-H as challenged in the Writ Petition No. 5539 of 2009 are hereby declared to have been issued without lawful authority having no legal implication.

However, there shall be no order as to costs.

Ed.

HIGH COURT DIVISION
(Civil Revisional Jurisdiction)

Sheikh Abdul Awal J

Lokman Sikder and others .....Defendant-Petitioners

vs

A Wares Sikder and others.....Plaintiff-Opposite Parties*

Judgment
March 5th, 2014.

Code of Civil Procedure (V of 1908)
Section 115(1)

Court will not help a party who will always sleep over the matter with unclean hands. ...(21)

MA Awal, Advocate—For the Petitioners.

Abdullah M. Rafiqul Islam, Advocate—For the Opposite Party No.1.

Judgment

This Rule was issued calling upon the opposite party Nos.1-4, 51-62, 89, 122, 124, 125, 135-146 and 102-119 to show cause as to why the impugned judgment and decree dated 9-11-1999 passed by the learned Subordinate Judge, 1st Court, Barguna in Title Appeal No.22 of 1995 affirming the judgment and decree dated 27-2-1990 passed by the learned Senior Assistant Judge, Sadar, Barguna in Title Suit No. 5 of 1990 decreeing the suit should not be set-aside.

2. Material facts relevant for disposal of the Rule, briefly, are that Sekander Ali Sikder, the predecessor of the opposite party Nos.1-4 as plaintiff on 9-1-1990 instituted a suit being Title Suit No. 5 of 1990 in the Court of Senior Assistant Judge, Sadar, Barguna for declaration of title in the land as described in Schedule "Ka" to the plaint alternatively for recovery of possession and partition of the land as described in Schedule "Kha" to the plaint. The plaintiffs case, in short, is that 16.35 acres of land appertaining to cadastral survey Khatian No. 205 of Mouza Kewrabunia belonged to Tamejuddin, Magezuddin in two annas share each and Ditio Bibi, Melancho Bibi, Sahera Bibi and Kanu Bibi in one ana share each; that the aforesaid holding was put to auction for arrear of rent and purchased by Nawab Estate who by a registered kabuliat dated 25-3-1912 settled the same with Kalu Sikder, Solemuddin, Asaruddin, Toberuddin, Ainuddin alias Sasanuddin, Amiruddin, Tamizuddin and Mafizuddin in equal share; that Asaruddin died leaving behind one son Montajuddin and one daughter Jahura Bibi; that at the death of Salimuddin his interest devolved on his five sons named Kalu Sikder, Tasimuddin, Hasonuddin, Mahabbat Ali and Nasaruddin and two daughters named Kalsum and Serupannessa; that Kalu Sikder got two annas six gandas two Karas and two Karanties share, who died leaving behind only son, the plaintiff, as his sole heir; that the land of candestral survey khatian No. 205 subsequently recorded in Revisional Settlement khatian No. 14 corresponding to state acquisition khatian Nos. 658, 1048, 1117, 1150, 1157 increasing to an area of 16.59 acres; that out of two annas six gandas two karas and two kerantis share only two annas share had been recorded in the name of Kalu Sikder and rest six gandas two karas and two krantis share was wrongly recorded in the names of Mahabbat Ali and Nasaruddin; that plaintiffs total claim is 2.42 acres of land out of which 1.27 acres had been recorded in state acquisition Khatian No. 1117 and out of rest 1.15 acres $5^1/_2$ decimals had been recorded in the names of Mahabbat Ali and Nasaruddin in State Acquisition Khatian Nos. 117 and $16^1/_2$ decimals of land in state Acquisition Khatian No. 658 in the name of Tasanuddin Sikdar wrongly; that earlier the plaintiff filed a suit being title suit No. 189 of 1979 but for formal defects got it withdrawn with permission to sue afresh; that the defendants are the heirs and successive heirs of Hasanuddin, Mahabbat Ali, Nasaruddin, Tasanuddin, Montejuddin, Sonemuddin and Mufejuddin and some of the defendants are the purchasers from co-sharers of

*Civil Revision No. 4967 of 1999.

the suit jama; that there was no partition by metes and bounds in the suit jama, the defendants refused to partition the land amicably on 9-2-1979 and hence, the suit.

3. Defendant Nos. 1, 11 and 12 entered appearance in the suit jointly and filed written statement; that defendant No. 21 also appeared in the suit and filed written statement; that defendant Nos. 31-39/64/83/85/86/96-107; 77(Ka)- 77(cha)/ 78/79/80(Ka)-80(Ga) and 7/134/135 also appeared in the suit and prayed for separate saham by group wise.

4. Defendant Nos. 1, 11, 12 in their written statement denied the all material allegations of the plaint contending, *inter-alia,* that the suit is not maintainable in its present form and manner inasmuch as the suit is barred by limitation, all the relevant properties were not brought into hotch potch; that Salemuddin Sikder took settlement of Ten annas share in the suit Jama from the Nawab Estate by a registered Kabuliat dated 25-3-1912; that the said kobuliat contains the names of his four sons, all of whom used to live in same mess; that Salemuddin had been in possession of Ten anas share in cadastral survey khatian No. 205; that Mahabbat Ali, son of Solemuddin by his second wife, on attaining to the age of majority went to live in separate mess with her mother; that Salemuddin Sikder within the knowledge of his other sons sold 1.08 acres of land to his son Mahabbat Ali by a kabala deed dated 22-4-1926; that Salemuddin Sikder made an oral gift of the rest along with other lands in favour of Kalu Sikder, Asaruddin, Habanuddin, Tasanuddin, Nasaruddin and Mahabbat Ali on 2nd Ashar, thirteen hundred thirty three Bengali Shal; that Salemuddin died leaving behind 6(six) sons and two daughters as heirs; that in this manner Mahabbat Ali got two annas and ten gandas and his other brothers got one anna and ten gandas share; that the property left by Asaruddin was inherited by his sons Montajuddin and Asahar Sikder and daughter Jahure Bibi; that on 8-1-1947 Hersauddin, Mahabbat Ali, Kalu Sikder, Nasaruddin, Montajuddin settled 3.33 acres of land of cadastral survey Khatian No. 205 with Tasanuddin and on that date the kabuliat and dakhila were registered towards the recognition of tenant by the landlord; that Mahabbat Ali died leaving 3 sons, namely defendant Nos. 10-12 and two daughters namely, Chandra Banu and Suruj Banu; that Nasaruddin died leaving behind defendant Nos. 7 and 8; that Akub Ali died leaving defendant Nos. 4-6 as his legal heirs; that Kalu Sikdar after transfer of his one annas ten gandas share to Tasonuddin died leaving only 88 decimals of land but more than 88 decimals of land was recorded in the name of plaintiffs father; that by successive inheritance defendant No. 1 got the property of Tamijuddin; that defendant No. 63 transferred 99 decimals of land of State acquisition Khatian No. 1150 to defendant No. 12, Taiab Ali and others by six kabala deeds; that defendant No. 53 sold 43 decimals of land to Afam Ali by Kabala deed dated 18-2-1967; that Abdul Hoq heir of Adam Ali sold $7^1/_2$ decimals of land to defendant No. 12 by kabala deed dated 16-6-1984; that after the death of Tasenuddin his wife Rupsan Bibi transferred 21 decimals from state acquisition Khatian No. 658 and $12^1/_2$ decimals of land from State Acquisition Khatian No. 1150 to defendant Nos. 1-4 by Kabala deed dated 24-4-1965; that defendant No. 32 and his brother Yousuf Ali transferred 17 decimals from State acquisition Khatian No. 1117 to defendant Nos. 2-4 and that the claim of the plaintiff is false and without any legal basis.

5. Defendant No. 21 contested the suit by filing written statement denying all the material allegations of the plaint and contending, *inter-alia,* that the suit is not maintainable in its present form and manner.

6. Defendant Nos. 7, 134 and 135 entered appearance in the suit and claimed their saham. The case of the defendant Nos. 7, 134 and 135 is that Tomejuddin belonged share measuring 2.08 acres of land, who died leaving behind 3 sons,

Hamezuddin, Maminuddin and Amuddin, 2 daughters named Khatun Bibi and Sudu Bibi and wife Joygun Bibi; that Joygun Bibi died leaving behind two sons, Hamezuddin and Mominuddin and two daughters Khatun Bibi and Sudu Bibi. Hamezuddin and Miminuddin got 53 $^{3}/_{4}$ decimals each, Khatun Bibi and Sudi Bibi got $26^{5}/_{8}$ decimals each and Hamejuddin got $45^{1}/_{2}$ decimals; that Khatun Bibi died leaving behind one son defendant No. 13, one daughter Lal Bhanu and husband, Nasaruddin; that Hamejuddin died leaving behind 2 sons, Hashem Ali and Abdul Mazid, one daughter, Khatunjan and wife, Joygun Bibi who died leaving above sons and daughters; that Abdul Mazid got 17 decimals of land and Khatunjan got $8^{1}/_{2}$ decimals of land. Abdul Mazid sold 14 decimals of land to the defendant Nos. 134/135; that Sadu Bibi died leaving 2 daughters, Safura and Jafura and brother Mominuddin; that Safura and Jafura transferred $15^{1}/_{2}$ decimals of land to the defendant Nos. 134 and 135 and thus these defendants became owner in all $34^{1}/_{2}$ decimals of land and prayed for saham.

7. Defendant Nos. 77(Ka)-77(Cha) 78/79 and 80(Ka) to 80(Ga) entered appearance in the suit and also prayed for saham. The case of these defendants is that Asaruddin became owner of his share by the registered kabuliyat dated 25-3-1912, who died leaving behind one son Montazuddin and daughter Johura Bibi, and father Sokemuddin; that Johura died leaving behind husband Johuruddin, sons being A. Aziz, Kanchan Ali and A. Latif; that A Latif died leaving behind the defendant Nos. 77(Ka)- to 77(Cha)/78/79 and 80(Ka) to 80(Ga) as legal heirs who got 58 decimals of land out of which 37 decimals of land had been wrongly recorded in the name of the defendant No. 21.

8. Defendant Nos. 31-39/64/83/85/86/96-107 appeared in the suit and also prayed for saham. The case of these defendants are that the share of these defendants ware not correctly recorded in State Acquisition Khatian although they have been in possession of their entire share; that Hachanuddin got six gandas, two karas and two keranties by inheritance in addition to two annas share of his own and having been in possession of two annas, six gandas, two karas and two keranties share, who died leaving five sons, one grand son Khabiruddin, two daughters Jamina and Amena and wife Paribanu; that Yusuf, son of Hasanuddin, died leaving three brothers namely, Moktar, Taher and Abdul Khaleque and each of the defendant Nos. 32-34 are entitled to 4 decimals of land, defendant Nos. 35/36 are entitled to 30 decimals, defendant No. 37 is entitled to 15 decimals, defendant Nos. 38/39 to 15 decimals; defendant No. 83 is entitled to 30 decimals and in all 2.42 acres of land; that only 1.17 acres have been recorded in their names in State Acquisition Khatian No. 1117 out of the aforesaid 2.42 acres ; that Salemuddin died leaving behind five sons and two daughters; that Saramennessa got 33 decimals, who died leaving defendant Nos. 85 and 86 and Kulsum as her heirs; that Kulsum died leaving defendant Nos. 96-107 as her heirs; that defendant No. 64 purchased 54 decimals from defendant Nos. 81-82 and 102-106 by a kabala deed dated 19-6-1975; that in this way defendant Nos. 32-39/85 got 2.42 acres; defendant Nos. 85/86 96-107 got 33 decimals; defendant No. 64 got 54 decimals, in all, 3.29 acres of land in the disputed Jama and they prayed for specific saham for their portion.

9. At the trial the plaintiff examined in all four witnesses, defendant Nos. 1/11 and 12 examined one witness and defendant No. 21 examined three witnesses while the saham praying defendant Nos. 7/134 and 135 examined one witness and saham praying defendant Nos. 31-39/64/83/85/86/96-107 examined one witness in support of their respective contentions.

10. The learned Assistant Judge by his Judgment and decree dated 27-2-1990 decreed the suit allowing saham to the plaintiffs as well saham praying defendants.

11. Being aggrieved by the aforesaid judgment and decree the defendant No. 21, preferred Title Appeal No. 22 of 1995 before the learned District Judge which on transfer was heard by the learned Subordinate Judge, 1st Court, Barguna, who by his Judgment and decree dated 9-11-1999 dismissed the appeal and affirmed the judgment and decree of the trial Court below and the instant revision application is directed against that judgment.

12. Mr MA Awal, the learned Advocate appearing for the petitioner in the course of his argument after placing the judgments of two Courts below, deposition of witnesses and other materials on record submits that the judgments of both the Courts below are perverse being contrary to law and facts inasmuch as both the Courts below without deciding anything about declaration of title in respect of 1.16 acres of land mentioned in schedule "Ka" of the plaint most illegally decreed the suit for partition in respect of total 2.42 acres of land and, as such, judgments of both the Courts below are liable to be set-aside.

13. Mr Awal next submits that during trial the defendant-petitioner (defendant No.21) in order to prove his case in all 17 documents including 11 registered kabala deeds and rent receipts produced and the same were marked as Ext. "Uma-Jha" series but both the Courts below did not utter a single word, discuss, consider and decide anything whatsoever about those documentary evidence which resulted in the failure of justice. Finally, Mr Awal argues that the proposition of law is by now well settled that the plaintiff in order to succeed must establish his own case and the weakness of the defendant's case is no ground for passing a decree in favour of the plaintiff and in this case the plaintiff failed to prove his case and thus, the Court of appeal below committed wrong in affirming the judgment of the trial Court. The learned Advocate to fortify his submission has relied on the decision reported in *39 DLR (AD) 237, 6 ADC 600 and 35 DLR (AD) 216.*

14. Mr Abdullah M Rafiqul Islam, the learned Advocate appearing for the plaintiff-opposite party No.1, on the other hand, supports the judgments of two Courts below. He submits that from a plain reading of the judgments of two Courts below it would be evident that both the Courts below on due consideration of both oral and documentary evidence including Ext. "Uma-Jha" series arrived at a finding that the plaintiff side has been succeeded to prove his right and title over 2.42 acres of land and the evidence of defendant No.21 is not at all satisfactory, who did not pray for any saham. He finally submits that findings of both the Courts below are, in fact, well founded in law and facts and, as such, the same should not be disturbed.

15. Mr Abdullah to strengthen his submission has relied on the decisions reported in *12 BLC 661, 4 BLC 195, 9 DLR 136, 14 MLR (AD) 11, AIR (2002) (SC) 606, 29 BLD (AD) 43, 56 DLR (AD) 53* and *49 DLR 92.*

16. Now, to deal with the contentions raised by the learned Advocates for the respective parties it would be convenient for me to decide first whether the trial Court as well as the appellate Court below considered the evidence both oral and documentary of the defendant-petitioner (defendant No.21). The cases of the respective parties have been elaborately stated above and need not be repeated here for the purpose of disposing of this rule.

17. As I have already noticed that Sekendar Ali Sikder, the predecessor of the opposite party Nos. 1-4 as plaintiff instituted a suit being Title Suit No.5 of 1990 in the Court of Senior Assistant Judge, Sadar, Barguna for declaration of title of the land as described in Schedule "Ka" to the plaint alternatively recovery of possession and partition of the land as described in Schedule "Kha" to the plaint. At the trial plaintiff side examined as many as 4 witnesses and defendant side examined in all 6 witnesses and both the

sides exhibited a series of documents to prove their respective cases.

18. For an answer to the question raised in this Revision application it is necessary to examine the judgment of the trial Court below. The material portion of the judgment of the trial Court reads as follows:

"নালিশী জমায় বাদীপক্ষ ২.৪২ একর ভূমিতে তাহাদের স্বত্ব দখল প্রমান করিতে সমর্থ হয়েছেন। অপর দিকে ছাহাম প্রার্থী বিবাদীগনও তাহাদের দাবীর সত্যতা প্রমান করিতে সমর্থ হয়েছেন। .....২১ নং বিবাদীর দাখিলী প্রদর্শন নং-ঙ, ঙ(২), চ, ছ-ছ(২), জ-জ(১০), ঝ-ঝ(১৪) পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাইতেছে। লক্ষনীয় যে, বর্তমান মামলায় ১-১১-১২ নং বিবাদীগন বাদীপক্ষের সাক্ষীদেরকে জেরা করে ১নং বিবাদী নিজে জবানবন্দী দেওয়া পরে ইচ্ছাকৃতভাবেই অনুপস্থিত রয়েছেন। ১-১১-১২ নং বিবাদীদের পক্ষে অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বক্তব্য থাকা সত্বেও তাহারা শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দিতা করেন নাই। ২১ নং বিবাদীপক্ষের প্রদত্ত সাক্ষ্য সাবুদও সন্তোষজনক হয় নাই।"

19. It is clear from the above that the trial court considered the evidence both oral and documentary of the defendant No. 21, petitioner. Therefore, Mr MA Awal is not correct in submitting that both the Courts below without deciding anything about declaration of title in respect of 1.16 acres of land mentioned in Schedule "Ka" of the plaint most illegally decreed the suit for partition in respect of total 2.42 acres of land or the Courts below did not utter a single word, discuss, consider and decide anything whatsoever about the evidence both oral and documentary of the defendant No. 21, petitioner.

20. On going through the judgment of the trial Court below, it appears that the trial court after a detailed discussion of the entire evidence and materials on record including the evidence both oral and documentary of the defendant No. 21, petitioner arrived at a finding that the evidence of the defendant No. 21 is not satisfactory, who did not pray for any saham.

21. The Court of appeal below as last Court of fact in its turn after a detailed discussion of the attending circumstances borne out by records held that:

"২১ নং বিবাদী একক ভাবে ৬.৭৫ শতক ভূমি দাবী করিলে ও বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে কোর্ট ফি দাখিলে আলাদা কোন ছাহামের প্রার্থনা করেন নাই। অত্র আপীল মামলায় এই ২১ নং বিবাদীর অনুরুপ ভাবে আলাদা কোন ছাহামের প্রার্থনা করেন নাই এবং বিজ্ঞ সহকারী জজ কর্তৃক প্রদত্ত দেং ৫/৯০ নং মামলায় রায় ও ডিক্রী রদ রহিতের প্রার্থনা করেন মর্মে দেখা যায়। .....এই আপীল কারী পক্ষ বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালতে যেমন তাহার সুনির্দিষ্ট দাবী উল্লেখ পূর্বক কোন ছাহামের প্রার্থনা করেন নাই এবং শুধমাত্র বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে প্রদত্ত রায়ে রদ রহিতের প্রার্থনা করিয়াছেন আইন ও ইকুইটি মতে ২১নং বিবাদীর এই দাবী আদৌ গ্রহনীয় নহে। বিজ্ঞ নিম্ন আদালতে বাদীর মামলাটি ছিল বন্টনের মামলা এবং প্রতিদ্বন্দী বিবাদীপক্ষ সকলেই সুনির্দিষ্ট জমির পরিমান উল্লেখ করিয়া আলাদা ছাহামের প্রার্থনা করেন এবং সহকরী জজ তদ অনুযায়ী বাদীপক্ষ সহ ছাহাম প্রার্থী বিবাদীগন অনুকুলে নির্দিষ্ট পরিমান উল্লেখে যে রায় ও ডিক্রী প্রদান করিয়াছেন এই ২১ নং বিবাদী একটা অস্পষ্ট ও ভেগ দাবীতে এই আপীল মামলা দায়ের করিয়াছেন মর্মে দেখা যায়। কাজেই আপীল কারী পক্ষ প্রার্থিত মতে বা অন্য কোন প্রতিকার পাইতে আইনত হকদার নহে।"

This being the finding of fact based on assessment of the evidence and materials on record. It is needless to say that this Court normally does not interfere into question of fact arrived at by the appellate Court on consideration of the evidence on record. Further, the Court will not help a party who will always sleep over the matter with unclean hands. Therefore, the submission of Mr MA Awal has no leg to stand upon.

22. Having regard to the facts of the case and the reasons given by the Judges of the Courts below, I do not find any ground to differ with the view taken by Courts of facts below. The learned judge of the appellate Court below on the facts of the case and on consideration of the legal position rightly affirmed the judgment of the trial Court. No interference is, therefore, called for.

23. In the result, the Rule is discharged without any order as to cost. The order of stay granted earlier by this Court stands vacated.

Let a copy of the judgment along with the lower Courts record be sent down at once.

Ed.

HIGH COURT DIVISION
(Criminal Appellate Jurisdiction)

Naima Haider J
Zafar Ahmed J

Judgment
June 4th, 2014.

Mostafa Kamal.....
.....Convict appellant

vs

State and others.....
.....Respondents*

Penal Code (XLV of 1860)
Section 167

In order to convict the accused under section 167 of the Code, the prosecution must prove that the accused was entrusted with preparation of the document in question. The prosecution did not produce any document before the Court in order to support the charge. There is no incriminating evidence or circumstances to sustain the conviction under section 167 of the Code. .....(54)

Prevention of Corruption Act (II of 1947)
Section 5(1)
Penal Code (XLV of 1860)
Sections 161and 167

Criminal misconduct—Section 5(1) of the Act defines criminal misconduct. Charge does not refer to misappropriation of money, but the words "above mentioned acts" contained in the charge necessarily imply the offence of criminal breach of trust. The charge specifically refers to the offences under sections 161 and 167 of the Penal Code. .....(56)

Falsus in uno, falsu in omnibus

The admixture of falsehood in the evidence relating to direct demand of money by the appellant is of such nature that it is impossible for us to separate the grains of truth from the mass of chaff. The maxim *"Falsus in uno, falsu in omnibus"* meaning "false in one thing false in everything" although not a rule of law but merely a rule of caution, applies to the case and therefore, we reject the entire evidence of PWs on this point. .....(50)

Penal Code (XLV of 1860)
Section 405 and 409

The word 'entrustment' is not necessarily a term of law and may have different implications in different context. Once entrustment is proved, it is for the accused to explain as to how he dealt with money. If explanation is not acceptable, the offence under section 409 stands proved. .....(30)

*Criminal Appeal No. 7 of 2014.

Editor's Note: Against the judgment and order of acquittal of the High Court Division the complainant filed Criminal Miscellaneous Petition No. 334 of 2014. On 15-6-2014 before the Hon'ble Appellate Division, after hearing the parties Hon'ble Appellate Division passed the following Order.

> **"On the prayer of the learned counsel appearing on behalf of the petitioner, the State is restrained to allow the respondent No. 1 Mostafa Kamal to join his job in pursuant to the Order dated 4-6-2014 passed by the High Court Division in Criminal Appeal No. 7 of 2014, till hearing of the leave petition"**

Against the judgment and order of acquittal of the High Court Division, the Durnity Daman Commission preferred Criminal Petition No. 546 of 2014. Before the Hon'ble Appellate Division. **Both the petition pending for hearing before the Hon'ble Appellate Division.**

Penal Code (XLV of 1860)
Section 409

Principle of vicarious liability cannot be imported in a charge for offence of criminal breach of trust. .....(39)

State vs Abu Raza 18 DLR (SC) 512; Maheshwar Bhanja vs State, 26 Cut. LT 210: ILR (1960) 5 Cut. 143; Jethasur Surangbhai vs State of Gujarat, AIR 1984 SC 151; V Ramashankar Patnaik vs State of Orissa, (1988) 3 Crimes 526 (Ori); Roshan Lal vs State of J & K, AIR 1983 SC 631; Rama Rao vs Sub-Inspector of Police, Kolabasti Station, 1937 MWN 566 and Bhagat Ram vs State of Rajasthan, AIR 1972 SC 1502 ref.

Rokanuddin Mahmud, Abdul Matin Khasru, ASM Abdul Mobin, and Sheikh Fazle Noor Taposh, Advocates—For the Appellant.

Md Khurshid Alam Khan, Advocate—For the Respondent No. 2.

Md Faisal Hossain Khan and Moin Uddin, Advocates —For the Respondent No. 3

Md Khurshedul Alam, DAG with M. Masud Alam Chowdhury, AAG and Abdur Rakib, AAG—For the State.

Judgment

Zafar Ahmed J: This appeal, under section 10 of the Criminal Law Amendment Act, 1958, at the instance of the convict-appellant namely, Mostafa Kamal, is directed against judgment and order of conviction and sentence dated 19-12-2013 passed by the learned Special Judge, 3rd Court, Dhaka in Special Case No. 1 of 2010 arising out of Petition Case No. 3795 of 2003 convicting the appellant under section 409 of the Penal Code and sentencing him to suffer imprisonment for life and to pay a fine of Taka 30,00,000 and in default, to suffer imprisonment for further period of 1 (one) year and also convicting him under sections 161 and 167 of the Penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 and sentencing him to suffer rigorous imprisonment for 5 (five) years.

2. This Court vide order dated 22-1-2014 granted bail to the appellant till disposal of the appeal. Against the said order both the respondent Nos. 2 and 3 preferred two separate appeals being Criminal Petition for Leave to Appeal Nos. 29 of 2014 and 36 of 2014 respectively and the Appellate Division vide order dated 11-3-2014 set-aside the interim order of bail and directed the appellant Mostafa Kamal to surrender before the court below within 2(two) weeks from date. The learned Advocate for the appellant informs us that the appellant has surrendered before the court below and now he is in jail. The Appellate Division further ordered, "Let this appeal be heard and disposed of by the High Court Division as early as possible preferably within 6(six) months from date... The parties, if so advised, may take steps for disposal of the said Appeal without taking any adjournment".

3. The matter came up in the daily cause list on 8-5-2014 for hearing. Upon prayer of the learned Deputy Attorney-General the hearing was adjourned till 20-5-2014 and it was ordered that no further prayer for adjournment would be allowed.

4. Facts, relevant for disposal of the appeal, are that on 20-11-2003 the respondent No. 3 Md. Salah Uddin Ahmed filed a petition of complaint under sections 426, 500, 505 and 506 of the Penal code against the accused-appellant before the Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka stating that he is a reputed businessman having many business establishments. He is the proprietor of SA Paribahan and he has business offices in almost every district of the country.

5. On 22-12-2002 the complainant along

with one Mahbub Alam Raju and two female members of his family were travelling by road to go to his business office at Sreemangal, Moulavi Bazar and Sylhet with a view to settle annual accounts, pay various debts and to make renovations to his aforesaid business offices and for this purposes he was carrying Taka 20 lakh in cash. In the course of journey when he reached a point near Madhabpur Police Station under Habigonj district at about 8-00 PM, he was stopped by the Joint force which was on duty there and was questioned about the money by an Army Officer. The complainant was advised by the said officer to make a GD entry with Madhabpur Police Station about the money he was carrying for his safety, security and protection. When the complainant went to Madhabpur police station for making a GD entry, the Officer-in-Charge (OC) of the police station informed the matter to the appellant, who was then the Superintendent of Police (SP) of Habigonj, over telephone and the latter ordered the OC not to allow the complainant to leave the police station and to put him in Thana lock-up showing him arrested. The said order was carried out accordingly. On 26-1-2003 the accused-appellant made a proposal to the high officials of the complainant's business enterprise that in order to free the complainant they would have to pay him a sum of Taka 50 lakh including Taka 20 lakh which has been taken away and seized by police. The complainant rejected the proposal and as a result he was implicated in false criminal cases and in addition thereto, upon the report of the accused-appellant, the complainant was put under detention under the Special Powers Act, 1974. The complainant was eventually released from the said criminal cases including the detention case through legal battle in courts.

6. Upon receipt of the petition of complaint, learned Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka examined the complainant on oath and sent the case to the Metropolitan Magistrate for judicial inquiry who conducted the inquiry and on 15-1-2004 sent the report to the Chief Metropolitan Magistrate, Dhaka that allegations under sections 220,166,167,161,500 and 501 of the Penal Code are *prima facie* proved against the accused-appellant and Wahed Mia, the then Sub-Inspector of Police, Detective Branch (DB) of Habigonj. The Chief Metropolitan Magistrate sent the case records to Metropolitan Sessions Judge, Dhaka on 14-2-2004 and the case was registered as Metro Special case No. 39 of 2004. On 29-2-2004, the Metropolitan Sessions Judge took cognizance of the offence against the accused appellant and Wahed Mia under section 409 of the Penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption act, 1947.

7. Since accused are public servants, the Metropolitan Sessions Judge, who is ex-officio Metropolitan Senior Special Judge, wrote a letter to the Government for giving sanction to prosecute the accused, but the same was refused. Challenging the same the complainant filed Writ Petition No. 4256 of 2004 and vide judgment and order dated 23-3-2005 Rule was made absolute in part and the court below was directed to proceed with the case in accordance with law. On appeal by the present appellant and others, the Appellate Division in Civil Appeal No. 139-140 of 2006 vide judgment and order dated 23-8-2009, dismissed the appeal and upheld judgment and order passed by the High Court Division. Subsequent events show that the learned Metropolitan Sessions Judge, Dhaka by order dated 23-11-2009 transferred the record of the case to the Special Judge, Court No. 3, Dhaka for trial and the case was registered as Special Case No. 1 of 2010.

8. The learned Special Judge on 4-4-2010 framed charge against the appellant for the offence punishable under sections 409, 161 and 167 of the Penal Code read with section 5(2) of Act, 1947 and against the co-accused Wahed Mia under sections 161 and 167 of the Penal Code read with section 5(2) of Act, 1947. Both the

accused pleaded not guilty to the charges.

9. The prosecution examined 5 witnesses (PW) to prove the case who were cross-examined by the defence. The Defence did not examine any witness, but at the time of examination under section 342 of the Code of Criminal Procedure (CrPC) they submitted documents in the court. The appellant also submitted a written statement. Upon conclusion of the trial the learned Special Judge pronounced the verdict finding the appellant guilty of the charges while acquitting the co-accused.

10. PW 1 is the respondent No.3 Salah Uddin Ahmed. He deposed that he is the owner of SA Paribahan. He has office in every district. On 22-12-2002 at about 8-00 PM the Joint Force stopped his jeep near Madhabpur police station. He was carrying Taka 20 lakh in cash for payment of outstanding of Sreemongal and Sylhet office. He was advised by an army officer to file a GD with Madhadpur police station regarding the money for security purpose. When PW 1 went to the police station with the money, the appellant, the then Superintendent of Police of Habigonj, instructed the OC over telephone not to let PW 1 go away and to detain him and implicate him in criminal cases. PW 1 was detained at police station. PW 1 deposited Taka 20 lakh with the OC of the police station. In the morning of 23-12-2002 PW 1 requested the OC to return him Taka 20 lakh , but the OC replied that the appellant had instructed him not to return the same to PW 1. On 23-12-2002 PW 1 was forwarded to the Court and upon prayer of police the Court granted one day remand of PW 1 in police custody. Police kept the money. Co-accused Wahed Mia was given the charge of investigation of the case. He told PW 1 to give Taka 20 lakh to him and further demanded Taka 30 lakh from him. PW 1 rejected the proposal and as a result 3 (three) criminal cases were filed against him. After the remand PW 1 was taken to the appellant's office and the conversation with the appellant indicated that the appellant's men demanded money from PW 1.

11. PW 1 further deposed that being instructed by the appellant, co-accused Wahed Mia went to the office of SA Paribahan at 22/24 Kakrail, Dhaka and told the officers of SA Paribahan namely Abul Hashem (PW 3), A. Salam (PW 2) and Cash Manager (PW 4) that the appellant had demanded Taka 50 lakh. Thereafter, on 26-1-2003 the General Manager of SA Paribahan A. Salam, Advocate Yousuf Harun and relatives of PW 1 met the appellant at his office at Habigonj. The appellant told them that unless Taka 50 lakh are given, PW 1 would not be released. They met PW 1at the jail gate and sought his permission to give Taka 30 lakh , but he refused. On 29-1-2003 the appellant sent a false report on PW 1 to the Ministry of Home Affairs. The appellant proposed to put him under detention and after 21 days PW 1 was given detention.

12. In cross-examination by the co-accused Wahed this PW stated that as per the court's order dated 31-7-2007 he received Taka 20 lakh on 23-5-2010. In cross-examination by the appellant PW 1 stated that on the date of occurrence the appellant was not present there. The OC acted as per direction of the appellant given over telephone.

13. PW 2 A. Salam who is the General Manager of SA Paribahan deposed that upon hearing the incident over telephone he went to Madhabpur police station on 23-12-2002 and met the OC who told him that as per direction of the appellant a case has been filed against Salah Uddin (PW 1). OC further told him that if PW 1 leaves Taka 20 lacks then he would be released. He met PW 1 at Thana lock up and heard the incident. He stayed at Habigonj for 3/4 days. On 29-12-2002 he returned to Dhaka. On 30-12-2002 co-accused Wahed met him at his office. Other members of staff including Cash Manager Nannu (PW 4) were also present at his office. Wahed told him that he had been sent by the appellant. He

enquired about Taka 20 lakh . He said that PW 1's Taka 20 lakhs have been kept with them and told this PW to give the appellant Taka 30 lakh more, otherwise more case would be filed. On 31-12-2002. Advisor Yousuf Harun, Abul Hashem (PW 3) and he met PW 1 at the jail gate and informed him that Wahed told them that the appellant demanded Taka 50 lakh. PW 1 rejected the proposal. After 11 days two more cases were filed against PW 1. Thereafter, Advisor Yousuf Harun, Abul Hashem (PW 3) and he met the appellant at his office and requested him to release him of the cases. The appellant told them that he sent Wahed to them, but they did not agree. He demanded Taka 30 lakh and said that he would not proceed with any case. After the meeting they went to Habigonj jail and told PW 1 about the proposal of the appellant. PW 1 became very angry and rejected the proposal.

14. PW 3 is Abul Hashem. He deposed that he is a close friend of PW 1. He is the accountant of SA Paribahan. He is also a surveyor and holds a license. He is engaged in independent business. On 24-12-2002 he heard that PW 1 had been detained by police on the way to Sylhet. On 25-12-2012 he along with others went to Habigonj and met the OC of Madhabpur police station and sought permission to see PW 1. The OC told him that PW 1 is being detained at Thana. The appellant had instructed him not to release him. Then the OC told him that if Taka 50 lakh are given to the appellant there would be no complication. Then PW 3 and others met PW 1 and informed him of the situation. PW 1 rejected the proposal. In the morning of 26-12-2002 he and others met the appellant at his office at Habigonj. The appellant told them that Salah Uddin (PW 1) is a rich man. He demanded Taka 50 lakh to settle the matter, otherwise PW 1 would not be released. In that night he met PW 1 at Madhabpur police station and informed him of the discussion that had taken place with the appellant. PW 1 again refused the proposal. Then he returned to Dhaka. On 30-12-2002 he went to the office of SA Paribahan at 22/24 Kakrail, Dhaka. He entered the office room and found a person sitting there. He identified himself as SI Wahed Mia. He said that he had been sent by the appellant for investigation and asked this witness about PW 1. He then told the witness that the appellant had said that Taka 20 lakh are already there and asked them to manage Taka 30 lakh more and to see the appellant if they want to release PW 1. Otherwise more cases would be filed against PW 1 and all his business enterprises would be shut down. When this PW and Wahed Mia finished the conversation GM of SA Paribahan Salam (PW 2) entered the room. Then they went to the office room of the GM Cash Manager Nannu (PW 4) and Branch Manager Ruhul Amin (PW 5) were called upon there and they had tea. In front of them Wahed Mia reiterated his earlier statement.

15. On the next day i.e., on 31-12-2002 this PW, GM Salam (PW 3) and advisor Yousuf Harun went to Habigonj and met the appellant. The appellant reiterated his earlier position and demanded Taka 50 lakh, otherwise the case would not be withdrawn and new cases would be filed against him (referring to PW 1) and he would be put in detention.

16. PW 4 is Md Shafiqul Islam Nannu who is the Cash Manager of SA Paribahan. He deposed that on 22-12-2002 PW 1 took Taka 20 lakh from him for payment of bills and development work of SA Paribahan offices at Sylhet, Sreemongal and Moulavi Bazar, which was deposited with him earlier. On 23-12-2002 he heard that PW 1 had been detained at Madhabpur police station. In the evening of 25-12-2002 he alongwith A. Hashem (PW 3), Karim and Ruhul Amin (PW 5) met the OC of Madhabpur police station at the Thana. The OC told them that PW 1 had been detained as per order of the appellant. Upon enquiry, the OC further told them that the appellant had demanded Taka 50 lakh . Taka 20 lakh are already lying with

the police station and the OC told them to bring Taka 30 lakh and see the appellant. In order to verify the truth, on the next day i.e., on 26-12-2002 they met the appellant at his office. At the meeting the appellant asked them whether the OC had said to him anything. He replied that the OC told him to give Taka 50 lakh to the appellant and he had come to see him to verify the truth of that. The appellant said that Taka 20 lakh are lying with the Thana and told him to see him with Taka 30 lakh. On that day this PW met PW 1 at Madhabpur police station and told him about the money demanded by the appellant. PW 1 rejected the proposal. Thereafter, they returned to Dhaka.

17. On 30-12-2002 Wahed Mia came to the cash office and identified himself as DB personnel. He said that he had been sent by the appellant. He was taken to the office room of GM Salam (PW 2). In presence of this PW, Ruhul Amin (PW 5), Hashem (PW 3) and GM (PW 2) Wahed told them that Taka 20 lakh are there and further told them to give Taka 30 lakh to the appellant.

18. PW 5 Ruhul Amin who is the Branch Manager, Parcel Service, SA Paribahan, Mirpur, Dhaka. He deposed that on 24-12-2002 he heard that PW 1 had been detained at Madhabpur police station. On 25-12-2002 this PW and Hashem (PW 3), Shafiqul Islam Nannu (PW 4) and A. Karim went to Madhabpur police station and met the OC there. The OC told them that PW 1 had been detained as per order of the appellant and further told them to see the appellant and settle the matter. Upon query the OC told them that Taka 20 lakh are deposited with the Thana and asked them to collect Taka 30 lakh more and get PW 1 released. He said that the appellant had given him this instruction. On 26-12-2002 this PW, Hashem (PW 3), Nannu (PW 4) and one Karim met the appellant at his office who told them to get PW 1 released by giving Taka 50 lakh , otherwise more cases would be filed against him. On 30-12-2002 when this PW went to Kakrail office he learnt that Wahed, an SI of DB had come there to investigate the case. In presence of this PW, G.M. Salam (PW 2), Shafiqul Islam Nannu (PW 4) and Abul Hashem (PW 3) Wahed said that he had come as per order of the appellant. He further said that Taka 20 lakh are being deposited at the Thana and it is the order of the appellant to get Taka 30 lakh more and then PW 1 would be released; otherwise more cases would be filed. After the meeting when Wahed was departing G.M. Salam put money into Wahed's pocket.

19. All the PWs were extensively cross-examined both by the appellant and co-accused Wahed. The PWs denied the suggestions that the depositions are false.

20. It may be mentioned here the learned Magistrate, in judicial enquiry, examined 4 witnesses. Out of 4 witnesses 3 witnesses (PW Nos. 1-3) deposed during the trial. Another witness namely Md Yousuf Harun, who deposed before the Magistrate, was not called by the prosecution to give evidence during the trial.

21. During the trial the prosecution adduced series of documentary evidence. The appellant also submitted documents in support of the defence during his examination under section 342 of CrPC These documents would be referred to and discussed in due course of time.

22. Now, we turn to discussion on the charges brought against the accused-appellant.

23. <u>Charge under section 409 of the Penal Code</u>

Neither in the petition of complaint nor in the judicial enquiry report section 409 of the Penal Code was mentioned. In the charge it has been stated that between the period from 22-12-2002 to 2-1-2003 the appellant using his authority with an ulterior motive to grab illegally kept Taka 20 lakh in his custody and thus, committed the offence.

For ready reference section 409 is quoted

below:

> 409. Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property in his capacity of a public servant or in the way of his business as a banker, merchant, factor, broker, attorney or agent, commits criminal breach of trust in respect of that property, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

24. Mr Rokanuddin Mahmud, the learned Advocate for the appellant, appearing with Mr ASM Abdul Mobin, the learned Advocate, submits that the evidence, both oral and documentary, do not substantiate the charge in relation to the criminal breach of trust. In support of the argument Mr Mahmud draws our attention to the deposition of PW 1 (the complainant), the statement of the appellant made under section 342 of CrPC and the findings of the trial court.

25. PW 1 deposed that when he went to Madhabpur police station to file the GD on 22-12-2002 he had kept Taka 20,00,000 with the OC On 23-12-2002 when PW 1 asked the OC to return the money, he told PW 1 that the money could not be returned as the appellant instructed him not to return the same. It transpires from the evidence of PW 1 that upon an order of the Court he received Taka 20 lakhs on 23-5-2010.

26. The appellant in a written statement submitted during examination under section 342 of CrPC stated that pursuant to a GD entry No. 647 dated 22-12-2002 Shaymol Kanti Das the sub-inspector of police of Madhabpur police station prepared the seizure list dated 22-12-2002 in which Taka 20,00,000 was shown as seized article (Exhibit-G). On 23-12-2002 the said Shaymol Kanti Das as informant lodged an FIR being Madhabpur police station case No. 31 dated 23-12-2002 against PW 1 and others under sections 19-6(ka) and 21 of the Narcotics Control Act, 1990 (Exhibit-H). On 23-12-2002 all the accused were forwarded to the learned Court with a forwarding report (Exhibit-I) in which there was reference of the money. The money was deposited with treasury vide a chalan.

27. At the outset it should be pointed out that the appellant would not be absolved of the liability under section 409 of the Penal Code by the mere fact the money was refunded to PW 1. If offence is committed refund of sum embezzled is of no consequence. Having said that we are required to examine whether the prosecution has been able to prove the charge against appellant under section 409 of the Penal Code.

28. It appears from the seizure list dated 22-12-2002 prepared by SI Shaymol Kanti Das (Exhibit-G) that on 22-12-2002 at 9-35 PM Taka 20,00,000 and other articles were seized in connection with a GD entry No. 647 dated 22-12-2002 from a temporary army camp situated at Sayed Sayed Uddin Degree College under Madhabpur police station on Dhaka-Sylhet highway. It further appears from the FIR of Madhabpur police station case No. 31 dated 23-12-2002 lodged against the PW 1 and others under the Narcotics Control Act, 1990 (Exhibit-H) that SI Shaymol Kanti Das is the informant. The FIR was lodged at 1-5 AM on 23-12-2002. The date and time of occurrence was shown as 22-12-2002, 9-30 PM. and place of occurrence was shown as Dhaka-Sylhet highway in front of Sayed Sayed Uddin Degree College. In the said FIR there is a description of articles seized in connection with the case which includes Taka 20 lakh. The accused persons in the said case including PW 1 were forwarded to the learned Magistrate on 23-12-2002. In the forwarding report there was reference of the money. The learned Magistrate in orders dated 26-12-2002 and 29-12-2002

(Exhibit-I) referred to the money. The money was entered into the Court Malkhana Registrar in connection with the case and thereafter, admittedly the money was deposited in the treasury on 12-1-2003. We note that in relation to Taka 20 lakh the co-accused SI Wahed Mia lodged an FIR being Madhabpur police station case No. 5 dated 3-1-2003 against the PW 1 and another under section 25B of the Special Powers Act, 1974.

29. So, the admitted position is that Taka 20 lakh were seized by SI Shaymol Kanti Das on 22-12-2002 and a seizure list was prepared. The money was registered with the Court Malkhana Registrar and on 12-1-2003 the same was deposited in the treasury. Neither the SI Shaymol Kanti Das nor the OC of Madhabpur police station attempted to hide the fact regarding the seizure of the money. They reported the matter to the Magistrate. On 3-1-2003 specific case was filed in relation to the money. PW 1 deposed that the money was seized as per order of the appellant. The learned Special judge observed that with a view to misappropriate the money the appellant did not send the money to the court on the next day alongwith the FIR and illegally retained the same till 12-1-2003 and thus, committed criminal breach of trust.

30. The offence of criminal breach of trust has been defined in section 405 of the Penal Code. To establish a charge under the section, the fact of entrustment of the property upon the accused must be established by the prosecution. The word 'entrustment' is not necessarily a term of law and may have different implications in different context. In *V Ramashankar Patnaik vs State of Orissa, (1988) 3 Crimes 526 (Ori)* it has been held that once entrustment is proved, it is for the accused to explain as to how he dealt with money. If explanation is not acceptable, the offence under section 409 stands proved.

31. PW 1 categorically deposed that that he deposited Taka 20 lakh with the OC on 22-12-2002 and when PW 1 was about to depart the appellant instructed the OC over telephone not to return the money to PW 1. On 23-12-2002 when PW 1 asked the OC to return him the money, he (OC) told him that the appellant instructed him not to return the same. But the documentary evidence i.e., the seizure list (Exhibit-G) and FIR (Exhibit-H) do not support PW 1 and give a different version of the event. Now, the question is whether in the facts and circumstances of the case the prosecution could successfully establish that the appellant was entrusted with the money. The answer is 'no'. Because PW 1 did not deposit the money with the appellant. The seizure list in which Taka 20 lakh were shown to have been seized was not prepared by the appellant. There is no evidence that the same was prepared at his order.

32. The learned Special judge found that the money was seized at the order of the appellant with a view to misappropriate the same and the money was deposited with the treasury after 20 days and as such illegal retention of the money by the appellant for 20 days amounts to criminal breach of trust. The court below relied on the ratio of *State vs Abu Raza 18 DLR (SC) 512.* In that case, the accused, who was the Superintendent of the then East Pakistan Government Press at Dhaka, received the sale proceeds of Taka 4,200 sold out in an auction sale on 31-1-1954 which was Sunday and gave a Kaccha receipt and thereafter, deposited the sale proceed of Taka 4,200 on 23-3-1954 in the treasury. No entry of the sale or of the receipt of the money was made in any of the official records except, in a 'suspense account' on some loose papers. The judgment was delivered by Muhammad Munir CJ who observed, "If the respondent could wait for almost a week after having accepted the tender he could equally well have waited for another day to complete the transaction on a working day when the delivery could have been made in the presence of the Store-keeper, necessary entries made in the official registers

and the money deposited in the Treasury. There is also no explanation of why the delivery was made before full payment had been received". Having made the aforesaid observations his Lordships then laid down the ratio of the case, "In a case like this it is not, and has never been understood to be, the duty of the prosecution to prove by evidence that the money received by the accused was actually converted to his own use; it is sufficient if the Government was deprived of the use of the money for an unexplained period, it being presumed in such a case that the accused had applied this money to his personal needs". The facts and circumstances of the instant case are quite different from those of *State vs Abu Raza* in that in the present case the appellant was never entrusted with the money and as such the ratio of the case does not apply to the instant case.

33. Mr Khurshid Alam Khan, the learned Advocate for the ACC, vehemently argues that PW 1 categorically deposed that the money was seized as per order of the appellant. PW 1 and other PWs also deposed that the appellant demanded Taka 50 lakh from PW 1 and others which include Taka 20 lakh already deposited with the police station. When the demand was not met, 3(three) criminal cases were filed against the PW 1 at the instructions of the appellant and he was put in detention under the Special Powers Act, 1974 at the instance of the appellant to create pressure upon the PW 1 to meet his demand. The learned Advocate submits that the appellant was the Superintendent of Police (SP) of Hobiganj district and as such all the events took place with his consent, approval and instructions. The appellant had a dishonest intention from very beginning which can be inferred from the circumstances as it cannot be proved directly. In support of the argument the learned Advocate refers to paragraph 17 at page 4056 of Dr Hari Singh Gour's Penal Law of India 11th edition, Vol. IV which states that dishonest intention must be inferred from circumstances as it cannot be proved directly *(Maheshwar Bhanja vs State, 26 Cut. LT 210: I.LR (1960) 5 Cut. 143).*

34. Mr Khan next refers to section 106 of the Evidence Act, 1872 which states, "When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him". Mr Khan submits that the appellant acted in personal capacity in demanding the bribe, but filing criminal cases against PW 1 and retention of money were done in official capacity and as such the appellant being the highest police officer of Hobiganj district failed to give reasonable explanation regarding the money which was seized on 22-12-2002 and deposited with the Treasury after long 20 days on 12-1-2003 by the officers of Madhabpur police station which is under direct control and supervision of the appellant. He submits that the explanation given by the appellant rather supports the prosecution case.

35. The learned Deputy Attorney-General adopts the submission of Mr Khurshid Alam Khan.

36. Both Mr Khan and the Special Judge did not mention the principle of vicarious liability. However, it appears to us that the court below imported the principle in finding guilt of the appellant under section 409 of the Penal Code.

37. In *Jethasur Surangbhai vs State of Gujarat, AIR 1984 SC 151* a charge under section 120-B of the Penal Code was framed against all the accused into a conspiracy to commit criminal breach of trust of a Co-operative Society of which the appellant was the Chairman. The charge of conspiracy failed and the Sessions Judge acquitted all the accused except A-3 who was convicted under section 408 of the Penal Code. The High Court convicted the appellant under section 408 read with section 109 and also under sections 471 and 467 read with section 109 of the Penal Code. The only ground on the basis of which the High Court had convicted the appellant was that, as he

was the Chairman of the Managing Committee, he should be held to be vicariously liable for any order given or misappropriation committed by the other accused. The Indian Supreme Court held that in a criminal case of such a serious nature mens rea could not be excluded and once the charge of conspiracy failed, the onus lay on the prosecution to prove affirmatively that the appellant was directly and personally connected with the acts or omissions pertaining to the items concerned. In the absence of a charge of conspiracy the mere fact that the appellant happened to be Chairman of the Committee would not make him criminally liable in a vicarious sense.

38. In *Roshan Lal vs State of J & K, AIR 1983 SC 631* a tourist clerk in a Dak Bungalow was charged for committing criminal breach of trust in respect of money collected from the tourists staying there and misappropriated the same. The Indian Supreme Court held that since it was not proved that the money was ever entrusted to him by the Choukidar who used to collect the money, the conviction of the accused under section 409 was illegal.

39. The conclusion that can be derived from the above cases is that the principle of vicarious liability cannot be imported in a charge for offence of criminal breach of trust. There is no evidence that the appellant was ever entrusted with the money. Therefore, we do not find any substance in the submissions of Mr Khan that since the appellant gave the order to seize the money and he holds the highest office in police department of the district, he is criminally liable for the alleged breach of trust.

40. Now, we turn to the next argument of Mr Khan that admittedly the money was retained for 20 days and the explanation given by the appellant is not satisfactory, rather it supports the prosecution case. We have already discussed in details the explanation of the appellant. The essence of the explanation is that the money and other articles were seized on 22-12-2002. The fact of seizure of money was reported to the Magistrate on the next day which is evident from orders passed by him. The money was registered with the Court Malkhana Registrar and finally, on 12-1-2003 the same was deposited with the Treasury. The fact of seizure of money was never hidden from the Court. In *Rama Rao vs Sub-Inspector of Police, Kolabasti Station, 1937 MWN 566* it was held that mere proof of a false entries is not enough to prove misappropriation. There must be further evidence to prove that the accused attempted to suppress all traces of his embezzlement by manipulation of accounts or evidence of circumstances of the accused which would render a case of misappropriation probable. In the instant case we find the explanation given by the appellant reasonable. We have already held that the prosecution has failed to prove that the appellant was entrusted with the money.

41. For the reasons discussed above we hold that the prosecution has failed to bring home the charge under section 409 of the Penal Code against the appellant and therefore, the appellant is acquitted of the charge under section 409 of the Penal Code.

42. Charge under section 161 of the Penal Code

Both the appellant and Wahed Mia were charged under section 161 of the Penal Code. It was stated in the charge that between the periods from 22-12-2002 to 2-1-2003 the appellant demanded gratification of Taka 50 lakh through Wahed Mia at the complainant's office situated at 22-24 Kakrail, Dhaka.

Section 161 runs thus:

> 161. Whoever, being or expecting to be a public servant, accepts or obtains, or agrees to accept, or attempts to obtain from any person, for himself or for any other person, any gratification whatever, other than legal remunera-

tion, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act or for showing or forbearing to show, in the exercise of his official functions, favour or disfavour to any person, or for rendering or attempting to render any service or disservice to any person, with the Government or Legislature or with any public servant, as such, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

43. In the complaint petition the place of occurrence was shown was 22-24, Kakrail, Dhaka and the dates of occurrence were shown as 22-12-2002, 26-1-2003, 29-1-2003 and 29-9-2003. It was alleged in the petition of complaint that the appellant on 26-1-2203 demanded money from the high officials of SA Paribahan. Nowhere in the said petition was it alleged that the appellant demanded money through SI Wahed Mia.

44. PW 2 deposed that PW 4 was present in his chambers on 30-12-2002 at Kakrail, Dhaka when Wahed Mia mentioned about demand of money by the appellant. PW 4 deposed that PW Nos. 3-5 and he were also present there. PW Nos. 3 and 5 supported PW 4 on this piece of evidence. According to PW 5, PW 2 put money into the pocket of Wahed Mia, but PW 2 did not make such statement. According to PW 4, prior to entering into the chambers of PW 2, Abul Hashem (PW 3), Ruhul Amin (PW 5) and he sat at the chambers of Yousuf Harun, but this evidence was not corroborated by PW 3. We find that PWs 2-5 deviated from the petition of complaint as to date of occurrence. We also find inconsistencies, discrepancies and admixture of falsehood in the evidence of the PWs on material particulars. Even if we consider the evidence of PWs regarding demand of money by the appellant through Wahed Mia question remains whether Wahed Mia was telling the truth. In other words whether the contents of statements of Wahed Mia regarding demand of money by the appellant as narrated by the witnesses can be considered to uphold the conviction of the appellant for the offence under section 161 of the Penal Code when Wahed Mia was acquitted of the charge. In the case of *Bhagat Ram vs State of Rajasthan, AIR 1972 SC 1502* it was held, "The case set up by the prosecution is that Bhagat Ram attempted to obtain illegal gratification from Niranjan Dass through the instrumentality of Ram Swaroop. In view of the acquittal of Ram Swaroop, it is not possible to maintain the conviction of Bhagat Ram. ... The case, in the circumstances, against Bhagat Ram for asking for bribe through Ram Swaroop must consequently fail" (para 17). In view of this decision we hold that since Wahed Mia has been acquitted of the charge, the charge against the appellant regarding demand of bribe through him must fail and it is not legally possible to convict the appellant on this charge.

45. It appears from the evidence of PWs that apart from giving evidence regarding demand of bribe by the appellant through Wahed Mia, they also deposed that the appellant directly demanded money from some of the PWs. PW 1 deposed that on 23-12-2002 he was forwarded to the Court and was given one day remand in police custody. After the remand, he was taken to the office of the appellant and at one stage he indicated that his men demanded money from this PW. This evidence of PW 1 has not been corroborated by other evidence. Neither in the complaint petition nor in the statement made before the Magistrate during the judicial enquiry PW 1 made such statements.

46. According to PW Nos. 3-5, on 26-12-2002 they and one A Karim Patwari, a friend of PW 3 who has not been examined, met the appellant at his office and he demanded Taka 50 lakh from them to release PW 1.

47. According to the statements of Abul Hashem (PW 3) made before the judicial enquiry he did not meet the appellant on 26-12-2002, rather he met the appellant after 20-1-2003. PW

Nos. 4 and 5 were not examined by the Magistrate during judicial enquiry.

48. PW 3 deposed that on 31-12-2002 PW 2, Yousuf Harun and he met the appellant at Hobiganj and the appellant demanded Taka 50 lakh from them. This piece of evidence was not corroborated by PW 2. According to PW 2 they (PW Nos. 2, 3 and Yousuf Harun) met PW 1 at Hobiganj jail gate on 31-12-2002 and after 11 days they met the appellant at his office. This piece of evidence of PW 2 has not been corroborated by PW 3.

49. Mr ASM Abdul Mobin, the learned Advocate for the appellant, submits that the evidence of PWs about meeting the appellant on 26-12-2002, 31-12-2002 and subsequently on another day at Hobiganj and demand of money by the appellant have been introduced for the first time and are products of afterthought to make the prosecution story probable. It was never the prosecution case that the appellant directly demanded money at Hobiganj from the witnesses. The formal charge refers to demand of money by the appellant through Wahed Mia at Kakrail, Dhaka. So, the PWs have introduced a new story for the first time which was absent in the original version of the prosecution case and thus, the evidence of PWs regarding demand of money by the appellant from at Hobiganj are totally unreliable. The non-corroboration of evidence of PWs by each other and the inconsistencies in the same make the prosecution case shaky and the possibility of concoction cannot be ruled out when admittedly PW Nos. 2-5 are employees of PW 1.

50. After careful examination of the evidence we find substance in the above mentioned argument of the learned Advocate for the appellant. The admixture of falsehood in the evidence relating to direct demand of money by the appellant is of such nature that it is impossible for us to separate the grains of truth from the mass of chaff. The maxim "Falsus in uno, falsu in omnibus" meaning "false in one thing false in everything" although not a Rule of Law but merely a Rule of Caution, in our view, applies to the instant case and therefore, we reject the entire evidence of PWs on this point.

51. The learned Advocate refers to section 225 of CrPC which deals with effect of error in the charge and submits that the omission of the particulars of the events regarding direct demand of money by the appellant at Hobiganj in the charge is material in that the appellant was misled by such omission which has occasioned a failure of justice. We find substance in the argument. PW1 categorically stated that he has shown the place of occurrence at Kakrail, Dhaka (....ঘটনাস্থল মাধবপুর, হবিগঞ্জ দেখাইনি ঠিক আছে। ঘটনা দেখাইছি ২২/২৪ কাকরাইল, ঢাকা। কাকরাইলেও ঘটনা ঘটেছে। এখানেও আসামী টাকা চেয়েছে।) So, undoubtedly the appellant has been prejudiced in his defence which is not curable under section 537 of the Penal Code.

52. In view of the above discussions, we hold that the conviction of the appellant under section 161 of the Penal Code must fail and accordingly, the appellant is acquitted of the charge under section 161 of the Penal Code.

53. <u>Charge under section 167 of the Penal Code</u>

The charge does not contain any particular document. It only mentions about filing false criminal cases against the complainant without giving any details of those.

Section 167 runs thus:

> 167. Whoever, being a public servant, and being, as such public servant, charged with the preparation or translation of any document, frames or translates that document in a manner which he knows or believes to be incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with

imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

54. PW 1 stated in deposition that on 29-1-2003 the appellant sent a report to the Ministry of Home Affairs containing false information. In the said report it was stated that 14 criminal cases are pending against this PW, which according to PW 1 are false. This document was not produced by the prosecution before the Court. During the examination of the appellant under section 342 of CrPC his attention was not drawn to this piece of evidence. However, it was stated during the examination of the accused that "আপনার নির্দেশে বাদীর বিরুদ্ধে ১৪টি মিথ্যা মামলা করে। ...এরপরে আপনি বাদীর প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতিবেদন দিয়ে বাদীর পত্রিকার ডিক্লারেশন বন্ধ করে দেন।" PW 1 in deposition categorically stated that "...এস পির প্ররোচনায় এস বি মিথ্যা প্রতিবেদন দেয়ার কারনে আমার পত্রিকার ডিক্লারেশ বন্ধ হয়।" This report was not produced by the prosecution before the Court. In order to convict the accused under section 167 of the Penal Code the prosecution must prove that the accused was entrusted with preparation of the document in question. In the instant case the prosecution did not produce any document before the Court in order to support the charge under section 167 of the Penal Code. After the arrest of PW 13 criminal cases were filed against him. Admittedly, they were not filed by the appellant. So, there is no incriminating evidence or circumstances to sustain the conviction of the appellant under section 167 of the Penal Code and accordingly, the appellant is acquitted of the charge.

55. <u>Charge under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.</u>

In the charge it was stated that the appellant being a public servant by carrying out the above mentioned acts of criminal misconducts like demanding and attempting to obtain illegal gratification, framing incorrect documents with an intent to cause injury to the informant committed an offence punishable under section 5(2) of Prevention of Corruption Act, 1947.

56. Section 5(1) of the Act, 1947 defines criminal misconduct. We note that the charge does not refer to misappropriation of money, but the words "above mentioned acts" contained in the charge necessarily imply the offence of criminal breach of trust. The charge specifically refers to the offences under sections 161 and 167 of the Penal Code. Since, we have already found the appellant not guilty of the charges referred to under this head of charge, the inevitable conclusion is that the charge under section 5(2) of the Act, 1947 must collapse. So, the appellant is acquitted of the charge under section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947.

57. In the result, the appeal is allowed. The appellant is acquitted of the charges brought against him.

58. The impugned judgment and order of conviction and sentence dated 19-12-2013 passed by the learned Special Judge, 3rd Court, Dhaka in Special Case No. 1 of 2010 arising out of Petition Case No. 3795 of 2003 convicting the appellant under section 409 of the Penal Code and sentencing him to suffer imprisonment for life and to pay a fine of Taka 30,00,000 and in default, to suffer imprisonment for further period of 1(one) year and also convicting him under sections 161 and 167 of the of the Penal Code read with section 5(2) of the Prevention of Corruption Act, 1947 and sentencing him to suffer rigorous imprisonment for 5(five) years is hereby set-aside. The appellant Mostafa Kamal, son of Ali Ahmmad Master be set at liberty at once, if not wanted in any other case.

Send a copy of this judgment and order along with LCR to the concerned Court below at once.

Ed.

HIGH COURT DIVISION
(Criminal Appellate Jurisdiction)

ANM Bashir Ullah J

Judgment
February 23rd, 2014.

Dr Shyamal Baidya.....
.....Convict-Appellant
vs
Islami Bank Bangladesh Ltd. and another.....
.....Respondents*

Negotiable Instruments Act (XXVI of 1881)
Section 138

Whenever a cheque is drawn by a person in order to make payment of any amount, the amount must be given in it by the drawer of the cheque. Since the amount was not given by the drawer of the cheque having no intention for making any payment, such a cheque cannot be considered as a cheque to serve the purpose of section 138 of the Act. .....(24)

Role of Bank

The role of the Bank does not appear to be good than that of the oppressive and cruel creditors. The creditors in many cases used to travel even earth to heaven to collect their debts leaving no stone untouched and the Bank also behaving like the same after obtaining the judgment in the case for Taka 9,84,918 which has already been deposited by the accused by the order of the Court again filed the case under the provision of Artha Rin Adalat Ain, 2003 against the appellant.

Artha Rin Adalat Ain, 2003 indicates the very purpose for enactment of the law. In fact, this law was enacted to ensure the collection and realisation of the loan money from the debtor. The Bank in question though did not forget to apply the provisions of Artha Rin Adalat Ain, 2003 against the appellant but at the same time they filed the case using the cheque which was taken as security measure. For a loan of Taka 7,70,000 the Bank has realised or has arranged to realise of Taka 9,84,918 through the present case, Taka 10,42,605/97 filing the suit in the Artha Rin Adalat and the accused had already deposited Taka 2,00,000 (two lakhs) before the filing of the present case and Taka 3,40,650 after filing of the case- i.e. an amount of Taka 5,40,650 had been deposited by the appellant physically in the Bank. Bank had the intention to realise more than Taka 25,00,000 (twenty five lakhs) from the convict appellant in order to satisfy a loan of Taka 7,70,000. .....(27)

NL Prakash vs Standard Chartered Bank and another, Company Cases Vol. 115 (2003) 161 ref.

Ziaul Haque and Md Lutfor Rahman, Advocates—For the Appellant.

Salma Rahman, AAG—For the Opposite Party No.2

Judgment

This criminal appeal, at the instance of the convict appellant Dr. Shyamal Baidya under section 410 of the Code of Criminal Procedure (in short, the Code) is directed against the judgment and order of conviction and sentence dated 1-12-2009 passed by the Metropolitan Sessions Judge, Chittagong in Sessions Case No. 1226 of 2009 arising out of CR Case No. 263 of 2007 under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (in short, the NI Act) convicting the appellant under the said section of law sentencing him to suffer simple imprisonment for 6(six) months and to pay a fine of Taka 9,84,918.

2. The facts relevant for disposal of the appeal, in short, is that the complainant Mizanur Rahman Bhuiyan, Senior Officer, Islami Bank Bangladesh Ltd., Jubilee Road Branch, on behalf of the Islami Bank Bangladesh Ltd (in short, the

*Criminal Appeal No. 101 of 2010.

Bank) filed a petition of complaint in the Court of Metropolitan Magistrate, Chittagong alleging *inter-alia,* that the Bank is a registered company who is running his Banking Business with the reputation of all concerned having its one of the branch office at Jubilee Road, Chittagong. The complainant being sufficiently empowered on behalf of the Bank filed the petition of complaint.

3. The further case of the complainant is that the accused is a cheat who has no respect for the law. On the prayer of the accused, a loan of Taka 11,00,000 (eleven lakh) was sanctioned on 9-12-2002 (in fact, it would be on 9-10-2002) in favour of the accused in order to purchase a reconditioned microbus. The accused through the account No. 2/2 consumed the said loan facilities with the stipulation that within 3(three) years, the accused will make payment of the loan money. The accused in order to take loan facilities executed agreement, guarantee form and charge deed etc. in favour of the Bank but the accused did not make the payment in the Bank within the stipulated period of time. The officer of the Bank from time to time had alerted the accused to deposit the loan money but all in vain. Later on, on the pressure of the Bank, the accused assured the Bank that the cheque which was drawn by him as security of the loan will be honoured on 15-3-2007 and accordingly the Bank presented the cheque being No. 1379161 dated 4-3-2007 of his saving account No. 02004267 (Islami Bank Bangladesh Ltd.) in the Bank on 15-3-2007 but the same was dishonoured for the insufficiency of fund. The Bank thereafter issued a legal notice on 18-3-2007 to the accused to make the payment of the cheque value within 30 days from the date of receipt of the notice and the accused even receiving the notice did not make the payment of the cheque value to the Bank within 18-4-2007. Thus, the complainant under the above facts and circumstances filed the petition of complaint on 19-4-2007 in the competent Court of Magistrate at Chittagong.

4. On the basis of the said petition of complaint, the CR Case No. 263 of 2007 under section 138 of the NI Act, 1881 was started and since the accused did not appear in the court making a paper publication for his appearance on 5-5-2009 in a daily news paper of Chittagong, the case was made ready for trial and the case was sent to the Metropolitan Sessions Judge, Chittagong where the case was registered as Chittagong Metropolitan Sessions Case No. 1226 of 2009 and the accused was put on trial before the said Court.

5. The trial Court framed charge against the accused on 17-8-2009 under section 138 of the NI Act. Since the accused was fugitive on that date his answer on the charge could not be recorded. The prosecution in order to prove the charge examined one witness and submitted some documentary evidences including the cheque which were marked as exhibit Nos. 1-5(1). The trial Court on consideration of the evidence and another materials on record convicted and sentenced the appellant as aforesaid. The appellant being aggrieved by and dissatisfied with the judgment and the order of conviction and sentence depositing 50% amount of the cheque value preferred this appeal in this Court.

6. Mr Md Ziaul Haque appearing with Mr Md Lutfor Rahman, the learned Advocate for the appellant supporting the appeal submits that the Islami Bank Bangladesh Ltd. being a company can sue a person and at the same time can be sued but whenever any case is filed on behalf of such a company, the person who files the case must have authorization from the company. In this particular case though at the heading of the petition of complaint it was stated that the complainant Mizanur Rahman Bhuiyan, Senior Officer of the Bank at Jubilee Road Branch, Chittagong is empowered to file the case but there is nothing in the record to show that he was actually empowered. He did not

file any paper or document in support of his empowerness of filing of the case. So, the very filing of the case by Mizanur Rahman Bhuiyan and the taking of cognizance on the basis of such a petition of complaint is not legal and in support of his such contention he referred the case of *Medchal Chemicals and Pharmaceuticals Pvt. Ltd. vs Minerals and Metals trading Corporation ltd.* reported in *Company Cases, Vol. 108(2002) 24* and *NL Prakash vs Standard Chartered Bank, Company Cases Vol. 115(2003) 161.*

7. The learned Advocate also submits that in order to invoke the provisions of section 138 of the NI Act, the cheque requires to be drawn by the accused for making payment of any amount of money but in this particular case it is almost admitted that the cheque was not drawn in order to make payment of the money as because the cheque was received by the Bank as security and evidence of the loan and the same has been admitted in para No.4 of the petition of complaint. He also adds that whenever in the normal course of business, a cheque is drawn by any person in favour of the payee, the amount is set by the drawer of the cheque but in this particular case admittedly a blank cheque was given to the Bank as security without setting any amount. So, the drawer of the cheque had no any intention of making any payment through the said cheque. The Bank after a long gap of receipt of the cheque filling up the various columns in their own way presented the same knowing it very well that he (the loanee) is a defaulter and he had no financial capacity to honour the cheque but even then the cheque was presented to the Bank to create more undue pressure upon the accused. So, the very act of the Bank is nothing but to throw the accused in a hazardous situation out of the law and way. So, the same act of the complainant does not come under the purview of section 138 of the NI Act.

8. The learned Advocate thirdly submits that the loan was disbursed in 2002 to the accused and the cheque was received as security of the loan in the year 2002 by the Bank but the same was presented in the Bank after a long gap of 5(five) years i.e. on 15-3-2007. The Bank in order to fulfill the requirements of law put the dates on the cheque on their good wishes to cover the requirements of law as provided under section 138 of the NI Act but the cheque was signed and drawn in 2002. So, after 5 years of its execution it cannot be presented for its encashment and in that view of the matter the presentation of cheque after 5 years of its execution and drawn is highly illegal.

9. The learned Advocate next submits that if for the sake of argument it is conceded for a moment that the Bank had the right to present the cheque for realisation of the loan money due to the accused on the date of presentation of cheque on 15-3-2007, in that view of the matter, the Bank could have claimed at best Taka 7,54,691 with interest. He referring the concerned account statements of the accused given from the Bank itself submits that on receiving a down payment of Taka 3,30,000 in cash from this accused, the Bank made a sanction of loan of Taka 7,70,000 on 9-10-2002 and from that date the accused from time to time had deposited Taka 2,00,000 (two lakh) against the loan and till 5-9-2006 that is, before filing of the present case on 19-4-2007. The statement of account given by the Bank shows that on 5-9-2006 or even on 19-4-2007 as the case many be the accused had a debt of Taka only 7,54,691 to the bank with interest but the Bank without assigning any legal reason converted the blank cheque into a cheque for the amount of Taka 9,84,918 and filed the case on 19-4-2007. So, the Bank was not at all honest in realisation of the debt from the accused and in that view of the matter the judgment and the conviction and the sentence, appealed against, is liable to be set-aside.

10. Lastly and finally the learned Advocate also submits that the Bank as against a demand of

Taka 7,54,691 on 5-9-2006, (immediately before presenting of the cheque to the Court) filing the present case under section 138 of the NI Act did not stop there but filed Artha Rin Suit No. 82 of 2010 in the Court of Artha Rin Adalat, 1st Court, Chittagong for realisation of Taka 10,42,605.97 from the accused for the same transaction and behind the back and knowledge of the appellant obtained an exparte decree in the said suit on 26-4-2011 for more Taka 10,42,605.97 although the Bank had filed the case under section 138 of the NI Act for realisation of Taka 9,84,918. The appellant at the time of filing of this appeal deposited Taka 50% of the said cheque value and after filing of this appeal at the behest of this Court deposited the rest amount i.e. the accused had already deposited the entire amount of Taka 9,84,918 equivalent to the cheque value in the trial Court but even then the Bank filed the case for more Taka 10,42,605.97.

11. Over and above after filing of the case under section 138 of the NI Act on 19-4-2007 on the undue pressure of the Bank, the accused had deposited Taka 3,40,650 in the Bank with the stipulation that the Bank will not proceed in the case but all in vain. Thus, the appellant as against the loan of Taka 7,70,000 (seven lakhs seventy thousand) had deposited Taka 2,00,000 (two lakhs) till 5-9-2006 (before filing of the case), Taka 3,40,650 after filing of the case within 30-6-2013 in the Bank and after pronouncement of the judgment in this case deposited Taka 9,84,918 in the trial Court, thus he deposited in total Taka 15,25,568 as against a loan of Taka 7,70,000 only and even then the Bank filed Artha Rin Case for an amount of Taka 10,42,605.97.

12. Thus, he concludes that in fact, the attitude of the Bank is not better than that of the oppressive and cruel creditors who used to travel even earth to heaven to realise their debts from the debtor. In his sum up submissions he repeated that the Bank as against the loan of Taka 7,70,000 filed the case under section 138 of the NI Act for Taka 9,84,918 and when the total cheque value was deposited in the trial Court with the knowledge of the Bank filed another case in the Artha Rin Adalat for Taka 10,42,605/97 and the accused had deposited in that Bank a sum of Taka 5,40,650. Thus the target of the Bank to realise Taka 25,68,173/97 from the appellant as against the simple demand of Taka 7,70,000. Thus, the illegal and unwarranted attitude of such a Bank should be restrained by the decision of this Court, so that the simple and law abiding citizens of this country cannot be the victim of this kind of Bank in the name of sanctioning loan and helping them.

13. Mrs. Salma Rahman, the learned Assistant Attorney-General appearing for the respondent No.2 assailing the arguments of the learned Advocate for the appellant and supporting the judgment of the trial Court submits that the petition of complaint was filed by Mizanur Rahman Bhuiyan, a Senior Officer of the Bank, Jubilee Road Branch, Chittagong who was duly authorised on behalf of the company and no such objection was raised at the trial of the case. So, the complainant did not feel any necessity to show the written authority to that effect at any stage of the proceeding and since the said fact is a question of fact that cannot be raised at this stage.

14. The learned Assistant Attorney-General also submits that it is not a fact that the cheque drawn by a loanee in order to discharge his liabilities in favour of a Bank does not come under the purview of section 138 of the NI Act. Since the cheque was dishonoured by the Bank for insufficiency of fund, the Bank preserves the right to realise loan money from the debtor under the provisions of Artha Rin Ain also and accordingly the Bank filed the case against the appellant under the provisions of Artha Rin Ain. So, on no count of the arguments advanced by the learned Advocate for the appellant, the judgment of the trial Court is liable to be set-aside.

15. I have considered the above arguments and submissions of the learned Advocates of both the parties with profound attention and have gone through the materials on record.

16. From the petition of complaint, exhibit 5 it appears that it was filed by Mizanur Rahman Bhuiyan, a Senior Officer of the Bank in question of Jubilee Road Branch, Chittagong and he was examined as PW 1 at trial. The PW 1 at trial testified that the accused owed Taka 9,84,918 to the Islami Bank Ltd. Jubilee Road Branch, Chittagong and the accused to realise the said money drew the cheque for the said amount on 4-3-2007 and he presented the cheque in the Bank on 15-3-2007 but due to insufficiency of fund the cheque was dishonoured and the legal notice upon him was served on 18-3-2007 but he did not turn up and thereafter he filed the case. He proved the cheque, marked as Exhibit No. 1 and the dishonour slip exhibit No.2, legal notice Exhibit No. 4 and petition of complaint Exhibit No. 5 and his signature on it exhibit No. 5(1).

17. From the evidence of PW 1 it appears that he was totally mum at the time of deposing in the case before the trial Court as to his empowers regarding the filing of the case. In the heading of petition of complaint it has been stated that Mizanur Rahman Bhuiyan has been empowered on behalf of the Bank to file the case.

18. The learned Advocate for the appellant keeping harmony with his submissions that authorisation must not be confined within the assertion only but the same must be proved by the materials on record. He, referring the case of *Nayagam Lourd Prakash vs Standard Chartered Bank and another* reported in the Company Cases Vol. 115, (2003) Page 161 submits that in the reported case, the petition of complaint for the offence under section 138 of the NI Act was filed on behalf of the Bank by one Bijoy Vaskor Raddy describing him as Assistant Manager, Collection. The filing of the case by the Mr Bijoy Vaskor Raddy was challenged in a quashing proceeding and the High Court of Andhra Pradesh in the reported case came to a conclusion in the following manner:

> "In this case, obviously, the Standard Chartered Bank is the payee under the cheque said to have been issued by the accused. Thus, obviously, it is the said Bank which along can institute the criminal proceedings against the accused for an offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act. Obviously, a company of necessity would function through some individual. The complaints has to be filed by some person on behalf of the company. Such person to meet the requirement of section 142 of the Negotiable Instruments Act would have to be one who is properly authorised by the company to institute the proceedings. In this case, as seen above, no material has been placed before the court to show that Mr Vijaya Bhaskar Reddy properly represents the payee of the cheque".

19. It is fact that from the spirit of the observations of the above noted case of Indian jurisdiction I find that the authorisation from the company in order to file a case of the present kind must be visible and perceptible having the description of authorisation as to the filing of the case on behalf of the Bank Company but in the instant case the fact of authorisation was simply confined within the very short statement at the heading of the petition of complaint but there appears no description in the averment of the petition of complaint nor there is anything in the evidence of PW 1 Md Mizanur Rahman Bhuiyan as to the manner of the said authorisation and there is nothing before us to show his authority in filing of the case. But at the same time since this is a question of fact and since this could not be raised at the time of trial by the convict appellant I find it difficult to give any benefit of the same to the appellant on this point.

20. The very strong arguments on behalf of the appellant before me is that the cheque as has been issued or drawn by the accused in favour of the Bank that does not come under the mischief of section 138 of the NI Act as the cheque was not drawn in order to make for payment of any amount of money to the Bank rather the cheque was given or taken by the Bank as security of the loan. It is also canvassed on behalf of the appellant that had the accused any intention to make the payment of any amount of money through the cheque in question the same would have been not only signed by him but amount would have been inserted with the dates on the cheque but the cheque will go to show that the same was simply signed by the appellant at the eve of taking loan from the Bank in the year 2002 but the other entries of various columns have been filled up by the Bank on its own estimation.

21. The learned Advocate categorically submits that it is the case of the complainant Bank that on 9-10-2002 the Bank had sanctioned a loan of Taka 11,00,000 (eleven lakhs) for purchasing a re-conditioned micro bus but the petition of complaint is totally silent that an amount of Taka 3,30,000 (three lakhs thirty thousand) was deposited by the accused as down payment and as against that down payment of Taka 3,30,000 the Bank granted a loan of Taka 7,70,000 (seven lakhs seventy thousand) and it is also a fault on the part of the Bank to hide the real facts of the case.

22. The learned Advocate for the appellant in order to establish his such arguments has taken me through the Bank's statements given by the Bank to the accused from where it appears that on depositing Taka 3,30,000 by the appellant as cash security he had obtained a loan of Taka 7,70,000 on 9-10-2002. The petition of complaint thus describes that the accused promised to repay the loan money within 3 years and at the time of sanctioning of the said loan the accused executed deed of agreement, credit form, charge deed and other papers but whenever the accused failed to repay the loan, the Bank presented the cheque to the Bank on 15-3-2007 which was taken by them as security of their loan in the year 2002. The relevant paragraph nos. 3 and 4 of the petition of complaint runs as follows:

"উপরোক্ত বিনিয়োগ মুনাফা, চার্জ, ক্ষতিপুরন ও অন্যান্য খরচসহ বাদী ব্যাংকের বরাবরে সর্বোচ্চ ৩(তিন) বৎসর মেয়াদের ফেরত প্রদানের অঙ্গীকারে আসামী বাদী ব্যাংকের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। ইহা ছাড়াও আসামী বিনিয়োগ প্রকল্প সংক্রান্ত অনুমোদনপত্রে যাবতীয় শর্তাবলী ও নিয়ামাবলী মানিয়া লইয়া বিভিন্ন চুক্তিপত্র, গ্যারান্টিফর্ম সহ বিভিন্ন চার্জ দলিল ব্যাংকের বরাবরে সম্পাদন করেন। কিন্ত আসামী তাহার প্রতিষ্ঠানের নামে গৃহীত বিনিয়োগ সুবিধা পুরাপুরি গ্রহন ও ভোগ করিলেও অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া যথাসময়ে ব্যাংকের পাওনা আদায় দেন নাই।

ব্যাংকের পক্ষে তৎ কর্মকর্তাগন ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য আসামীকে মৌখিক ও লিখিতভাবে তলব তাগাদা প্রদানের পর আসামী ব্যাংকের পাওনা আদায়ে আগাইয়া আসেন নাই। পরবর্তীতে বাদী ব্যাংক পাওনা আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করিলে আসামী ইতিপূর্বে জামানত হিসেবে প্রদত্ত নিম্নোক্ত বর্ননার চেকখানা বিগত ১৫-৩-২০০৭ ইং তারিখে নগদায়নের জন্য ব্যবস্থা করিবেন মর্মে বাদী ব্যাংককে আশ্বাস দেন।

23. From the very admitted fact of the petition of complaint it is clear from the following words "ইতিপূর্বে জামানত হিসেবে প্রদত্ত নিম্নোক্ত বর্ননার চেকখানা বিগত ১৫-৩-২০০৭ তারিখে নগদায়নের জন্য ব্যবস্থা করিবেন মর্মে বাদী ব্যাংককে আশ্বাস দেন।" that the cheque was taken at the time of disbursing loan in favour of the accused on 9-10-2002. The cheque, Exhibit-1 clearly shows that the other entries of the cheque particularly the amount and the date have been written by any other person other than its executor, that is, it was simply signed by the accused but the other entries were written and filled up by the Bank at their sweet will.

24. Sub-section (1) of section 138 of the NI Act provides that where any cheque drawn by a

person on an account maintained by him with a Banker for payment of any amount of money to another person and when such cheque is returned by the Bank unpaid for insufficiency of fund that will come under the mischief of section 138 of the NI Act. But the materials on record shows that it is the cheque which was not drawn for payment of Taka 9,84,918 rather it is the figure which has been inserted on the cheque by the Bank in the year 2007 after a calculation of the amount of debt to the accused by the Bank. Whenever a cheque is drawn by a person in order to make payment of any amount, the amount must be given in it by the drawer of the cheque. Since the amount was not given by the drawer of the cheque having no intention for making any payment, such a cheque cannot be considered as a cheque to serve the purpose of section 138 of the NI Act. So, the conviction and sentence of the appellant under section 138 of the NI Act for the dishonouring of the so-called cheque in question cannot be considered as legal and fair.

25. The other arguments on behalf of the convict appellant as advanced by the learned Advocate is that the Bank as a creditor disbursed the loan of Taka 7,70,000 to the accused. But the Bank capitalising the cheque which was taken by the Bank as security filed the present case in 2007 for Taka 9,84,918 that was much higher than that of the loan sanctioned in favour of the accused including the interest thereon although Taka 2,00,000 was deposited by the accused in the Bank on different dates within 5-9-2006, i.e before filing of the present case. But the Bank was not even satisfied of the same and even after filing of the case under section 138 of the NI Act also filed Artha Rin Case No. 82 of 2010 in the Court of Artha Rin Adalat, 1st Court, Chittagong demanding Taka 10,42,605.97 and the said suit was decreed exparte on 26-4-2011 behind the back and knowledge of the present appellant.

26. The learned Advocate drawing the attention to the very preamble of Artha Rin Adalat Ain, 2003 submits that the Special law, the Artha Rin Adalat Ain, 2003 was enacted by the legislature to realise the loan given by the Bank or any other financial institutions from the defaulters and in that view of the matter whenever any party fails to repay the loan to the Bank or any other financial institutions, the Bank or the institutions may proceed in accordance with the provisions of Artha Rin Adalat Ain, 2003 which is the best and accurate law for the said purpose. The very preamble of the Artha Rin Adalat Ain, 2003 appears to be in the following languages:

"আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ আদায়ের জন্য প্রচলিত আইনের অধিকতর সংশোধন ও সংহতকরণ প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরুপ আইন করা হইলঃ–

27. The very preamble of Artha Rin Adalat Ain, 2003 indicates the very purpose for enactment of the said law. In fact, this law was enacted to ensure the collection and realisation of the loan money from the debtor. The Bank in question though did not forget to apply the provisions of Artha Rin Adalat Ain, 2003 against the appellant but at the same time they filed the case using the cheque which was taken as security measure. Thus for a loan of Taka 7,70,000 the Bank has realised or has arranged to realise Taka 9,84,918 through the present case, Taka 10,42,605/97 for filing the suit in the Artha Rin Adalat and the accused had already deposited Taka 2,00,000 (two lakhs) before the filing of the present case and Taka 3,40,650 after filing of the case- i.e. an amount of Taka 5,40,650 had been deposited by the appellant physically in the Bank. Thus it appears that the Bank had the intention to realise more than Taka 25,00,000 (twenty five lakhs) from the convict appellant in order to satisfy a

loan of Taka 7,70,000. Thus the role of the Bank does not appear to be good than that of the oppressive and cruel creditors. The creditors in many cases used to travel even earth to heaven to collect their debts leaving no stone untouched and the Bank also behaving like the same after obtaining the judgment in the present case for Taka 9,84,918 which has already been deposited by the accused by the order of the Court again filed the case under the provision of Artha Rin Adalat Ain, 2003 against the appellant.

28. Having regards to the above discussion I find it difficult to maintain the judgment and the order of conviction and sentence of the appellant under section 138 of the NI Act passed by the trial Court.

29. In the result, the appeal is allowed. The judgment and the order of conviction and sentence passed in Chittagong Metropolitan Sessions Case No. 1226 of 2009 is hereby set-aside. The convict-appellant is acquitted from the charge levelled against him in the said case and the appellant is permitted to withdraw the money which has already been deposited by him in the trial Court in the said case.

Let a copy of the judgment be sent to the Courts below with the lower Court's record for information and necessary action.

Ed.

HIGH COURT DIVISION
(Civil Revisional Jurisdiction)

Sheikh Abdul Awal J	Chairman, Upazila Parishad, Kahalu, Bogra and others..... .....Defendant-Petitioners
Judgment September 17th, 2014.	vs
	Md Zahedur Rahman and others... Plaintiff-Opposite Parties*

Code of Civil Procedure (V of 1908)
Order I, rule 8
Specific Relief Act (I of 1877)
Section 42

Whether the plaintiffs have/had any legal character and locus standi to file public litigation or whether the plaintiffs prior to filing of the suit served notice upon the defendants is a mixed question of law and fact, which can be decided only at the trial on taking evidence.

.....(19)

Jamir Uddin Sircar and Suria Begum, Advocates—For the Petitioners.

Probir Haider, Advocate—For the Opposite Party Nos.1-4.

Judgment

This Rule was issued calling upon the opposite parties to show cause as to why the impugned judgment and decree dated 11-11-2013 passed by the learned Additional District Judge, 2nd Court, Bogra in Other Class Appeal No.144 of 2013 allowing the appeal and reversing those dated 23-9-2013 passed by the learned Assistant Judge, Bogra in Other Class Suit No.51 of 2013 should not be set-aside and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

2. The facts relevant for disposal of this Rule are as follows:

*Civil Revision No.503 of 2014.

Plaintiff-opposite parties instituted the aforesaid suit seeking the following reliefs:

বাদীগনের প্রার্থনাঃ

(ক) ২নং তফশীল বর্ণিত স্থানে বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলাধীন কালাই ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের অনুমোদন ও কার্যক্রম জনস্বার্থ বিরোধী, অবৈধ, বেআইনী, বেদাবা পন্ড ও বাতিল মর্মে বাদীগণ ঘোষনার ডিক্রি পায়।

(খ) জেলা বগুড়ার কাহালু উপজেলাধীন কালাই ইউনিয়ন পরিষদের কমপ্লেক্স ভবন ১নং তফশীল বর্ণিত স্থানে পিলকুঞ্জ মোকামে নির্মাণের জন্য বিবাদীগণ উপর বাদীগণ বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার ডিক্রি পায়।

(গ) আইন ও ইকুইটি মূলে বাদীগণ আর যে যে প্রতিকার পায়, তাহারও ডিক্রি পায়।

(ঘ) সুদসহ বাদীগণ খরচার ডিক্রি পায়।

3. The case of the plaintiffs, in short, is that the office of Kalai Union Parishad Bhaban was situated at the village of Pilkunja since its constitution establishment from the British reign and the purported shifting of its office to its new site at Kahalu Mouza, Kalai JL No. 1, CS No. 28 runs counter to the interest of the people of the Union Parishad concerned. The present office of the Union Parishad at Kahalu Mouza, Pilkunjo JL No. 11 is best suited for the local people and the purported shifting of the office of Union Parishad to Kahalu Mouza (JL No. 1, CS No. 28) at its new site has violated the rights of the people of the locality and hence, the suit.

4. Defendant-petitioners entered appearance in the suit and filed an application under Order VII, Rule 11 read with section 151 of the Code of Civil Procedure for rejecting the plaint on the ground that the suit is expressly barred by section 104 of the Union Parishad Ain, 2009 and also barred by section 66 of the Upazila Parishad Ain, 1998 inasmuch as without serving any notice upon the authority of the Union Parishad as well as Upazila Parishad the plaintiffs filed the suit.

5. The learned Assistant Judge after hearing by his judgment and order dated 23-9-2013 allowed the application on the finding that the suit is expressly barred by section 104 of the Union Parishad Ain, 2009.

6. Against the said order of the learned Assistant Judge, the plaintiff-opposite parties preferred Other Class Appeal No.144 of 2013 before the learned District Judge, Bogra which was subsequently transferred to the Court of Additional District Judge, 2nd Court, Bogra for disposal, who by the impugned judgment and order dated 11-11-2013 allowed the appeal and set-aside the judgment and order dated 23-9-2013 passed by the learned Assistant Judge in Other Class Suit No. 51 of 2013 rejecting the plaint.

7. Being aggrieved by the aforesaid judgment and order dated 11-11-2013 the present defendant-petitioners moved this Court and obtained the present Rule.

8. Mr Jamir Uddin Sircar, the learned Advocate appearing for the petitioners submits that the Court of appeal below erred in law in passing the impugned judgment arbitrarily and the same has occasioned failure of justice. He next submits that the Court of appeal below without applying its judicial mind into the facts and circumstance of the case and the case made out by the petitioners that the suit is expressly barred by section 104 of the Union Parishad Ain, 2009 and also section 66 of the Upazila Parishad Ain, 1998 as because without serving any notice upon the authority of the Union Parishad as well as Upazila Parishad the plaintiffs filed the suit.

9. Finally, Mr Sircar, submits that the Court of appeal below as last Court of fact ought to have considered that site selection of the Union Parishad Office is the business of the Government and relates to policy matter concerning the administration and the opposite parties as plaintiffs have/had no legal character and *locus standi* to challenge the policy of the Government and in

that view of the matter the suit is impliedly barred by section 42 of the Specific Relief Act and Order 1, Rule 8 CPC in failing to do so committed an error of law resulting in an error in the impugned decision occasioning failure of justice.

10. Mr Probir Haider, the learned Advocate appearing for the opposite party Nos.1-4, on the other hand, supports the impugned judgment and order, which was according to him just, correct and proper. Mr Haider, next in the course of his argument upon placing the relevant materials on record including the plaint and judgments of both the courts below submits it is well settled that a plaint may be rejected under Order VII, rule 11 CPC merely on a plain reading of the plaint and nothing else and therefore, the plea as canvassed by the petitioners that the plaintiffs have no legal character and *locus standi* to file public litigation or suit in the interest of Kalai Union Parishad can be resolved only at the trial not in application under Order VII, Rule 11 of the Code of Civil Procedure.

11. Drawing my attention to the provision of section 104 of the Union Parishad Ain and section 66 of the Upazila Parishad Ain, 1998 Mr Haider submits that as per provisions of those sections in case of performing any Government function by the Union Parishad or by its member or officer or employee no suit will lie against them without serving one month's notice but in the instant case no responsibility has been given by the Government either upon Kalai Union Parishad or upon any of its member or officer or employee and thus, provisions of those sections do not attract in this case. Moreover, in this case prior to filing of the suit the plaintiffs served notice upon the parties through local daily news paper namely, Daily Kortoa dated 30-8-2013.

12. Finally, Mr Haider submits that the learned Assistant judge on misreading and misconstruing the provision of section-104 of the Union Parishad Ain and section 66 of the Upazila Parishad Ain, 1998 seriously erred in law in rejecting the plaint by his judgment and order dated 23-9-2013 and the learned Additional District Judge was perfectly justified in setting aside the same on the clear finding that service of notices upon the defendants prior to filing of the suit was not at all necessary in the case.

13. I have heard the learned Advocates for both the sides and perused the revision application and impugned judgment and order as well as judgment and order of the trial Court below dated 23-9-2013 and other papers on record.

14. Now, to appreciate the submission of the learned Advocates for both the sides from a correct angle, I feel it necessary to decide first whether the suit is barred by section 104 of the Union Parishad Ain, 2009 and section 66 of the Upazila Parishad Ain, 1998. In deciding this point, I like to quote hereunder the provisions of both the sections Upazila Parishad Ain, 1998 and Union Parishad Ain, 2009.

15. Section 104 of the Union Parishad Ain, 2009 read as follows:

> "পরিষদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা দায়েরঃ-সরকারিভাবে দায়িত্ব পালনকালে কোন পরিষদ কিংবা কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারী দ্বারা কৃত কোন কাজ, বা কাজ করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইলে, সে সম্পর্কে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদানের পর একমাস অতিবাহিত না হইলে তাহার বিরুদ্ধে কোন মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না এবং এই ক্ষেত্রে পরিষদের নিকট লিখিত নোটিশ অফিসে বিলি করিতে বা পৌছাইতে হইবে এবং কোন সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ক্ষেত্রে লিখিত নোটিশ তাহার নিকট পৌছাইতে হইবে কিংবা তাহার অফিসে বা আবাসিক ঠিকানায় পৌছাইতে হইবে এবং নোটিশে ফরিয়াদি হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি তাহার এইরুপ পদক্ষেপের কারন, নিজ নাম ও আবাসিক ঠিকানা উল্লেখ করিবেন এবং মোকদ্দমার আর্জিতে এই মর্মে একটি বিবৃতি অন্তর্ভূক্ত থাকিতে হইবে যে, উপরোক্ত ব্যবস্থা অনুযায়ী নোটীশ পাঠানো হইয়াছে।"

16. Section 66 of the Upazila Parishad Ain, 1998 reads as follows:

"পরিষদের পক্ষে বিপক্ষে মামলাঃ-(১) পরিষদের বিরুদ্ধে বা পরিষদ সংক্রান্ত কোন কাজের সূত্রে উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে হইলে মামলা দায়ের করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে মামলার কারন এবং বাদীর নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করিয়া একটি নোটীশ–

(ক) পরিষদের ক্ষেত্রে, পরিষদের কার্যালয়ে প্রদান করিতে হইবে বা পৌছাইয়া দিতে হইবে;

(খ) অন্যন্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট সদস্য, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার অফিস বা বাসস্থানে প্রদান করিতে হইবে বা পৌছাইয়া দিতে হইবে।

(২) উক্ত নোটীশ প্রদান বা পৌছানোর পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না এবং মামলার আরজীতে উক্ত নোটীশ প্রদান করা বা পৌছানো হইয়াছে কিনা উহার উল্লেখ থাকিতে হইবে।"

17. From a combined reading of those sections, it appears that in case of performing any Government function by the Union Parishad or by its member or officer or employee no suit will lie against them without serving one month's notice and section-66 of Upazila Parishad Act provides that no suit will lie against any act of the Upazila Parishad or relating to the said Act against any member or officer or employee of the Upazila Parishad without serving one month prior notice.

18. On a reading of the plaint, it appears that in the instant case no responsibility has been given by the concerned Ministry of the Government either upon Kalai Union Parishad or upon any of its member or officer or employee. It also appears that though the Upazila Chairman, Upazila Nirbahi Officer and Upazila Engineer are made defendants in the suit but no relief has been sought for against them. In this case either the Upazila Parishad and Union Parishad has got no function in the entire process of construction of Kalai Union Parishad Complex. Therefore, the plea of implied bar as raised by the petitioners based on bundle of facts can be resolved at the trial inasmuch as the proposition of law is well settled that a plaint may be rejected under Order VII, rule 11 CPC merely on a plain reading of the plaint and nothing else.

19. Now, to deal with the argument of Mr Sircar that the plaintiffs have/ had no legal character and *locus standi* to file public litigation or suit in the interest of Kalai Union Parishad and, as such, the suit is barred by section 42 of the Specific Relief Act and Order I, Rule 8 of the Code of Civil Procedure, I have carefully examined the relevant law as well as the contents of the plaint. On reading of the plaint, it appears that the contents of the plaint do disclose cause of action for the suit but whether the plaintiffs have/had any legal character and *locus standi* to file public litigation or whether the plaintiffs prior to filing of the suit served notice upon the defendants according to law is a mixed question of law and fact, which can be decided only at the trial on taking evidence. In deciding the question as to whether the plaint should be rejected the Court is required to consider only the plaint assuming all the averments made therein to be correct, without taking into consideration the possible defence plea. Therefore, I find no substance in either of the contentions as raised by the learned Advocate for the petitioners.

20. The impugned judgment in the facts of this case and in view of the settled law as stated above does not call for any interference.

21. In the result, the Rule is discharged without any order as to costs. The order of stay and *status-quo* granted earlier by this Court stands vacated.

22. However, in the facts and circumstances of the case, the trial Court concerned is directed to hear and dispose of the suit as early as possible preferably within 4(four) months from the date of receipt of this judgment without giving any adjournment to any of the parties.

Let a copy of the judgment be communicated to the Courts concerned at once.

Ed.

HIGH COURT DIVISION
(Special Original Jurisdiction)

Md Ashfaqul Islam J
Md Ashraful Kamal J

Judgment
January 30th, 2014.

Alvi Spinning Mills Ltd and others.....Petitioners

vs

Government of Bangladesh and others.....
.....Respondents*

Constitution of Bangladesh, 1972
Article 102(2)

Truth or otherwise of the allegation whatsoever branded against the parties shall have to be decided of course on evidence and in the court of origin i.e. in the trial court. This Court in summary jurisdiction under Article 102 while exercising its discretion will be loath to interfere with and give a decision in such a situation.

Silence is not an option when things are ill done. The parties involved in all these petitions are alleged to have been involved in a large scale of scam and mall practices which touched the conscience of the people of the country of late. However, that is not relevant for the purpose of deciding the petition at all. All the cases were first filed in the court of origin i.e. the trial court and then went up to the High Court Division and Appellate Division. Not a single decision on this issue could be found in a writ jurisdiction. *(Per Md Ashfaqul Islam, J)* .....(37 & 36)

Constitution of Bangladesh, 1972
Article 102(2)(a)(i)

In order to get a Rule of *mandamus* the petitioner must show that his claim is rooted in the statute or statutory Rule. *(Per Md Ashraful Kamal, J)* .....(94)

*Writ Petition Nos.16322, 16323, 16381, 16384, 16380, 16383, 16386, 16385, 16382, 16387 of 2012 with Writ Petition Nos. 1529, 11229, 866, 867, 609, 610, 4045, 235, 237, 2665, 2664, 2670 of 2013.

Bank Company Act (XIV of 1991)
Section 45

Section 45 of the Act gives a clear indication, as to which situation Bangladesh Bank shall act and the petitioners failed to show us any legal right under section 45 of the Act which imposed a legal duty upon the Bangladesh Bank. The petitioners are not entitled to seek any relief under section 45 of the Act.

Writ of mandamus can be granted only in case where there is a statutory duty imposed upon the public bodies and there is a failure on the part of that public bodies to discharge their statutory obligations. The paramount function of a writ is to compel performance of public duties prescribed by statute and to keep public bodies exercising public functions within the limits of their jurisdiction. Therefore, *mandamus* may issue to compel the public bodies to do something, it must be shown that there is a statute which imposes a legal duty and the aggrieved party has a legal right under the statute to enforce its performance. *(Per Md Ashraful Kamal, J)* .....(100 & 99)

Alternative remedy

Alternative forum is open to the petitioners to place their grievances seeking remedy before the civil court. *(Per Md Ashraful Kamal, J)* .....(106)

Fraud

Fraud vitiates everything and in most cases it originates when a commercial party contracts with a rouge. *(Per Md Ashraful Kamal, J)*.....(87)

Constitution of Bangladesh, 1972
Article 102(2)

Since the genuineness of letters of credit have been questioned by the issuing bank, therefore, under Article 102 we cannot enter-

tain complicated disputed question of the fact as to whether the letters of credit annexed herein in the writ petitions are genuine or not.
(Per Md Ashraful Kamal, J) .....(89)

Uttara Bank vs Macneill and Kilbon Ltd., 33 DLR (AD) 298, Zyta Garments Ltd. vs Union Bank 55 DLR (AD) 56. , Gujrat State Financial Company vs M/s Lotus Hotel Pvt. Ltd. AIR 1983 (SC) 848; Standard Bank Ltd. vs Tripost Engineering and Training Company (GD), 56 DLR 55; Chairman, Bangladesh Water Development Board vs Shamsul Hoque and Company Ltd. 51 DLR (AD) 169; M/s Ripon Traders vs Bangladesh Bank, VII ADC (2010) 152; Md Abul Kashem vs Mahmudul Hasan, IX ADC (2012) 489; Edward Owen Engineering Ltd. vs Barclays Bank International Ltd. and Umama Bank, 1978 Lloyd's Law Reports Vol-1 page 166; New India Tea Company Ltd. vs Bangladesh, 31 DLR (AD) 303; Queen vs Guardians of the Lewisham Union, (1897) 1 QB 498; Talekhal Progressive Fisherman Cooperative Society Ltd. vs Bangladesh, 1981 BLD (AD) 103; and National Engineers vs Ministry of Defence, 44 DLR (AD) (1992) 179 ref.

Mainul Hosein, AF Hasan Arif, Moudud Ahmed, Senior Advocates, Yousuf Hossain Humayun, Senior Advocate, SM Rezaul Karim, Md Nuruzzaman Khan, Shasti Sarker, Md Imrul Haydar, Kazi Akhtar Hosain, and Md Kamruzzaman, Advocates—For the Petitioners.

Md Forrukh Rahman and Sk. Abdullah, Advocates—For the Respondents.

ASM Abdur Razzaque, Advocate—Respondent No.4.

Judgment

Md Ashfaqul Islam J: All these Writ petitions are taken up together and disposed of by a single judgment as there involved common question of fact and law.

2. In Writ Petition Nos. 1529 of 2013, 11229 of 2013, 866 of 2013, 867 of 2013 and 16322 of 2012 Rule was issued calling upon the respondents to show cause as to why a direction should not be given upon the respondents to pay the outstanding bill along with over due interest of the petitioners.

3. In Writ Petition Nos. 609 of 2013, 610 of 2013 and 4045 of 2013 Rule was issued challenging the enlistment of the names of the petitioners in the CIB list of its Credit Information Bureau as loan defaulter to be illegal and a direction was sought for the enlistment should be declared to have been done without lawful authority having no legal effect.

4. In rest of the Writ Petitions i.e. Nos. 16323 of 2012, 16380 of 2012, 16381 of 2012, 16383 of 2012, 16384 of 2012, 2665 of 2013, 235 of 2013, 237 of 2013, 16385 of 2012,16386 of 2012, 16382 of 2012, 2664 of 2013, 2670 of 2013 and 16387 of 2012 Rule was issued in both the terms as aforesaid.

5. Broadly the facts are almost similar in all the petition bereft of the particulars of the parties (petitioners and respondents) and their position in the cause title.

6. For the sake of convenience and brevity we would first take up Writ Petition No. 1529 of 2013. The background leading to the Petition is that the petitioner Company AM Spinning Mills Ltd. has been running on its business with reputation in respect of trading and import and export, and attracted several companies who became interested to purchase textile and garments products from the petitioner through their several Letter of Credits and accordingly the petitioner accepted the Letter of Credit issued by the Sonali Bank Limited, Hotel Sheraton (now Rupashi Bangla) Corporate Branch and supplied the product through Agrani Bank Limited, BWAPDA Branch, Motijheel, Dhaka and also Al-Arafah

Bank Jatrabari Branch who are the Negotiating Banks. Respondent No.8 Sonali Bank Hotel Sheraton Branch (now Rupashi Bangla) is the L/C. issuing Bank. It has been stated that after accepting the export bills from Respondent No.11 Agrani Bank Limited, the negotiating Bank, 42 Export Bills were accepted by the Sonali Bank. Upon accepting those over due bills amounting to US$ 52,11,000 the respondent No.8 Sonali Bank is under an obligation to make payment through Respondent No. 11 Agrani Bank and also Respondent No. 12 Al-Arafah Islami Bank to the petitioner. But instead of releasing the same in favour of the petitioner it has been held up by the Sonali Bank. It is at this stage the petitioner moved this Division asking for a direction upon the respondents to pay the over due bills along with over due interest of the petitioner through respondent Agrani Bank and Al-Arafah Islami Bank and obtained the present Rule.

7. In Writ Petition No. 609 of 2013 the Rule was issued in the following terms:—

> "Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why the action of the respondent Nos. 1 and 2 enlisting the name of the petitioner in the CIB list of its Credit Information Bureau as a loan defaulter should not be declared to have been done without any lawful authority and is of no legal effect."

8. Mr AF Hasan Arif, the learned Senior Advocate has appeared in Writ Petition No. 1529 of 2013 and in all other Writ Petitions, Mr Mainul Hossein the learned Senior Advocate appeared for the petitioners. Both of them argued unequivocally that the petitioner, who supplied fabrics and yarns through the negotiating Bank, approached the above branches of Sonali Bank Ltd. for issuing necessary certificate and acceptance that whether the shipping documents in all these transactions namely, L/Cs, Delivery Challan, Bills of Exchange etc. were genuine and valid. The above branch of respondent-Sonali Bank Ltd., in turn issued certificate and acceptance in favour of the negotiating banks of the petitioners saying that the shipping documents were all genuine and valid and the sale proceeds would be paid by the date of maturity.

9. Their further submission is that the payment has to be made on the documents supplied to L/C opening Bank (namely respondents Sonali Bank by the negotiating Bank Agrani Bank (Agargoan Branch) as per international customs having the force of law, i.e. UCPDC-600 (2007 Revision). L/C is an independent contract and not qualified by the original contract of sale though it is based on it and in the cases in hand since the L/C issuing bank, (Sonali Bank) found no discrepancy in the documents supplied by the sellers bank and moreover, Sonali Bank confirmed payment by advising the date of maturity, there is no scope further to stop the payment as such. It has been also contented that Sonali Bank is a statutory public authority as per Article 152 of the Constitution as well as local authority defined under section 2(27) of the General Clauses Act, 1897. Besides, UCPDC-600 has the force of law as defined by Article 152 of the Constitution. Consequently they have also argued that whatever the allegation may be made against the buyer or the seller outside the contract of L/C has no relevance for the obligations under the L/C. The remedies are available elsewhere, but L/C must be honoured only on the basis of L/C related documents.

10. They further contended that there is no allegation of fraud or forgery in respect of documents supplied by the banks of the sellers. Internal irregularities of the bank also will not affect payment under the L/C. Only vague allegations of fraud against L/C issuing forgery about document supplied by buyers for securing L/Cs are not relevant for the payment under the L/Cs to the negotiating bank. They went on submitting

that in respect of payment by the Sonali Bank principle of estoppel shall also operate and the bank is stopped from denying payment in as much as the negotiating bank of the seller acted in buying document on the confirmation made by the respondent Sonali Bank.

11. In support of the Rule in Writ Petition No. 1529 of 2013 i.e. withholding of payment by the Sonali Bank Mr Mainul Hosein cited some authorities :- *Uttara Bank vs Macneill and Kilbon Ltd. 33 DLR (AD) 298, Zyta Garments Ltd. vs Union Bank 55 DLR (AD) 56. , Gujrat State Financial Company vs M/s Lotus Hotel Pvt. Ltd. AIR 1983 (SC) 848 and also Standard Bank Ltd. vs Tripost Engineering and Training Company (GD) and others 56 DLR 55.* All these decisions have been focused on the settled proposition of law that when an irrecoverable Letter of Credit is open and confirmed by a bank such bank is left with no option but to honour its obligation under the Letter of Credit and pay.

12. As it has been submitted that UCPDC-600 through several article has also fortified the said proposition of law as discussed above.

13. In respect of Writ Petition No. 609 of 2013 which concerns with the illegal enlistment of the petitioners' name in the CIB list, Mr Mainul Hosein submits that the petitioners are neither loanee nor borrowers as the claim being for "sale proceed" on receipt of document of title. As no credit limit was sanctioned by the negotiating bank, only by purchase of document of title the petitioners automatically do not become borrowers under Article 42 of the Bangladesh Bank Order 1972.

14. The respondent Sonali Bank Ltd. in some cases paid 70% and in some cases even 90% of the 'sale proceeds' in advance and purchased the relevant shipping documents namely, L/Cs, Delivery Challan, Bills of Exchange etc. from the petitioners. The said negotiating Banks thereafter obtained sale proceeds from Sonali Bank Ltd. in some cases and failed to receive the sale proceeds in other cases. Hence, the negotiating Bank of the petitioners requested for payment and issued reminders to Sonali Bank Ltd. for payment of the unpaid sale proceeds. But the negotiating Banks failed to receive payment of the sale proceeds from Sonali Bank Ltd. Thereafter in league with Sonali Bank, Bangladesh Bank illegally but on a misconception of law has shown the said sale proceeds as loan and included the petitioners' name in the CIB list of Bangladesh Bank.

15. CIB is creation to Bangladesh Bank Order 1972 and it being protected by first schedule of the Constitution which shall prevail over the Bank Companies Act. It was also positive argument from the bar that the petitioners are not borrower under Article 42 where Credit Information has been defined in Bangladesh Bank Order 1972.

16. The petitioners received the advance payment against sale proceeds by selling their shipping documents to the negotiating bank thus transfer their title over the sale proceeds to the negotiating bank on the basis of the documents and the purchasing bank should get money from Sonali bank. Therefore, it cannot be claimed that the petitioners became loanee under the Bank Companies Act or borrower under the Bangladesh Bank Order. In any view of the matter the petitioners names should not have been included in CIB list as they are not borrowers or loanee.

17. Notably, in respect of second point for consideration i.e. illegal enlistment of the name of the petitioner in CIB list no authority has been cited by the learned counsel appearing for both the sides.

18. Mr Azizul Hoque, the learned Advocate appearing for the respondent No.8 in Writ Petition No. 1529 of 2012 by filing affidavit-in-opposition on the other hand opposes the Rule and made his

submissions. He has submitted two affidavits-in-oppositions in support of his contention. Be it mentioned that at one point of time we, in our anxiety, directed personal appearance of the Managing Director of Sonali Bank to clarify the entire aspect and he personally appeared before us and in his own way tried to give clarification explaining the entire scenario. We then asked Mr Azizul Hoque, the learned Advocate for the Sonali Bank to give further affidavit-in-opposition containing the statement of the Managing Director, Sonali Bank that have been stated before us and accordingly he submitted affidavit-in-opposition where in paragraph 3 it has been stated : In view of the facts and circumstances of the cases as narrated by the petitioner as lately discovered by the writ respondent No.8 Sonali Bank Limited that under a Memo dated 23 September, 2012 a complaint to the Chairman, Anti-Corruption Commission, Head Office, Segun Bagicha, Dhaka has been lodged against the writ petitioners and others and the Anti Corruption Commission vide its letter dated 10-3-2013 acknowledged the same stating, *inter alia,* that Anti-Corruption Commission filed several cases against the petitioners and others in Miscellaneous Case No.4842 of 2013 before this Division and filed Ramna Model Police Station (DNP) Case No. 9 dated 4-10-2012. The Respondent bank categorically lodged the complaint stating that:—

> "পূর্বপরিকল্পিতভাবে প্রতারণার উদ্দেশ্যে জাল দলিল ও অস্তিত্ববিহীন ভূয়া প্রতিষ্ঠান সৃজন করিয়া উক্ত জাল দলিলাদি ও অস্তিত্ববিহীন ভূয়া প্রতিষ্ঠান সমূহকে সঠিক বলিয়া উপস্থাপন করিয়া নিম্ন লিখিত উপায়ে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ আত্মসাত করিয়াছে।"

19. The copies of the complaint and their acknowledgement letter of the Anti-Corruption Commission have been annexed as Annexure- 'X' and 'X-1' to the affidavit-in-opposition. Therefore, he submits that while the cases of the petitioners are under investigation by the Anti-Corruption Commission (ACC) and also in other forum, in such situation the respondents bank cannot make any payment to the petitioners till their decisions.

20. In elaborating his submissions the learned counsel by filing another affidavit-in-opposition dated 8-7-2013 further submits that due to non-compliance/violation of existing rules and regulations in connection with disbursement and drawing of Funded Loan of the respondent No. 8 (Sonali Bank Limited, Hotel Sheraton Corp. Branch, Dhaka), Anti-Corruption Commission (ACC) has filed several cases against the officials of Sonali bank Limited and the applicant (Hall Mark Fashion Ltd., Farhan Fashion Ltd., Dol Apperals Ltd., Islam Fashion Ltd., T & Brothers Knit Composite Ltd. and Dress Me Fashion Ltd.) involving L/Cs. As a result some of the accused persons are now in jail and the cases are still pending before the court. Anti-Corruption Commission (ACC) also informed Sonali Bank Limited that the non-funded loan (Accepted Liabilities) of respondent No. 8 (Sonali Bank Limited, Hotel Sheraton Corporate Branch, Dhaka) is under their investigation. Bangladesh Bank's existing guidelines for Foreign Exchange Transactions (GFET) Volum-1, Chapter-7, Page-33 stipulates as under:

> "LC covering value more than USD 5000 or equivalent should be sent through SWIFT or other similar arrangements to the advising Bank."

21. অত্র শাখায় SWIFT সুবিধা থাকা সত্বেও তা ব্যবহার না করে Manually typed L/C. ইস্যু করা হয়েছে এবং সরবরাহকারীর (মেসার্স Taiba Rotor Spinning মিলস লিঃ)'র ব্যাংক ওয়ান ব্যাংক লিঃ শাখা, ঢাকা তা গ্রহণ করে Bill Purchase/negotiate করেছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান GTFET' ও নির্দেশনার পরিপন্থি (Violation)।

22. The relevant text of Bangladesh Bank's existing guidelines for Foreign Exchange Transactions (GFET) Volume-1, Chapter-7, Page-39 Para 37 stipulates as under:

> "Inland back to back L/Cs denominated

in foreign exchange may be opened in favour of local manufacture-cum-suppliers of inputs."

23. অথচ কর ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক গঠিত পরিদর্শন টিমের দাখিলকৃত পরিদর্শন প্রতিবেদনে রীট আবেদনকারী আলভী স্পিনিং মিলস লিঃ (সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান) এর ফ্যাক্টরীতে উৎপাদিত ১০-২০ কাউন্টের সুতা রপ্তানীমূখী নীট গার্মেন্টস শিল্পে ব্যবহারের কোন অবকাশ নেই। ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় অধিক সরবরাহ অর্থাৎ বিদ্যমান মেশিন এর মাধ্যমে উৎপাদিত যৎসামান্য পণ্য দ্বারা এলসি'র চাহিদাকৃত পণ্যেও যোগান দেয়া/সরবরাহ করা কোন ভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারখানার সার্বিক দিক তথা উৎপাদিত পণ্যের ধরণ, দৈনিক উৎপান ক্ষমতা বা সক্ষমতার বিচাওে মাঃ ডঃ ৫২,১১,০০০ মূল্যমানের বিপুল পরিমান সুতা সরবরাহের বিষয়টি যথেষ্ট অসংগতিপূর্ণ মর্মে উল্লেখ করা হয়েছে।

24. Though the subject L/Cs stipulate that "this credit is subject to uniform customs and practice for documentary credit 2007 (Revision) International Chamber of Commerce publication No. 600" but this rule/norms are not applicable where High Scale irregularities, fraud/forgeries are involved and the Court cases filed by ACC is pending. So at this stage the question of payment the bills dues not arise.

25. Therefore, he submits that in all fairness this Rule should be discharged outright.

26. That being the situation the questions need to be addressed by this Division in all these Petitions are whether under the facts and circumstances of the different cases in hand the L/C issuing bank was at all justified in withholding the payment to be paid by honouring respective L/Cs and whether the enlistment of the names of the petitioners in the list of CIB by the respondent Bangladesh Bank is in keeping with the relevant provisions of law.

27. Let us now discuss the first point.

28. The decisions referred to above consistently spelt out that when an irrecoverable Letter of Credit issued/opened and confirmed by the bank such a bank is left with no option but to respect its obligation under the letter of credit and pay if the draft and documents are found to be in order and terms and conditions of such L/C satisfied.

29. In *55 DLR (AD) (56)* referred to above our Appellate Division clearly observed in paragraph-9

> "As soon as the letters of credit are established between the issuing bank and the negotiating bank, it becomes an independent agreement between the two banks, neither the seller nor the buyer has any (privacy) to that agreement. It is by nature a separate transaction from the sale agreement between the seller and the buyer. Consequently, the undertakings and obligation of a bank to pay, accept and pay drafts or negotiate under a letter credit are not subject to claims or defences by either the seller or the buyer. The only exception to this strict rule is the knowledge of the bank that the documents presented are forged and fraudulent."

30. Customer cannot instruct the bank not to pay and bank cannot act upon such instruction, if any, for withholding the payment. Any dispute between buyer and seller is to be settled between them in accordance with the terms and conditions of the contract of sale. If the buyer suffers in any way, he can file suit for damages. But at the same time in all these decisions it has also been manifested that only exception to such general statement of principle i.e. recognized by a court of law is obvious and clear case of fraud brought to the knowledge of the L/C issuing bank. However, mere allegation of fraud is not sufficient to entitle the issuing bank to withhold payments. It must be found that the draft/ documents submitted for payment must be tainted by real fraud. When that can be established only in that case payment can be refused by the issuing bank.

31. Article-5 of UCPDC-600 envisages that bank deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.

32. Article-7 depicts issuing Bank undertaking as under:—

a. Provided that the stipulated documents are presented to the nominated bank or to the issuing bank and that they constitute a complying presentation, the issuing bank must honour if the credit is available.

b. An issuing bank is irrevocably bound to honour as of the time it issues the credit.

c. An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank that has honoured or negotiated a complying presentation and forwarded the documents to the issuing bank. Reimbursement for the amount of a complying presentation under a credit available by acceptance or deferred payment is due at maturity, whether or not the nominated bank prepaid or purchased before maturity. An issuing bank's undertaking to reimburse a nominated bank is independent of the issuing bank's undertaking to the beneficiary.

33. On the other hand UCPDC-600 through its several Articles also focused exception to the proposition of law as discussed above. Article 34, 36 & 37 of UCPDC-600 envisage a bank assumes no liability or responsibility for the Form, sufficiency, accuracy genuineness, falsification or legal effect of any document or for general or particular condition stipulated in a document. Needless to mention that it concerns about L/Cs.

34. UCPDC-600 Article-36 clarifies further:—

"A bank assumes no liability or responsibility for the consequences arising out of the interruption of its business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars, acts of terrorism, or by any strikes or lockouts or any other causes beyond its control."

35. The submissions of Mr Hasan Arif and Mr Mainul Hosein on different points have been considered by us in meticulous adherence to the settled proposition of law in a given situation.

36. Lord Denning once observed in *[R vs Metropolitan Police Commissioner (1968) 2 All. E.R.-139]* that silence is not an option when things are ill done. May be His Lordship in a particular case observed this but we have found that in many grave exigencies this immutable observation still applies. We have come across from the affidavit-in-opposition of the Respondent bank as quoted above that the parties involved in all these petitions are alleged to have been involved in a large scale of scam and mall practices which touched the conscience of the people of the country of late. However, that is not relevant for the purpose of deciding the petition at all. Significantly in all the decisions referred to above we have found that all the cases were first filed in the court of origin i.e. the trial court and then went up to the High Court Division and Appellate Division. Not a single decision on this issue could be found in a Writ jurisdiction.

37. Truth or otherwise of the allegation whatsoever branded against the parties shall have to be decided of course on evidence and in the court of origin i.e. in the trial court. This Court in summary jurisdiction under Article 102 while exercising its discretion will be loath to interfere with and give a decision in such a situation. In the case of *Chairman, Bangladesh Water Development Board vs Shamsul Hoque and Company Ltd. 51 DLR (AD) 169* Chief Justice Mustafa Kamal (As his Lordship then was) held the direction of the High Court Division to pay a sum of Taka 24,90,724.25 by the respondent No. 1 Bangladesh Water Development Bank to the Writ Petitioner to be untenable in Writ jurisdiction His Lordship

observed:

"The High Court Division in its writ jurisdiction is not a court for the recovery of money and has no jurisdiction to give a direction for payment of a particular amount of money, to the writ petitioner unless the amount claimed is both an admitted amount as well as statutory payment."

38. Moreover, the cases are absolutely based on contract between the parties as such this Division would be reluctant to dwell upon the same. The parties, if so advised, can redress their grievances, if any, before the appropriate forum. Therefore, the first point which relates to the first part of the Rule has no legs to stand and fails.

39. Next comes the second part i.e. the illegal inclusion of the names of the petitioner in the list of CIB by the Bangladesh Bank. Substituted section 5 Ga Ga of Bank Company Act (ব্যাংক-কোম্পানী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৭নং আইন) এর ৪(খ) ধারাবলে দফা (গগ) প্রতিস্থাপিত) defines defaulter borrower. It says:—

"খেলাপী ঋণ গ্রহীতা" অর্থ– কোন দেনাদার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী যাহার নিজের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে প্রদত্ত অগ্রীম, ঋণ বা অন্য কোন আর্থিক সুবিধা বা উহার অংশ বা উহার উপর অর্জিত সুদ বা উহার মুনাফা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ৬(ছয়) মাস অতিবাহিত হইয়াছে।"

ব্যাখ্যা।–এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানী অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক না হইলে অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানে তাহারা বা উহার শেয়ারের অংশ ২০% এর অধিক না হইলে অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঋণের জামিনদাতা না হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠান তাহার বা উহার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য হইবে না;]

40. Section 27 KaKa depicts that whenever names of the loan defaulter by any bank company have been sent to the Bangladesh Bank who in its turn at once enlist the name in the CIB list. It has no choice other than that. In every three months it rotates which is a continuing process. Mr Hosein tried to impress upon us that as per Article 42 of Bangladesh Bank Order 1972 where borrower have been categorized, no definition of loan has been given and the definition of loan বা ঋণ which could be found in Artha Rin Ain 2003 in section 2 Ga is also for the purpose of realizing money under the Ain itself.

41. In the case of *M/S Ripon Traders vs Bangladesh Bank, VII ADC (2010) 152* the enlistment of the name of the incumbent in list of CIB by the High Court Division was held to be justified. The Appellate Division upheld the said decision of the High Court.

42. In *Md Abul Kashem vs Mahmudul Hasan, IX ADC (2012) 489*, our Appellate Division held that section 27 KaKa of Bank Companies Act, 1991 provides for identification and preparation of a list of defaulter loanees by the bank itself and then to send it to Bangladesh Bank. The purpose of sending such list to the Bangladesh Bank having regulatory authority, is clearly stated in subsections (2) and (3) to the effect that Bangladesh Bank shall distribute such list to other banks and financial institutions which are prohibited from giving loan to the defaulter.

43. Mr Shamim Khaled Ahmed, the learned Senior Advocate appearing for the Bangladesh Bank, however, by filing affidavit-in-opposition detailed out and clear the scheme of loan and its implication in terms of section 5 GaGa of Bank Companies Act read with section 27 KaKa and Article 42 of Bangladesh Bank Ordinance 1972 with special reference to section 2 of Artha Rin Adalat Ain that defines loan. Mr Khaled categorically submits that in paragraph 5 of the Writ Petition No. 235 of 2013 in particular and also in other petitions statements to the effect that amount received by the Respondent beneficiary is not a loan rather a "sale proceed" is totally misconceived and not at all correct. He clarified:-

"It is stated that in amount admittedly

received by the writ petitioner from the respondent No. 4 United Commercial Bank Ltd. admittedly by way of 'bill purchase' is a term of art known and understood throughout the business world. The term bill purchase is very much in the definition of loan in Artha Rin Adalat Ain 1990 and its substitute Artha Rin Adalat Ain 2003. 'Loan' as defined in section 2 of the Ain is as follows:—

"ঋণ" অর্থ

১। অগ্রিম, ধার, নগদ ঋণ, ওভার ড্রাফট ব্যাংকিং ক্রেডিট, বাটাকৃত বা ক্রয়কৃত বিল, ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ বা অন্য যে কোন আর্থিক আনুকূল্য বা সুযোগ-সুবিধা, যে নামেই অভহিত হউক না কেন;

২। গ্যারান্টি, ইনডেমনিটি, ঋণপত্র বা অন্য কোন আর্থিক বন্দোবস্ত যাহা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ঋণ গৃহীতার পক্ষে প্রদান বা জারী করে বা দায় হিসাবে গ্রহন করে।

৩। কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে প্রদত্ত কোন ঋণ; এবং

৪। পূর্ববর্তী ক্রমিক (১) হইতে (৩) এ উল্লিখিত ঋণ, বা ক্ষেত্রমত ইসলামী শরীয়াঅনুযায়ী পরিচালিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থ এর উপর বৈধভাবে আরোপিত সুদ, দণ্ড সুদ বা মুনাফা বা ভাড়া:"

44. We have found considerable force in the submissions of learned counsel for Bangladesh Bank. It is clear that the assertions and averments made by the petitioners in different petitions that the amount received from the negotiating bank is a "sale proceed" does not at all merit substance. We hold that it is absolutely an "advance" taken by the customer within the meaning of section 2 of the Artha Rin Ain, 2003 that defines advance as a loan and therefore, attracts section 5 (GAGA) of the Bank Company Act and for that reason inclusion of the names of the petitioners in the list of C1B is justified. Submission of Mr Moinul Hosein for the petitioner on that score is misconceived and fallacious one. Our Appellate Division and this Division in several decisions had already decided this aspect which is no longer a res integra. *(All the underlines are mine to add emphasis)*

45. Fortified with all the decisions referred to above conjunct with the discussions and observations made thereto we are of the view that both the Writ petition Nos. 1529 of 2013 and 609 of 2013 miserably fail and for that matter all other Writ Petitions having been standing on the same footing also equally fail. They are absolutely devoid of any substance and should be discharged.

46. In the result all the Rules are discharged without any order as to cost. The orders of stay granted earlier by this court are hereby recalled and vacated.

Md Ashraful Kamal J: I agree with His Lordship Md Ashfaqul Islam, J. that the Rules should be discharged. I would however, add some observations of my own since the questions raised in the Rules are of considerable public importance.

48. The Hall Mark episode has been the 'talk of the country'. The Hall Mark loan scandal has put the entire banking sector in an embarrassing situation and the confidence of the depositors has gone shattered in consequence.

49. The petitioners' cases are based on a claim arising out of a commercial letter of credit. The facts may be briefly stated at the outset:

According to the petitioners, their customers intended to purchase garments products from them to export garments to their (purchasers) buyers. For the purpose of facilitating trade, their customers opened back-to-back letter of credit in their respective banks in favour of the petitioners to purchase the garments products. After that their customers sent those LCs to the petitioners.

The petitioners then submitted those LCs to their respective banks and took 90% of the

LC amount as sale proceeds. Thereafter, petitioners have supplied the goods and their customers received those goods duly.

After that petitioners respective banks (Negotiating Bank) submitted all the documents of the goods delivered by the petitioners as per LC before the LC issuing bank i.e Sonali Bank to have their payment against the letter of credit. But the respondent Sonali Bank refused to pay LC amount of the petitioners' to their respective banks.

50. In view of the above situation the petitioners invoked this extraordinary jurisdiction under Article 102 of the Constitution and the above Rules were issued in the following three different terms:

a) Why a direction should not be given upon the respondents to pay the outstanding bill along with overdue interest of the petitioners.

b) Challenging the enlistment of the names of the petitioners in the CIB list of its Credit Information Bureau as loan defaulter to be illegal and a direction was sought for the enlistment should be declared to have been done without lawful authority having no legal effect.

c) both the terms as aforesaid.

51. Since the entire matter relates to Letter of Credit, therefore, it is necessary to understand what Letter of Credit is.

52. Letters of credit [LCs] are one of the most versatile and secure instruments available to international traders. An LC is a commitment by a bank on behalf of the importer (foreign buyer) that payment will be made to the beneficiary [exporter] provided that the terms and conditions stated in the LC have been met, as evidenced by the presentation of specified documents. Since LCs are credit instruments, the importer's credit with his bank is used to obtain an LC. The importer pays his bank a fee to render this service.

53. Letters of credit (LCs) are also referred to as a documentary credit, is a contractual agreement whereby the issuing bank (importer's bank), acting on behalf of its customer (the importer or buyer), promises to make payment to the beneficiary or exporter against the receipt of "complying" stipulated documents. The issuing bank will typically use intermediary banks to facilitate the transaction and make payment to the exporter.

54. Letters of credit (LCs) are a separate contract from the sales contract on which it is based; therefore, the banks are not concerned with the quality of the underlying goods or whether each party fulfils the terms of the sales contract. [Article 4 of UCP 600 (2007 Revision)]

55. The bank's obligation to pay is solely conditioned upon the seller's compliance with the terms and conditions of the LC. In LC transactions, banks deal in documents only, not goods. [Article 5 of UCP 600 (2007 Revision)]

56. The Letters of Credit (LCs) are always irrevocable, which means the document may not be changed or cancelled unless the importer, banks, and exporter agree. [Article 2 of UCP 600 (2007 Revision)]

57. There are two types of letters of credit: commercial and standby. Commercial letters of credit are used primarily to facilitate foreign trade. The commercial letter of credit is the primary payment mechanism for a transaction, whereas the stand-by letter of credit is a secondary payment mechanism.

58. A commercial letter of credit is a contractual agreement between a bank, known as the issuing bank, on behalf of one of its customers, authorizing another bank, known as the advising or confirming bank, to make payment to the beneficiary. The issuing bank, on the request of its customer, opens the letter of credit. The issuing

bank makes a commitment to honour drawings made under the credit. The beneficiary is normally the provider of goods and/or services.

59. Commercial letters of credit have been used for centuries to facilitate payment in international trade. Their use will continue to increase as the global economy evolves.

60. Letters of credit used in international transactions are governed by the International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits. The general provisions and definitions of the International Chamber of Commerce are binding on all parties.

61. The International Chamber of Commerce's (ICC), which was established in 1919, had as its primary objective facilitating the flow of international trade.

62. The Uniform Customs and Practice (UCP) for Documentary Credits is promulgated by the Commission on Banking Technique and Practice of the International Chamber of Commerce headquartered in Paris, France. It articulates standard international commercial letter of credit practice.

63. The current revision, ICC Publication No. 600 [UCP600), became effective July 2007. Prior versions were issued in 1932 (UCP82), 1951 (UCP151), 1962 (UCP222), 1974 (UCP290) 1983 (UCP 400) and 1994 (UCP 500).

64. On the other hand, domestic letters of credit or Inland Letter of Credit (ILC) are used as payment instruments for business transactions in which the principal and the beneficiary live in the same country. They are defined as the conditioned payment order a loan institution (issuing bank) issues to guarantee that a business corporation (buyer/principal) will pay another (seller/beneficiary) and honour its payment obligations upon receiving certain documents regarding the sale of goods or services, which must comply with all of the terms and conditions established in such Letter of Credit.

65. In the cases in hand, admittedly the applicants of the Letters of Credit and the beneficiaries (petitioners) of the letters of credit are living in the same country i.e Bangladesh; therefore, the back-to-back letters of credit herein are Domestic Letters of Credit or Inland Letters of Credit (ILC). In these letters of credit it is stipulated that those are governed by the International Chamber of Commerce Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCP 600 (2007 Revision).

66. Since in the case in hand, the Inland Letters of Credit presented by the petitioners are alleged to have been obtained by fraud, so these Letters of Credit have to be examined thoroughly.

67. As per Article 28 of the ICC Uniform Customs and Practice says that;

"a.....

b.....

c.....

d.....

e.....

f. (i) The insurance document must indicate the amount of insurance coverage and be in the same currency as the credit.

(ii) A requirement in the credit for insurance coverage to be a for a percentage of the value of the good's of the invoice value or similar is deemed to be the minimum amount of coverage required.

If there is no indication in the credit of the insurance coverage required, the amount of insurance coverage must be at least 110% of the CIF or CIP value of the goods.

When the CIF or CIP value cannot be determined from the documents, the amount of insurance coverage must be calculated on the basis of the amount for which honour or negotiation is requested or the gross value of

the goods as shown on the invoice, whichever is greater.

iii. The insurance document must indicate that risks are covered at least between the place of taking in charge or shipment and the place of discharge or final destination as stated in the credit.

g. A credit should state the type of insurance required and, if any, the additional risks to be covered. An insurance document will be accepted without regard to any risks that are not covered if the credit uses imprecise terms such as "usual risks" or "customary risks".

h.....

i.....

j....."

68. On a plain reading of the aforesaid Article 28 it appears that a credit should state the type of insurance required but in the case in hand none of the letters of credit mentioned the name of the insurance company and its type. Rather the column of the insurance of the Letters of Credit was found blank.

69. Moreover, according to the guidelines issued by Bangladesh Bank for foreign exchange transactions (FFET) Volume I, Chapter-7, page-33, which provide that "LC covering value more than USD 5,000 or equivalent should be sent through SWIFT Code or other similar arrangements to the advising Bank". But, mysteriously, in the instant letters of credit, SWIFT Code were not used and issued neither by the negotiating Bank nor by the L/C issuing Bank.

70. Apart from that, according to inspection report dated 8th July, 2012, the letters of credit in question were not issued by the Sonali Bank Limited, and acceptance also were not issued by the said bank and the respective Inland Letters of Credit (1LC) were not found in Bank's record.

71. Further, according to Inspection report dated 14th October, 2012, the letters of credit in question issued by the 26 Branches of several Banks for which no register acceptance of margin and realization of commission and acceptance of the bills were not available in the records of the Sonali Bank. This may be the result of running unauthorized/parallel banking operation by some officials in connivance with the concerned client.

72. During the course of Sonali Bank's audit, the audit team have obtained and reviewed the documents provided by the private banks in support of their lodged claims against accepted bills, but they have however been informed by the Branch Management that no Inland Letters of Credit were opened or issued from the concerned Branch and acceptance on inland bills were not given by the said Branch. Transaction occurred between Sonali Bank Ltd. and other commercial Banks which purchased inland bills, has been obtained illegally out of Bank's network, without recording of the related transactions in the books of the Branch.

73. So, in issuing these Inland Letters of Credit, Credit discipline has been grossly violated and disregarded in defiance of the existing rules, regulations, principles and guideline of bank.

74. The documents submitted by the private commercial banks do not contain all the required supporting papers to establish their right against the claims. They could not provide any documents to confirm that the acceptances have been taken by them from concerned branch through the Branch Management or proper official channel. Moreover the documents submitted by other banks against accepted bills were not signed /endorsed by the Branch In-charge or the Manager.

75. Bills purchasing banks (negotiating banks of the petitioners) should be held responsible for taking such acceptances without observing generally accepted banking norms i.e. through

official channel. Therefore, we can assume that the concerned private commercial banks have purchased inland bills from the suppliers without discharging their responsibility diligently in purchasing such bills. They have also taken the acceptances without any proper channel of Agargaon Branch of Sonali Bank Ltd. We have also found that in most of the cases acceptances were obtained from concerned Branch by these bill purchasing banks through interested party which has created the opportunity of parallel banking.

76. So it appears from the record that Hall Mark group has managed to obtain a fake letter of credit (LC) from abroad and submitted it to Sonali Bank, Rupashi Bangla Branch to have opening local back-to-back letter of credit in the name of its sister concern, which maintain their account with other banks. The other banks thereafter submitted a fake fabricated local bill to Rupashi Bangla Branch of Sonali Bank for acceptance. After having obtained the acceptance of Sonali Bank, the respective banks paid the bill amount to the beneficiary by debit to their IBP account. On maturity date of the bill, the collecting bank availed the bill proceeds from the Sonali Bank and adjusted the IBP outstanding accordingly. Without movement of any goods, Hall Mark group have snatched away the public money in the name of fake spinning companies.

77. The Sonali Bank is not only the largest nationalised bank in Bangladesh, but also the biggest commercial bank in this sector having the responsibility to perform the treasury function of the Sonali Bank places, where Bangladesh bank does not have its runs. Sonali Bank has been functioning with full confidence of the people and the nation as a whole. The Hall mark scam has not only thrown the Sonali Bank in a 'black hole' but also ruined the trust and confidence of the people in the entire banking sector.

78. About Taka 3700 crore that has been distributed alone in the name of Hall Mark by Sonali Bank, Rupashi Bangla Branch, which includes the amount taken by their sister concern in the name of various Spinning Mills from other banks.

79. As per Bangladesh Bank guide lines, the single/party exposure is maximum 30% (funded 15% and non-funded 15%) of the respective banks paid up capital. The present paid up capital of Sonali Bank Ltd. is Taka 1125.00 crore. Therefore, Sonali Bank Ltd. can extend credit facility to a single party to the tune of Taka 168.75 crore as funded and Taka 164.75 as non-funded, Taka 337.50 crore in total.

80. Therefore, it is crystal clear that Sonali Bank allowed Taka 3700 crore to a single party (Hall Mark) as opposed to the 337.50 crore breaking the single party exposure limit as fixed by Bangladesh bank, the central bank of the country.

81. Lord Denning Mr. in the case of *Edward Owen Engineering Ltd. vs Barclays Bank International Ltd. and Umama Bank* reported in *1978 Lloyd's Law Reports Vol-1 page 166,* wherein it has been observed.

> "It is not concerned in the least with the relations between the supplier and the customer nor with the question whether the supplier has performed his contracted obligation or not nor with the question whether the supplier is in default or not. The bank must pay according to its guarantee on demand, if so stipulated, without proof of conditions. The only exception is when there is clear fraud of which the bank has notice." *(emphasis is supplied)*

82. As per Article 34 of the ICC Uniform Customs and Practice the UCP 600 (2007 Revision) it speaks about the disclaimer on effectiveness of Documents which reads as thus;

> "A bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, or for the general or particular

conditions stipulated in a document or superimposed thereon; nor does it assume any liability or responsibility of the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods, services or other performance represented by any document, or for the good faith or acts or omissions, solvency, performance or standing of the consignor, the carrier, the forwarder, the consignee or the insurer of the goods or any other person." *(emphasis is supplied)*

83. Therefore, on a reading of the aforesaid article 34 it is crystal clear that a bank assumes no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification.

84. Since in the present cases in hand the respondents Bangladesh Bank and Sonali Bank disputed the Inland back-to-back letters of credit presented by the petitioners [beneficiaries] being forged documents, therefore, the issuing bank of the letters of credit has no liability or responsibility to honour them.

85. So, a letter of credit bank undertakes to honour a document that represents the underlying transaction. But, it does not undertake to honour a document that is fraudulent regardless of the innocence of the person presenting it.

86. In the present case it was alleged that Inland back-to-back letters of credit submitted by the petitioners are false documents by colluding with the applicant or a third party and there isn't any true basic transaction.

87. Fraud vitiates everything and in most cases it originates when a commercial party contracts with a rouge.

88. Thus it appears that only in two exceptional circumstances an issuing bank can absolve it's responsibility of not honouring the obligation created by it under a letter of credit. Firstly, if it is proved that there is a clear fraud of which it has knowledge the bank may refuse to pay and secondly, if the cases are of such a nature that there is very special circumstance which warrants an interference by the court.

89. Since the genuineness of these letters of credit have been questioned by the issuing bank, therefore, under Article 102 we cannot entertain complicated disputed question of the fact as to whether the letters of credit annexed herein in the writ petitions are genuine or not.

90. The well-known principle that complicated questions of fact should not be entertained in a writ petition and the writ jurisdiction cannot be invoked when any alternative remedy is available to the aggrieved party cannot be disregarded at all. In the summary proceedings under Article 102 of the constitution, it is neither desirable nor advisable to enter into their merit and record a finding as to a disputed question of fact.

91. In the case of *New India Tea Company Ltd. vs Bangladesh* reported in *31 DLR (AD) (1979) 303* it was held that;

> "There is a long line of decisions in favour of the view that the High Court should not enter into disputed questions of fact nor decide any question as to title which require investigation into facts and taking of elaborate evidence."

92. It is necessary to quote section 45 of the Banking Companies Act, 1991, which runs thus:

> "৪৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশ দানের ক্ষমতা।-(১) বাংলাদেশ ব্যাংক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে,-
>
> (ক) জনস্বার্থে, বা
>
> (খ) মুদ্রানীতি এবং ব্যাংক-নীতির উন্নতি বিধানের জন্য, বা
>
> (গ) কোন ব্যাংক-কোম্পানীর আমানতকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী বা ব্যাংক-কোম্পানীর স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কার্যকলাপ প্রতিরোধ করার জন্য; বা

(ঘ) কোন ব্যাংক-কোম্পানীর যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য, সাধারণভাবে সকল ব্যাংক-কোম্পানীকে, অথবা বিশেষ কোন ব্যাংক-কোম্পানীকে নির্দেশ প্রদান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযথ নির্দেশ জারী করিতে পারিবে; এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-কোম্পানী উক্ত নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকিবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক স্বেচ্ছায় অথবা উহার নিকট পেশকৃত কোন আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবে, এবং এইরুপ বাতিলকরণ বা পরিবর্তন শর্তসাপেক্ষে হইতে পারিবে।

93. So the supervisory powers of the Bangladesh Bank within the meaning of section 45 of the Bank Companies Act, 1991which is to the effect:

(a) In the public interest; or

(b) In furtherance of monetary and banking policy; or

(c) To prevent the affairs of any banking company being conducted in a manner detrimental to the interest of the depositors of any banking company or in a manner prejudicial to the interest of the banking company; or

(d) To secure the proper management of any banking company.

94. It is a well-settled principal of law that in order to get a Rule of *mandamus* the petitioner must show that his claim is rooted in the statute or statutory Rule.

95. So, it is always required that the applicant for a *mandamus* should have a specific legal right to enforce the performance of those duties.

96. In the case of *Queen vs Guardians of the Lewisham Union,* reported in *(1897) 1 QB 498* it was observed;

"This court would be far exceeding its proper functions if it were to assume jurisdiction to enforce the performance by public bodies of all their statutory duties without requiring clear evidence that the person who sought its interference had a legal right to insist upon such performance."

97. In the case of *Talekhal Progressive Fisherman Co-operative Society Ltd. vs Bangladesh* reported in *1981 BLD (AD) 103* wherein it has been runs thus:

"In order to entitle a person to ask for performance of any public duty by *mandamus* it is necessary to show that he has a legal right for claiming such performance apart from the fact that he is interested in the performance of the duty."

98. In the case of *National Engineers vs Ministry of Defence* reported in *44 DLR (AD) 179* our Apex Court held thus:

"In order to enforce the performance by public bodies of any public duty by *mandamus*, the applicant must have a specific legal right to insist upon such performance".

99. So, a writ of where there is a statutory duty imposed upon the public bodies and there is a failure on the part of that public bodies to discharge their statutory obligations. The paramount function of a writ is to compel performance of public duties prescribed by statute and to keep public bodies exercising public functions within the limits of their jurisdiction. Therefore, *mandamus* may issue to compel the public bodies to do something, it must be shown that there is a statute which imposes a legal duty and the aggrieved party has a legal right under the statute to enforce its performance.

100. Section 45 of the Act gives a clear indication, as to which situation Bangladesh Bank shall act and the petitioners failed to show us any legal right under section 45 of the Act which imposed a legal duty upon the Bangladesh Bank. Therefore, the petitioners are not entitled to seek any relief under section 45 of the Banking

Companies Act; 1991 and, as such, these writ petitions are not maintainable in law.

101. The petitioners' main allegation is against their respective negotiating banks (those are private banks) and, as such, writ petition does not lie under the provision of Article 102 of the Constitution,

102. Since the petitioners are borrowers (as they took 90% of the sale proceeds of the letters of credit as loan from their respective negotiating banks), they are obliged to repay their outstanding liability to their respective banks as their letters of credit were refused by the LC issuing banks being forged and the petitioners are also subject to the provisions of Artha Rin Adalat Ain, 2003.

103. The petitioners being defaulter-borrowers completely failed to show us any such specific legal right which imposes a legal duty upon the Bangladesh Bank.

104. According to *M/s Ripon Traders vs Bangladesh Bank* reported in *VII ADC (2010) 152,* it was held that "once the borrower is found by the bank as loan defaulter under section 27KaKa of Bank Companies Act, 1991. Every bank is required to send its report to Bangladesh bank and then Bangladesh Bank in turn is required in the interest of the lending market and the national economy at large in general and for compliance of the relevant laws in particular to send such list of loan defaulter to each and every banking company and or financial institution."

105. In the instant cases as the petitioners as borrowers cannot curtail the power of the respondent No.2 by filing the instant writ petitions with a prayer for direction upon the respondents not to show their names in the CIB list.

106. Relying on the principle of law, in the instant case, we find that alternative forum is open to the petitioners to ace their grievances seeking remedy before the civil court and hence we are inclined to keep our hands off in the matter of deciding the case on merit.

Having regard to the facts and circumstances of the case, we hereby discharge the Rules with observation that the petitioners may seek remedy in the proper forum, if any, for vindication of their right, if they are so advised.

Ed.

HIGH COURT DIVISION
(Criminal Revisional Jurisdiction)

Zubayer Rahman Chowdhury J Md Abu Zafor Siddique J	Abdur Razzak (Md)..... .....Informant-Petitioner vs
Judgment July 3rd, 2014.	Shamsul Hoque and others .....Opposite-Parties*

Code of Criminal Procedure (V of 1898)
Section 342

Not only did the Judge fail to bring the incriminating evidence adduced by the prosecution witnesses to the notice of the accused persons, but he also did not care to write the answers given by the accused persons to the questions. More importantly, the concerned Judge also did not bother to sign the form. Such callous and reckless conduct of the Judge has not only prejudiced the accused persons, but has also vitiated the judgment. .....(8 & 9)

Rafiqul Islam Mehedi, Amirul Islam and Omer Faruk, Advocates—For the Petitioner.

Md Fazlur Rahman Khan, DAG—For the State.

Judgment

Zubayer Rahman Chowdhury J: By this application under section 439 read with section 435 of the Code of Criminal Procedure, the

*Criminal Revision No. 212 of 2001.

informant-petitioner seeks to challenge the legality and propriety of the judgment and order dated 26-10-2000 passed by the learned Additional Sessions Judge, Gaibandha in Sessions Case No. 43 of 1993 acquitting all the accused opposite-parties from the charge under section 302/34 of the Penal Code.

2. Mr Rafiqul Islam Mehedi, the learned Advocate along with Mr Amirul Islam and Mr Omer Faruk, the learned Advocates appear for the petitioner, while the State is being represented by Mr Md Fazlur Rahman Khan, the learned Deputy Attorney-General.

3. Mr Mehedi has placed the instant application, the depositions of the prosecution witnesses and impugned judgment and order dated 26-10-2000. Mr Mehedi submits that the occurrence in question took place on 4-1-1993 in broad day light at about 11-30 AM in the presence of several witnesses, who had deposed consistently as to the time, place and manner of occurrence.

4. Referring to the Medical Report, Mr Mehedi submits that the Post-mortem Examination Report receives corroboration from the testimony of the prosecution witnesses at to the nature and manner of injuries sustained by the deceased. According to Mr Mehedi, despite such positive evidence on record, the learned Additional Sessions Judge, Gaibandha failed to evaluate the evidence properly and passed the order of acquittal in respect of the opposite-parties, which has resulted in an error of law, occasioning failure of justice. Consequently, the impugned judgment and order of acquittal dated 26-10-2000 is liable to be set-aside.

5. Mr Fazlur Rahman Khan, the learned Deputy Attorney-General (briefly, the DAG) appearing on behalf of the State supports the submission advanced by Mr Mehedi. The learned DAG submits that the learned Judge failed to evaluate the positive evidence on record and passed the impugned judgment and order dated 26-10-2000, which requires interference from this Court. According to Mr Khan, the case should be sent back on remand to the Court below for writing out a judgment afresh on the basis of the evidence that is already on record.

6. We appreciate the submission advanced by the learned DAG, which goes to show that he has truly discharged his duty as an Officer of the Court.

7. We have perused the instant application together with the documents annexed thereto, more particularly, the deposition of the prosecution witnesses and the impugned judgment and order dated 26-10-2000.

8. We have also taken note of the examination of the accused persons conducted under section 342 of the Code of Criminal Procedure. Needless to mention that we are shocked and dismayed to note the manner in which such examination has been conducted by the concerned Judge. Not only did the Judge fail to bring the incriminating evidence adduced by the prosecution witnesses to the notice of the accused persons, but he also did not care to write the answers given by the accused persons to the questions. More importantly, the concerned Judge also did not bother to sign the form.

9. Such callous and reckless conduct of the Judge has not only prejudiced the accused persons, but has also vitiated the judgment.

10. Having regard to the facts and circumstances of the case and having considered the submissions advanced by Mr Mehedi and Mr Khan, in which we find considerable force and substance, we are inclined to hold that the impugned judgment and order of acquittal dated 26-10-2000 warrants interference from this Court.

11. In the result, the Rule is made absolute.

12. The judgment and order dated 26-10-

2000 passed by the learned Additional Sessions Judge, Gaibandha in Sessions Case No. 43 of 1993 acquitting all accused opposite-parties from the charge under section 302/34 of the Penal Code, is hereby set-aside.

13. Sessions Case No. 43 of 1993 is sent back on remand to the Court below.

14. No further evidence shall be adduced.

15. The learned Judge of the concerned Court shall re-examine the accused persons once again under section 342 of the Code of Criminal Procedure, in accordance with law. The learned Judge may allow both the sides to make further submissions, if so advised. Thereafter, the learned Judge shall write out a judgment on the basis of the evidence that is already on record.

16. The opposite-party Nos. 1 to 18 namely, 1) Shamsul Hoque, son of late Naya Mia. 2) Babul Mia, son of late Abdul Bari, 3) Mansur Alam, son of late Nurul Hossain, 4) Sohrab, son of late Nurul Hossain, 5) Mamin, son of late Mubarak Ali, 6) Salam, son of Moniul Hoque, 7) Dudu Mia, son of late Amin Uddin, 8) Syed Ali, son of late Muslem Uddin, 9) Abul Kashem, son of late Shames Prodhan, 10) Abu Bakar, son of late Naya Mia Mandal, 11) Jhunu Mia, son of late Nurul Hossain, 12) Chandu Mia, son of late Abul Kashem, 13) Hajirul, son of late Abul Kashem, 14) Musta Mia, son of late Mubarak Ali, 15) Abdul Alim, son of late Abdul Bari Mandal, 16) Lavlu Mia, son of late Abdul Bari Mandal, 17) Badal Mia, son of late Abdul Bari Mandal and 18) Ahshan Habib, son of late Nurul Hossain, are directed to surrender before the concerned Court within a period of 4 (four) weeks from the date of receiving the copy of the order passed today.

17. If the opposite-parties fail to comply with the directive passed today, the learned Judge shall issue warrants of arrest and direct the law enforcement agencies to take the accused opposite-parties into the custody forthwith.

18. The learned Judge of the concerned Court below is further directed to take up and conclude the case within a period of 12(twelve) weeks from the date of receiving the copy of this judgment along with the case records, positively.

19. The learned Judge is further directed to send a report of compliance to this Court through the Register, Supreme Court of Bangladesh.

20. Let a copy of this judgment be sent to the then Additional Sessions Judge, Gaibandha to his present posting, if he is still in service, or to his present address, as the case may be.

The office is directed to communicate the order and sent down the lower Courts record.

Ed.

HIGH COURT DIVISION
(Special Original Jurisdiction)

Syed Refaat Ahmed J Sheikh Hassan Arif J	Ali Hamza Mhalader (Md).....Petitioner vs
Judgment December 10th, 2012	Government of Bangladesh and others..... .....Respondents*

Constitution of Bangladesh, 1972
Articles 32 and 102(2)

The very disentitlement of the petitioner to his MPO as of November1997 and the continuance of such disentitlement up until May 2005 has indeed been arbitrary and irregular. Such arbitrariness is made all the more blatant given by the evident violation of the petitioner's right to receive adequate and meaningful information at all material dates on decisions that were made to operate against him and to his prejudice for an unduly long period of time,

*Writ Petition Juriadiction 5821 of 2006.

thereby depriving him effectively of the opportunity to earn a livelihood and live in dignity as is an essential component of the right to life.

.....(8)

Md Amirul Islam vs Thana Nirbahi Officer, Lalpur, Natore, 2000 BLD 369 = 52 DLR 388; Md Shawkat Ali vs Director General reported in 18 BLT 303; Secretary, Ministry of Education vs Anwar Hossain, 2 MLR (AD) 25 = 49 DLR (AD) 87 and Quari Md Abdul Haleem vs Bangladesh, 3 MLR 105 = 50 DLR 472 ref.

Md Humayun Kabir, Advocate and Israt Jahan, AAG —For the Petitioner.

Kashfia Hussain, AAG—For the Respondents.

Judgment

Syed Refaat Ahmed J: In this application under Article 102 of the Constitution a Rule Nisi was issued calling upon the Respondents to show cause as to why the stoppage of the Government portion of the Monthly Salary due to the Petitioner from November, 1997 excluding the payment in the name of the Petitioner from the Monthly Pay Order (MPO) of November, 1997 should not be declared to have been made and passed without any lawful authority and is of no legal effect and as to why the Respondents shall not be directed to pay the Government Portion of Salary to the Petitioner from November, 1997 as shown is the Monthly Pay Order (MPO) of November, 1997 against the name of the Petitioner therein and/or pass such other or further order or orders as to this Court may seem fit and proper.

2. The Petitioner comes before us as a retired teacher of a Madrasah who was first appointed to the Shah Ali Siddiquia Dakhil Madrasah on 15-12-1984 and joined in that position on 1-1-1985. It is noted that the first MPO enlistment of the Petitioner dates back to 1-6-1987 which he continued to receive up until November, 1997 when the Respondent No. 4, Assistant Director (Special) Education, on behalf of the Respondent No. 2, Director General, Secondary and Higher Secondary Education sent a letter to the Superin-tendent of the said Madrasah vide letter No. 14260/4 Bishesh dated 2-12-1997 seeking information relating to the appointment of five Junior Teachers as per seniority and inquired into the matter of two Additional Junior Teachers and required the said Madrasah to suspend payments of salary and benefits to all Junior Teachers until further orders but without assigning any further reason.

3. A Supplementary Affidavit filed on behalf of the Petitioner shows that the Petitioner continued to be deprived of his MPO entitlement for a continuous period up until 19-7-2006 when an MPO-restoration Order was issued from the office of the Respondent No. 2, Director General directing the release of the Government Portion of the Petitioner's salary with retrospective effect from June, 2005. Given these circumstances the Petitioner's claim now extends to his MPO entitlement payable in arrears from November, 1997 to May 2005. This interim period between stoppage and restoration of the Petitioner's MPO entitlement spanning almost eight years witnessed the fact that of the teachers, who were initially adversely affected by the stoppage order of 2-12-1997 at least three individuals become the beneficiaries of restoration orders variously as early as in 1998 and 1999. It is also evident that efforts were duly made both by the Managing Committee of the Madrasah making representations before the concerned authority for releasing the amount claimed by the Petitioner with the Managing Committee duly acting further to a resolution adopted to that effect supplemented by individual efforts on the part of the Petitioner himself to establish contacts with the Respondent Nos. 2, 3 and 4 seeking a release of his MPO but all to no avail. It is noted further that the efforts on the part of the Petitioner, in particular, were aimed at fundamentally and significantly extracting from the concerned Respondents reasons for the initial stoppage of his MPO entitlement in 1997 that operated to his prejudice given that he had no opportunity given to him at the time

No. 1/For-109/75/1046(A), তারিখ 10th November 1977;

(খ) কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের Notification No. 1/For-109/75/162, তারিখ 23rd March 1978;

(গ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং পবম/-৪/বস-১৫/৯১/৪৩৯, তারিখ ১১-৪-১৯৯১ ইং; প্রজ্ঞাপন নং-পবম-৪/বশি-১৫/৯১/৪৮৫, তারিখ ১-৬-১৯৯১ ইং; প্রজ্ঞাপন নং-পবম-৩ (৫ রাবার)/৩/৯১/৭৬১, তারিখ ১৩-৮-১৯৯১ ইং প্রজ্ঞাপন নং-পবম-৬/রাবার-৬/৯২/৫১৫,তারিখ: ২২-৮-১৯৯৩ ইং ও প্রজ্ঞাপন নং-পবম-৬/রাবার-৬/৯২/১২০, তারিখ: ৪/৬/৯৪ ইং; এবং

(ঘ) এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রজ্ঞাপন, যদি থাকে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, রহিত প্রজ্ঞাপনের অধীন—

(ক) কৃত কর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোন কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকিলে উহা, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধান অনুসারে নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

.....

Published in Bangladesh Gazette Extra-ordinary

Dated 5th May, 2013

Act No. 20 of 2013

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই আইন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।—অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ঘঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ঘঘ) "কমিটি" অর্থ ধারা ৯খ, ৯খখ এবং ৯গ এর অধীন গঠিত যথাক্রমে জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি বা কেন্দ্রীয় কমিটি;";

(খ) দফা(ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা(ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

(ছ) "ডিক্রি" অর্থ ধারা ১০ (৮), ধারা ১৮(৬) এবং ধারা ২০ক এর অধীনে যথাক্রমে ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ডিক্রি;";

(গ) দফা (ঠ) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা(ঠঠ) সন্নিবেশিত হইবে যথাঃ—

"(ঠঠ) "বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ২০ক এর অধীন গঠিত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল;"; এবং

(ঘ) দফা (দ) এরপর নিম্নরূপ নূতন দফা (ধ) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(ধ) "সরকার" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়, তবে ধারা ১৬, ১৮, ১৯ ও ২০ক এর ক্ষেত্রে সরকার অর্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগকে বুঝাইবে।"।

৩। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ৮ এর ধারা প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"**৮। অর্পিত সম্পত্তির হস্তান্তর নিষিদ্ধ।**—এই আইনের অধীন অবমুক্তি বা প্রত্যর্পণ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি অর্পিত সম্পত্তি বিক্রয়, দান বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তর করিতে বা বন্ধক রাখিতে পারিবে না এবং উক্তরূপ বিক্রয়, দান, অন্যবিধ হস্তান্তর বা বন্ধক বাতিল ও ফলবিহীন হইবে।"।

৪। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা(১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশের তারিখ অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর, সরকার, জনস্বার্থে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনধিক ৩০০(তিনশত) দিনের মধ্যে অর্পিত সম্পত্তির তালিকা প্রকাশ করিবে।

৫। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ক এর সংশোধন।—

উক্ত আইনের ধারা ৯ক এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(১ক) উপ-ধারা ১ এর অধীন আবেদন দায়ের করার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত জেলা কমিটিতে আবেদন দায়ের করা যাইবে।"

(খ) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ পাঁচটি উপ–ধারা যথাক্রমে (৩), (৪), (৫), (৬) ও (৬ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৩) কমিটির সিদ্ধান্ত লিখিত হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি থাকিবে ঃ—

(ক) আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ (যদি থাকে) এর দাবী এবং সরকারের বক্তব্য (যদি থাকে), এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা;

(খ) দাবীকৃত সম্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত আছে কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;

(গ) আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পেশ করা হইয়াছে কিনা;

(ঘ) আবেদনকারী দাবিকৃত সম্পত্তির মালিক কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;

(ঙ) আবেদনকারী এবং দাবীকৃত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অর্ন্তর্ভুক্ত মালিক Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (P.O. No. 149 of 1972) অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত;

(চ) দফা(ক) হইতে(ঙ) তে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সম্পর্কে উপস্থাপিত সাক্ষ্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নসহ সিদ্ধান্তের কারণ;

(ছ) সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্বলিত আদেশ।

(৪) উপ-ধারা(২) এর অধীন জেলা কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ অনধিক ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে বিভাগীয় কমিটির নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রাপ্ত আপীল আবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর বিভাগীয় কমিটি যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির মাধ্যমে ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, বিভাগীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তদ্‌সম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে;

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যেও যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে বিভাগীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বশেষ আরো ৩০ (ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে এবং তদ্‌সম্পর্কেও সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন দায়েরকৃত আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিভাগীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(৬ক) বিভাগীয় কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ যে কোন পক্ষ ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন এবং আপীল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।"; এবং

(গ) উপ-ধারা (৭) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৭) এই ধারায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জেলা কমিটি বা, ক্ষেত্রমত বিভাগীয় কমিটি কোন আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপীল নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে, উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, আবেদনের সংখ্যা, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে আবেদন বা, ক্ষেত্রমত, আপীল নিষ্পত্তির সময়সীমা অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

৬। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ৯খ ধারার সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৯খ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন জেলায় দায়েরকৃত আবেদনের সংখ্যা বিবেচনাক্রমে, প্রয়োজন অনুযায়ী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর সমমর্যাদাসম্পন্ন অন্য কোন কর্মকর্তাকে সভাপতি করে উক্ত জেলায় কর্মরত প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা,

আইনজীবী ও ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি সমন্বয়ে উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত অতিরিক্ত এক বা একাধিক কমিটি গঠন বা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।"।

৭। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯খখ এর সংযোজন।**— উক্ত আইনের ধারা ৯খ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ৯খখ সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"**৯খখ। বিভাগের কমিটি।**—নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বিভাগীয় কমিটি গঠিত হইবে, যথাঃ—

(ক) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(রাজস্ব), যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার;

(গ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা পরিচালনার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন আইনজীবী;

(ঘ) ভূমি মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ১(এক) জন স্থানীয় সমাজসেবক; এবং

(ঙ) বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত একজন সহকারী কমিশনার, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।"।

৮। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯গ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ৯গ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ চারটি নূতন উপ-ধারা যথাক্রমে(৩), (৪), (৫) ও (৬) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(৩) ধারা ৯ক এর উপ-ধারা (৬ক) অনুযায়ী দায়েরকৃত আপীল আবেদনসমূহ প্রাপ্তির পর কেন্দ্রীয় কমিটি উহা যাচাই-বাছাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে যথাযথ শুনানির মাধ্যমে ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ৩০০ (তিনশত) দিনের মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হইলে, কেন্দ্রীয় কমিটি কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অতিরিক্ত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং তৎসম্পর্কে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত বর্ধিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যেও যদি সিদ্ধান্ত প্রদান করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় কমিটি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সর্বশেষ আরো ৩০(ত্রিশ) দিন সময় লইতে পারিবে এবং তদ্‌সম্পর্কেও সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে কেন্দ্রীয় কমিটি সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, আবেদনের সংখ্যা, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি, ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা অনধিক ৩০০ (তিনশত) দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৫) এই আইনের কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট দাখিলকৃত অনিষ্পন্ন আপীল আবেদনসমূহ অনধিক ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিটির নিকট নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

(৬) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।"

৯। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ঘ এর প্রতিস্থাপন।**— উক্ত আইনের ধারা ৯ঘ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৯ঘ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"**৯ঘ। কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।**—কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বা আপীলের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে আপীল দায়ের না হইলে উক্ত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসক, সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে।"।

১০। **২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।**— উক্ত আইনের ধারা ১০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন দায়ের করার সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও এই আইন কার্যকর হইবার পর ৩০ জুন ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে আবেদন দায়ের করা যাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৭) এর—

(অ) প্রথম শর্তাংশের "এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(আ) দ্বিতীয় শর্তাংশের "এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(৭ক) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন কার্যকর হইবার পর, কোন ট্রাইব্যুনাল উপ-ধারা (৭) এ উল্লিখিত সময় সীমার মধ্যে কোন আবেদন নিষ্পত্তি করিতে না পারিলে উহা সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং সরকার, জনস্বার্থে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন

দ্বারা উক্ত ট্রাইব্যুনালের মামলার সংখ্যা, আঞ্চলিক এখতিয়ার ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে এই ধারার অধীন আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।";

(ঘ) উপ-ধারা (৮) এর দফা(ঘ) এর উপ-দফা (আ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (আ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(আ) এবং দাবীকৃত সম্পত্তির গেজেটে প্রকাশিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত মালিক Bangladesh Citizenship (Temporary Provisions) Order, 1972 (PO No. 149 of 1972) অনুসারে বাংলাদেশের নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দা কিনা তৎসম্পর্কে সিদ্ধান্ত।"।

১১। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১১ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পর " বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা(৯) বিলুপ্ত হইবে।"।

১২। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (২) এ "ট্রাইব্যুনালের" শব্দটির পূর্বে "কমিটি বা" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এর "১০" সংখ্যাটির পূর্বে "৯ক," সংখ্যা, কমা ও অক্ষর সন্নিবেশিত হইবে।

১৩। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত "জেলা জজ বা অতিরিক্ত জেলা জজ" শব্দগুলির পরিবর্তে "অতিরিক্ত জেলাজজ বা যুগ্ম জেলা জজ বা সিনিয়র সহকারী জজ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৪) এর পর নিম্নরূপ উপ-ধারা (৪ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(৪ক) সরকার সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা উপ-ধারা (৪) এর অধীন ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র (Territorial Jurisdiction) নির্ধারণ করিয়া দিবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৫) বিলুপ্ত হইবে।

১৪। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (৫) এর—

(ক) প্রথম শর্তাংশের "এবং তৎসম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) দ্বিতীয় শর্তাংশের "এবং এইরূপ সময় বর্ধিতকরণ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে, যাহার একটি অনুলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে "শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে।"।

১৫। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর—

(ক) উপান্তটীকায় "স্থাপন ও উহার" শব্দগুলি ও অক্ষর বিলুপ্ত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "এক বা একাধিক" শব্দগুলির পূর্বে "প্রত্যেক জেলায়" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) ও (৩) এর পরিবর্তে যথাক্রমে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) এবং (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল ট্রাইব্যুনাল প্রত্যেক জেলা সদরে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে;

(৩) সরকার জেলা জজ বা জেলা জজ পদমর্যাদার অন্য কোন বিচারককে আপীল ট্রাইব্যুনালের বিচারক নিয়োগ করিবে।";

১৬। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের "বা ধারা ৯গ এ উল্লিখিত কেন্দ্রীয় কমিটির রায় বা সিদ্ধান্তের বৈধতা ও যথার্থতা" শব্দগুলি, সংখ্যা ও অক্ষর বিলুপ্ত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (৩) এর শর্তাংশের "বা কেন্দ্রীয় কমিটি" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

১৭। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনে নূতন ধারা ২০ক এর সংযোজন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ২০ক সংযোজিত হইবে যথাঃ—

"**২০ক। বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন ও এখতিয়ার।**—(১) এই আইনের অধীন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক ইতিমধ্যে নিষ্পত্তিকৃত মামলার আপীল আবেদনসমূহ নিষ্পত্তির জন্য সরকার ৭ (সাত) টি বিভাগীয় সদরে কর্মরত জেলা জজ বা জেলা জজ পদমর্যাদার একাধিক বিচারকের সমন্বয়ে বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ট্রাইব্যুনালের রায় প্রদানকারী বিচারক সমন্বয়ে বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাইবে না ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ধারা ২০ এ উল্লিখিত এখতিয়ার প্রয়োগ করিতে পারিবে।" ।

১৮। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২১ এর বিলুপ্তি।—উক্ত আইনের ধারা ২১ বিলুপ্ত হইবে।

১৯। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২২ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২২ প্রতিস্থাপিত হইবেঃ—

"**২২। ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, ইত্যাদির কার্যপদ্ধতি।**—(১) ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর সকল শুনানী প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হইবে এবং উহার রায় প্রকাশ্যে ঘোষিত হইবে।

(২) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, এবং এইরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিবে।

(৩) আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার নিকট উপস্থাপিত তথ্যগত বিষয় (Question of fact) ও আইনগত বিষয়ে (Question of law) যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার রায় চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(১) একতরফাভাবে কোন পক্ষকে শুনানী অন্তে কোন আবেদন বা আপীল মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল উল্লিখিত বিষয়ে, সঠিকতা ও যথাযর্থতা সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত বা ক্ষেত্রমত রায় প্রদান করিবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলির পরিবর্তে "কমিটি, ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনালে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৩) এর "আবেদন বা ধারা" শব্দগুলির পরিবর্তে "আবেদন, ধারা ৯খখ, ধারা ৯গ বা ধারা ১৮ এর অধীনে" শব্দগুলি, কমাগুলি ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২১। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) (২) ও (৩) এ চারবার উল্লিখিত "আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পর সকল স্থানে "বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২২। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২৫—

(ক) এর উপান্তটীকায় "ও আপীল ট্রাইব্যুনালের" শব্দগুলির পরিবর্তে "আপীল ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) এ উল্লিখিত "বা ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল" শব্দগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল " শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।

২৩। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩০ এ উল্লিখিত "এই আইন কার্যকর হইবার তারিখ হইতে ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) দিনের মধ্যে," শব্দগুলি, সংখ্যা, বন্ধনী এবং কমা বিলুপ্ত হইবে।

২৪। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এ উল্লিখিত "ট্রাইব্যুনাল বা আপীল ট্রাইব্যুনাল বা জেলা কমিটি" শব্দগুলির পরিবর্তে "ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল, বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল, জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাগিত হইবে।

২৫। ২০০১ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।—উক্তআইনের ধারা ৩২ এর দফা (ক), (খ) এবং (গ) এ তিনবার উল্লিখিত "জেলা কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনালে বা আপীল ট্রাইব্যুনালে শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে সকল স্থানে "জেলা কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কমিটি, ট্রাইব্যুনাল, আপীল ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আপীল ট্রাইব্যুনাল এর" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। রহিতকরণ।—এতদ্দ্বারা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ) রহিত করা হইল।

Published in Bangladesh Gazette Extra-ordinary
Dated 12th June, 2013

Act No. 21 of 2013

২০১৩ সালের ৩০ জুন তারিখে সমাপ্য অর্থ বৎসরের কার্যাদি নির্বাহের জন্য সংযুক্ত তহবিল হইতে মঞ্জুরীকৃত অর্থের অধিক অর্থ প্রদান ও নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

Appropriation Act, 2013

[Not Printed]

BG page No. 4355

.....

Published in Bangladesh Gazette Extra-ordinary
Dated 12th June, 2013

Act No. 22 of 2013

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচিন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন**।— সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে, এবং যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, বাংলাদেশে নিবন্ধিত জাহাজ বা বিমানে অবস্থানকারীর ক্ষেত্রেও, ইহা প্রযোজ্য হইবে।"।

৩। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ২ এর—

(ক) দফা (৩) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(৩ক) 'কনভেনশন' অর্থ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসমর্থিত জাতিসংঘ কনভেনশন, ট্রিটি ও প্রটোকলসমূহ, যাহা এই আইনের তফসিল ১ এ অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময় তফসিল ১ এ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে এইরূপ জাতিসংঘ কনভেনশন, ট্রিটি ও প্রটোকল;";

(খ) দফা (১১) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (১১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(১১ক) বিদেশী নাগরিক অর্থ Foreigners Act, 1946 (Act No.XXXI of 1946) এর section 2 (a) তে সংজ্ঞায়িত 'foreigner';";

(গ) দফা (১৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(১৪) 'সম্পত্তি' অর্থ দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত—

(অ) কোন বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোন প্রকৃতির তহবিল বা সম্পদ, উহা যেভাবেই অর্জিত হউক না কেন, এবং ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ যে কোন ধরনের আইনি দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট যাহা উক্ত তহবিল বা সম্পদের মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বের স্বার্থ নির্দেশ করে, এবং উক্ত তহবিল বা সম্পদ হইতে প্রাপ্ত বা উদ্ভূত কোন মুনাফা, ডিভিডেন্ড বা অন্য কোন আয় বা মূল্যও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(আ) নগদ অর্থ বা স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোন প্রকৃতির আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎস, উহা যেভাবেই অর্জিত হউক না কেন, এবং ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ যে কোন ধরনের আইনি দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট যাহা উক্ত তহবিল বা অন্যান্য সম্পদের মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বের স্বার্থ নির্দেশ করে এবং ব্যাংক ক্রেডিট, ট্রাভেলরস্ চেক, ব্যাংক চেক, মানি অর্ডার, শেয়ার, সিকিউরিটি, বন্ড, ড্রাফট বা ঋণপত্র এবং উক্ত তহবিল বা সম্পদ হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট কোন মুনাফা, ডিভিডেন্ড বা অন্য কোন আয় বা মূল্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে উহাতে সীমাবদ্ধ করিবে না;";

(ঘ) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ ছয়টি নূতন দফা যথাক্রমে (১৪ক), (১৪খ), (১৪গ) ও (১৪ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(১৪ক) 'সন্ত্রাসী ব্যক্তি' অর্থ কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person) যিনি ধারা ৬(১), ১০, ১১, ১২, বা ১৩ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন;

(১৪খ) 'সন্ত্রাসী সত্তা' অর্থ তফসিল-২ এ উল্লিখিত কোন সত্তা বা এই আইনের ধারা ৬(১), ১০, ১১, ১২ বা ১৩ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করে

এইরূপ কোন সত্তা;

(১৪গ) 'সন্ত্রাসী সম্পত্তি অর্থ এইরূপ কোন সম্পত্তি যাহা—

(অ) এই আইনের অধীন কোন সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আইনের অধীন অনুরূপ সমশ্রেণীর অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতেছে, বা হইবার অভিপ্রায় রহিয়াছে;

(আ) কোন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত;

(ই) কোন সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভূত বা অর্জিত;

(ঈ) সন্ত্রাসী কার্যের উদ্দেশ্যে অথবা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তাকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছে;

(উ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তার পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে এইরূপ ব্যক্তি বা সত্তার সম্পত্তিসহ অনুরূপ ব্যক্তি ও সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট তহবিল;

(১৪ঘ) 'সমবায় সমিতি' অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১(২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন অনুমোদিত ও নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান;";

(ঙ) দফা (১৬) এর উপ-দফা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,—

(ক) উহা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ হইতে উদ্ভূত;

(খ) উহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে বা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তাকে অর্থায়নের সহিত সম্পর্কযুক্ত;";

(চ) দফা (২৪) এ উল্লিখিত, 'সমবায় সমিতি আইন, ২০০১(২০০১ সনের ৪৭ নং আইন)' শব্দগুলি, কমাগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনি বিলুপ্ত হইবে;

(ছ) দফা (২৫) এ উল্লিখিত '২০০৯' সংখ্যাটির পরিবর্তে '২০১২' সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) দফা ৩০ এ উল্লিখিত "গোষ্ঠীর" শব্দটির পরিবর্তে "জনগোষ্ঠীর" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদেশী রাষ্ট্রে অপরাধ সংঘটন করিয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি তাহাকে উক্ত অপরাধ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বহিসমর্পণ করা না যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।"।

৫। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন।— উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"৬। **সন্ত্রাসী কার্য।**—(১) যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক—

(ক) বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে—

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা

(আ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর জখম, আটক বা অপহরণ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা

(ই) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে বা করিবার প্রচেষ্টা গ্রহণ করে; অথবা

(ঈ) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা

(উ) উপ-দফা (অ), (আ), (ই) বা (ঈ) এর উদ্দেশ্যে সাধনকল্পে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বা নিজ দখলে রাখে;

(খ) অন্য কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা উহার সম্পত্তি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের প্রচেষ্টা করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে;

(গ) কোন আর্ন্তজাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে;

(ঘ) জ্ঞাতসারে কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি ব্যবহার করে বা অধিকারে রাখে;

(ঙ) এই আইনের তফসিল-১ এ অন্তর্ভুক্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে বর্ণিত কোন অপরাধ করিতে সহায়তা, প্ররোচিত বা ষড়যন্ত্র করে বা সংঘটন করে বা সংঘটন করিবার প্রচেষ্টা করে;

(চ) কোন সশস্ত্র সংঘাতময় দ্বন্দ্বের বৈরি পরিস্থিতিতে (hostilities in a situation of armed conflict) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নাই এইরূপ কোন বেসামরিক, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার বা মারাত্মক শারীরিক জখম ঘটাইবার অভিপ্রায়ে কোন কার্য করে, যাহার উদ্দেশ্যে, উহার প্রকৃতিগত বা ব্যাপ্তির কারণে, কোন জনগোষ্ঠীকে ভীতি প্রদর্শন বা অন্য কোন সরকার বা রাষ্ট্র বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক "সন্ত্রাসী কার্য" সংঘটনের অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর—

(অ) উপ-দফা (অ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে;

(আ) উপ-দফা (আ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে উক্ত অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি যদি মৃত্যুদণ্ড হয় সেইক্ষেত্রে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(ই) উপ-দফা (ই) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(ঈ) উপ-দফা (ঈ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(উ) উপ-দফা (উ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) বা (চ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) যদি কোন সত্তা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করে, তাহা হইলে—

(ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুন পরিমান অর্থ বা ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে; এবং

(খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান , ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নিবার্হী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমান অর্থ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"।

৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।— উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"৭। **সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ।**—(১) যদি

কোন ব্যক্তি বা সত্তা স্বেচ্ছায়, বৈধ বা অবৈধ উৎস হইতে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোনভাবে এই অভিপ্রায়ে অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি সরবরাহ, গ্রহণ, সংগ্রহ বা উহার এইরূপ ব্যবস্থা করে যে, উহার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ—

(ক) সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনায় ব্যবহৃত হইবে; বা

(খ) সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, অথবা ব্যবহৃত হইতে পারে মর্মে জ্ঞাত থাকে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি প্রকৃতই কোন সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদনের বা পরিচালনার ক্ষেত্রে বা সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা বা কোন সুনির্দিষ্ট সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল কিনা, উহার উপর নির্ভর করিবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে।

(৪) যদি কোন সত্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে—

(ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের তিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে; এবং

(খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০ (বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদণ্ড আরোপ করা যাইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"।

৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৮ এর—

(ক) উপান্ত টীকায় উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) মূল অংশে উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ৯ এর —

(ক) উপান্ত টীকায় উল্লিখিত 'সংগঠন' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তা' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ দুইবার উল্লিখিত 'সংগঠনকে' শব্দটির পরিবর্তে উভয় স্থানে 'সত্তাকে' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ১০ এ উল্লিখিত 'এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করেন, তাহা হইলে' শব্দগুলি ও কমার পর 'তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'পাঁচ' শব্দটির পরিবর্তে "৪(চার)" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১১ এর প্রতিস্থাপন। —উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"১১। অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার (attempt) শাস্তি। —যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের শাস্তি হইবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং উহার অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।"।

১১। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১২ এর প্রতিস্থাপন।

—উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"১২। **অপরাধ সংঘটনে সাহায্য ও সহায়তার (aid and abetment) শাস্তি**।—যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে—

(ক) সাহায্য বা সহায়তা করে; বা

(খ) সহায়তাকারী হিসাবে (as an accomplice) অংশগ্রহণ করে; বা

(গ) অন্যদেরকে সংগঠিত বা পরিচালনা করে; বা

(ঘ) অবদান রাখে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হউক না কেন, উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদণ্ডে, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের শাস্তি হইবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪ (চার) বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, এবং উহার অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।"।

১২। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এ উল্লিখিত 'সংগঠনকে' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তাকে' শব্দটি, 'সংগঠন' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তা' শব্দটি এবং 'পাঁচ' শব্দটির পরিবর্তে "৪ (চার)" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর—

(ক) উপান্ত টীকায় উল্লিখিত "অপরাধীকে আশ্রয় প্রদান" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধীকে আশ্রয় প্রদানের শাস্তি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(৩) যেক্ষেত্রে কোন সত্তা কর্তৃক আশ্রয় প্রদানের অপরাধ সংঘটিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য কোন নামের পদধারীর প্রতি উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"।

১৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"১৫। **বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা**।—(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে, যথাঃ—

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব করা, উহা বিশ্লেষণ বা পুনরীক্ষণ করা এবং বিশ্লেষণ বা পুনরীক্ষণের উদ্দেশ্যে উহার সহিত সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং উহার রেকর্ড বা ড্যাটাবেজ সংরক্ষণ করা এবং, ক্ষেত্রমত, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উক্ত তথ্য সরবরাহ বা রিপোর্ট প্রদার করা;

(খ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে, সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে উক্ত লেনদেনের হিসাব অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের জন্য স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারি করা এবং এইরূপে উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা;

(গ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যে এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের (weapons of mass destruction, WMD) বিস্তারে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক নির্দেশ প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ করা এবং এই আইনের যে কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে সরেজমিনে পরিদর্শন করা; এবং

(চ) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সহিত সম্পৃক্ত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয়ে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা

উহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উহা পুলিশ বা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে, এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) অপরাধটি যদি অন্য কোন রাষ্ট্রে সংঘটিত হয় বা অন্য কোন রাষ্ট্রে বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা কোন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব জব্দ করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা(৩) এর অধীন জব্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক বা সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের আওতায় নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৫) এই আইনের অধীন বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বি, এফ, আই, ইউ) কর্তৃক প্রয়োগ ও সম্পাদিত হইবে এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এই আইনের অধীন কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উহাকে তাহা সরবরাহ করিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৬) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা , ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া সন্ত্রাসী কার্য বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পৃক্ত তথ্যাদি অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা অন্য কোন রাষ্ট্রের অনুরূপ কর্তৃপক্ষকে (counter part) সরবরাহ করিবে।

(৭) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন ব্যাংকের দলিল বা কোন নথিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রবেশাধিকার থাকিবে, যথাঃ—

(ক) উপযুক্ত আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে; অথবা

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে।

(৮) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় অথবা জ্ঞাতসারে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করে, তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশে ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশ কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৯) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উপ-ধারা(৮) অনুসারে আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে উক্ত জরিমানার অর্থ উক্ত সংস্থা কর্তৃক অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী বা অপরিশোধিত থাকিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, উহা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"।

১৫। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন।— উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩), (৪) ও (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৪) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনা পরিষদ বা, পরিচালনা পরিষদ না থাকিলে, উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক, উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ব্যক্তিকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৫) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (৩) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, অথবা যদি পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক, উপ-ধারা (৪) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হন বা পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে জরিমানার অর্থ আদায় করিতে পারিবে বা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত তাহার হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে বা অপরিশোধিত

থাকিলে, উহা আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"।

১৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের চতুর্থ অধ্যায় এর শিরোনাম সংশোধন।—উক্ত আইনের চতুর্থ অধ্যায় এর শিরোনামে উল্লিখিত "সন্ত্রাসী সংগঠন" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তালিকাভুক্তকরণ এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন বাস্তবায়ন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"**১৭। সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত ব্যক্তি বা সত্তা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি সেই ব্যক্তি বা উহা—

(ক) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটিত করে বা উক্ত কার্যে অংশগ্রহণ করে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্যের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে;

(গ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সাহায্য বা উৎসাহ প্রদান করে;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত কোন সত্তাকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করে;

(ঙ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১৩৭৩ (UNSCR 1373) এ উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত তালিকাভুক্তি বা নিষিদ্ধের মানদণ্ডের (listing criteria) আওতাভুক্ত হয়, যথাঃ—

(১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা কোন সন্ত্রাসী কার্য করে বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করে বা অংশগ্রহণ করে বা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সহযোগিতা করে;

(২) তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত যে কোন ব্যক্তি বা সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন সত্তা;

(৩) তালিকাভুক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত যে কোন ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে বা নির্দেশে কাজ করে এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তা।

(চ) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তিকে আশ্রয় প্রদান করে; অথবা

(ছ) অন্য কোনভাবে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত হয়।"।

১৮। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"**১৮। নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তালিকাভুক্তকরণ।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে বা সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে বা তফসিল হইতে বাদ দিতে পারিবে অথবা অন্য কোনভাবে তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।"।

১৯। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ দুইবার উল্লিখিত "সংগঠন" শব্দের পরিবর্তে উভয়স্থানে "ব্যক্তি বা সত্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"**২০। তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সত্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।**—(১) যদি কোন ব্যক্তিকে ধারা ১৮ এর বিধান অনুসারে তালিকাভুক্ত করা হয় বা কোন সত্তাকে নিষিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে, এই আইনে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও সরকার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথাঃ—

(ক) উক্ত সত্তার কার্যালয়, যদি থাকে, বন্ধ করিয়া দিবে;

(খ) ব্যাংক এবং অন্যান্য হিসাব, যদি থাকে, অবরুদ্ধ করিবে, এবং উহার সকল সম্পত্তি জব্দ বা আটক করিবে;

(গ) নিষিদ্ধ সত্তার সদস্যদের দেশ ত্যাগে বাধা নিষেধ আরোপ করিবে;

(ঘ) সকল প্রকার প্রচারপত্র, পোস্টার, ব্যানার অথবা মুদ্রিত, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল বা অন্যান্য উপকরণ বাজেয়াপ্ত করিবে; এবং

(ঙ) নিষিদ্ধ সত্তা কর্তৃক বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে কোন প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা, মুদ্রণ বা প্রচারণা, সংবাদ সম্মেলন বা জনসম্মুখে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিবে।

(২) নিষিদ্ধ সত্তা উহার আয় ও ব্যয়ের হিসাব এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে এবং আয়ের সকল উৎস প্রকাশ করিবে।

(৩) যদি প্রতীয়মান হয় যে, তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সংগঠনের সম্পত্তি অবৈধভাবে অর্জিত হইয়াছে অথবা এই আইনের

অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি আদালত কর্তৃক রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।"।

২১। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ক এর সন্নিবেশ।— উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন ধারা ২০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"**২০ক। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন বাস্তবায়নে পদক্ষেপ।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১২৬৭ এবং উহার অনুবর্তী রেজুলেশনসমূহ ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১৩৭৩ এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তার ও উহাতে অর্থ সংস্থান প্রতিরোধ, দমন এবং ব্যাহতকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ সরকারের এই আইনের অন্যান্য ধারা অথবা আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইনে উল্লিখিত ক্ষমতার অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবেঃ

(ক) তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক অথবা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন বা উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত কোন সংস্থা কর্তৃক অথবা, যদি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১২৬৭ নং রেজুলেশনের অধীন সংকলিত তালিকায় কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person) বা সত্তার নাম অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে, ধারণকৃত সম্পত্তি, তহবিল বা অন্যান্য আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎসসহ উহা হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট তহবিল, পূর্ব নোটিশ ব্যতীত, অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ, জব্দ বা ক্রোক করিবে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন বা সংঘটনের প্রচেষ্টাকারী বা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে অংশগ্রহণ বা সুযোগ সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তি অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সত্তার অথবা উক্তরূপ ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা সত্তার অথবা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা ১৩৭৩ নং রেজুলেশনের অধীন নিষিদ্ধ বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তির এবং সহযোগী ব্যক্তি ও সত্তার তহবিল বা অন্যান্য আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎসসহ উহা হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট তহবিল, পূর্ব নোটিশ ব্যতীত, অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ, জব্দ বা ক্রোক করিবে;

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক কোন তহবিল সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহারের অভিপ্রায় বা উহা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহৃত হইবে এইরূপ জ্ঞাত থাকিয়া, স্বেচ্ছায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তহবিল গঠন বা সংগ্রহ করা হইলে, উহা নিষিদ্ধ করিবে;

(ঘ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত বা ১৩৭৩ নং রেজুলেশনের অধীন নিষিদ্ধ বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সত্তার অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কল্যাণে কোন ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক কোন তহবিল গঠন, আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎস বা সম্পৃক্ত অন্যান্য সেবা সৃষ্টি করা হইলে, উহা নিষিদ্ধ করিবে;

(ঙ) কার্যকর সীমানা নিয়ন্ত্রণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের বাংলাদেশে প্রবেশ বা বাংলাদেশের ভিতর দিয়া অন্য দেশে গমনাগমন প্রতিরোধ করিবে;

(চ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তার নিকট, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন অস্ত্র এবং গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ, বস্তু, হাতিয়ার (equipment), পণ্য এবং প্রযুক্তি সরবরাহ, বিক্রয় এবং হস্তান্তর প্রতিরোধ করিবে;

(ছ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন, ইজারাধীন বা তৎকর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত যে কোন বিমান (any air-craft) তাহাদের রাষ্ট্রীয় সীমানায় উড্ডয়ন বা অবতরণের অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি প্রদান করিবে;

(জ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার নিকটে বা নিকট হইতে প্রেরিত কার্গো পরিদর্শনের মাধ্যমে পারমাণবিক, রাসায়নিক বা জৈব (Biological) অস্ত্রসমূহ, উহা সরবরাহের সরঞ্জাম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তুর অবৈধ পাচার প্রতিরোধ করিবে;

(ঝ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভুক্ত ব্যক্তি এবং সত্তার সহিত সম্পর্কিত উক্ত রেজুলেশনে উল্লিখিত যে কোন কার্য নিষিদ্ধ এবং প্রতিরোধ করিবে;

(ঞ) এই ধারার যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে সময় সময় অনুশাসন প্রদান করিবে;

(ট) দফা(ক) হইতে (ঝ) তে বর্ণিত ক্ষমতা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে সরকার সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপন বা আদেশ জারির মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই ধারার অধীন প্রদত্ত অবরুদ্ধ বা ক্রোক আদেশ লংঘন করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৪(চার) বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন অথবা অবরুদ্ধ বা ক্রোকযোগ্য সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ অর্থের সমপরিমাণ অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা উপ-ধারা(১) এর দফা (গ) এবং(ঘ) লংঘন করিয়া কোন কার্য করে বা কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৭ এর উপ-ধারা(৩), (৪), (ক) বা, ক্ষেত্রমত, (৪)(খ) এর বিধান অনুসারে দণ্ডিত হইবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা উপ-ধারা(১) এর দফা(ঙ) হইতে (জ) লংঘন করিয়া কোন কার্য করে বা কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২), (৩)(ক) বা, ক্ষেত্রমত, (৩)(খ) এর বিধান অনুসারে দণ্ডিত হইবে।

(৫) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসনাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়, অথবা এই ধারার অধীন অবিলম্বে অবরুদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত এবং নির্দেশিত অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা তবে অন্যূন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা সন্দেহযুক্ত তহবিলের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ, উহাদের মধ্যে যাহা অধিক হয়, জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশ কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৬) কোন জনসেবকের (public servant) বিরুদ্ধে, এই ধারার বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে, কোনরূপ অবহেলা করিবার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহার নিজস্ব চাকুরি বিধিমালা অনুসারে তাহার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।"।

২২। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২১ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা(২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা(৩) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(৩) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক ব্যবহৃত ফেসবুক, স্কাইপি, টুইটার বা যে কোন ইন্টারনেট এর মাধ্যমে আলাপ আলোচনা ও কথাবার্তা অথবা তাহাদের অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থির বা ভিডিও চিত্র পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন মামলার তদন্তের স্বার্থে যদি আদালতে উপস্থাপন করা হয়, তাহা হইলে, সাক্ষ্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত উক্ত তথ্যাদি আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।"।

২৩। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৩ ও ২৩ক প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"**২৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি রেকর্ড সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—যে কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক কোন বক্তব্য রেকর্ডকালে, যদি উক্ত ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে লিখিতভাবে বিবৃতি প্রদান করিতে সক্ষম ও আগ্রহী হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

২৩ক। তদন্তকালীন সন্ত্রাসী সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোকের বিশেষ বিধান।—(১) যদি এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে তদন্তকারী কোন কর্মকর্তার নিকট বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, তদন্তাধীন সম্পত্তি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সম্পদ (procceeds of terrorism), তাহা হইলে তিনি উক্ত সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত উক্ত জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উক্ত সম্পত্তি জব্দ করিবার পূর্বানুমতির জন্য লিখিত আবেদন করিবেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদন যাচাই করিবার পর সন্তুষ্ট হইলে, অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ করা বাস্তবসম্মত নহে, সেইক্ষেত্রে ক্রোক আদেশের (order of attachment) মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করিবেন যে, অনুরূপ আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত, অনুরূপ সম্পত্তি হস্তান্তর বা অন্য কোন ব্যবস্থা করা যাইবে না।

(২) যদি বৈধ উৎস হইতে অর্জিত সম্পত্তির সহিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সম্পত্তির মিশ্রণ (mingle) ঘটে, তাহা হইলে উক্ত মিশ্রিত (mingled) সম্পত্তিতে স্থিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সম্পত্তি, অথবা যেক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করা না যায়, সেইক্ষেত্রে মিশ্রিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্য এই ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দ বা ক্রোকযোগ্য হইবে।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোকের ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে সরকারকে যথাযথভাবে অবহিত করিবেন এবং সরকার অনুরূপ জব্দ বা ক্রোক আদেশ জারির ৬০ (ষাট) কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত জব্দ বা ক্রোক আদেশ অনুমোদন করিবেন অথবা বাতিল করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, যাহার সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোক হইয়াছে তাহাকে বক্তব্য উপস্থাপনের যথাযথ সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা(৩) এর অধীন কোন ক্রোক বা জব্দের মেয়াদকাল আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবার পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকিবে।"।

২৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

(ক) উপান্ত-টীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্ত-টীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদের দখল (possession of property obtained from terrorist activities)";

(খ) উপ-ধারা(১) ও (২) এবং ব্যাখ্যার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(১) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত বা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ বা অন্য যে কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি ভোগ করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবে না।

(২) এই আইনের অধীন দণ্ডপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, এরূপ কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা কোন সন্ত্রাসী সত্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির দখলে থাকা কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।"।

২৫। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর—

(ক) উপান্ত-টীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্ত-টীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হইতে উদ্ভূত সম্পদ বাজেয়াপ্ত (Confiscation of assets obtained from terrorist activities and proceeds of terrorism)';

(খ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত' শব্দগুলির পরিবর্তে 'সন্ত্রাসী কার্য হইতে সৃষ্ট (deriving from terrorist activities) বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ হইতে উদ্ভূত (or it constitutes from proceeds of terrorism)" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত কোন সম্পত্তি" শব্দগুলির পরিবর্তে "সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড-লব্ধ সম্পদ (proceeds of terrorism) বা কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে সৃষ্ট কোন সম্পত্তি" শব্দগুলি, বন্ধনী ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা(১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা, তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিতক্রমে মামলা রুজু করিবে এবং তদন্ত কার্যক্রম শুরু করিবে।"।

২৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের তফসিলের প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল ১, ২ ও ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"তফসিল-১

[ধারা ২ এর দফা (৩ক) দ্রষ্টব্য]

(ক) ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে হেগে সম্পাদিত অবৈধভাবে বিমান আটক প্রতিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশন (convention for the suppression of unlawful seizure of Aircraft, done at the Hague on 16th December, 1970;);

(খ) ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মন্ট্রিলে সম্পাদিত বেসামরিক বিমান চলাচলের বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention for the suppression of unlawful Acts against the safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23rd September, 1971);

(গ) ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কূটনৈতিক প্রতিনিধিসহ আর্ন্তজাতিকভাবে সুরক্ষিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention on the prevention and punishment of Crimes against internationally protected person, including diplomatic agents, adopted by the General Assembly of the United Nations on 14th December, 1973);

(ঘ) ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত জিম্মি গ্রহণের বিরুদ্ধে কনভেনশন (International convention against the taking of hostages adopted by the General Assembly of the United Nations on 17th December, 1979);

(ঙ) ৩রা মার্চ, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ভিয়েনায় গৃহীত

পারমাণবিক বস্তুর ভৌত সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention on the physical protection of nuclear material, adopted at Vienna on 3rd March, 1980);

(চ) ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে মন্ট্রিলে সম্পাদিত বেসামরিক বিমান চলাচলের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে হিংস্র অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশনের সম্পূরক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কর্মরত কর্মীদের অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for the suppression of unlawful Acts of violence at Airports serving International Civil Aviation supplementary to the convention for the suppression of unlawful Acts against the safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24th February, 1988);

(ছ) ১০ই মার্চ, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে রোমে সম্পাদিত সামুদ্রিক নৌচালনার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention for the suppression of unlawful Acts against the safety of maritime navigation, done at Rome on 10th March, 1988);

(জ) ১০ই মার্চ, ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে রোমে সম্পাদিত মহিসোপানে অবস্থিত স্থায়ী প্লাটফরমের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for the suppression of unlawful Acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf, done at Rome on 10th March, 1988);

(ঝ) ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সন্ত্রাসী বোমা হামলা দমন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (International convention for the suppression of terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15th December, 1997)।

.....

তফসিল-২
(ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য)

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	সত্তার নাম	সত্তার ঠিকানা	নিষিদ্ধকরণের তারিখ	মন্তব্য
০১	শাহাদাত-ই-আল হিক্‌মা পার্টি বাংলাদেশ	জনৈক মিজানুর রহমানের বাড়ী, হড়গ্রাম নতুন পাড়া বাইপাস সড়ক, থানা-রাজপাড়া, রাজশাহী মহানগর	০৯/০২/২০০৩ খ্রিঃ	
০২	জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	২৩/০২/২০০৫ খ্রিঃ	
০৩	জামা'তুল মুজাহেদীন	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	২৩/০২/২০০৫ খ্রিঃ	
০৪	হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	১৭/১০/২০০৫ খ্রিঃ	
০৫	হিজবুত তাহ্‌রীর বাংলাদেশ	এইচ, এম সিদ্দিক ম্যানসন, ৫৫/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা এবং ২০১/সি পল্টন টাওয়ার (৩য় তলা), ২৭ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা	২২/১০/২০০৯ খ্রিঃ	

তফসিল-৩
(ধারা ১৮ দ্রষ্টব্য)

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা	তালিকাভুক্তকরণের তারিখ	মন্তব্য